হিরণ্যগর্ভ
নবম বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা
১লা মাঘ, ১৪২৩

Hiranyagarbha
Volume 9, No. 4
हिरण्यगर्भ
नवम वर्ष, चतुर्थ संख्या
तारिख-१५जनवरी,२०१७

১লা মাঘ, ১৪২৩ | 15th January, 2017

সূচীপত্র a Contents

বাংলা বিভাগ ঃ—	শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল কথা	শ্রীশ্রীমা সর্বাণী	06
	যোগীশ্বর রূপে শ্রীশ্রীসরোজ বাবা	শ্রীপ্রদীপ চট্টোপাধ্যায়	09
	শ্রীশ্রীভগবান কিশোরী মোহনের পত্রাবলী	বৃহৎ কিশোরী ভাগবত—সংগৃহীত	10
	নিত্যসিদ্ধ মহাত্মার দিব্যদর্শনে—শ্রীরামকৃষ্ণ লীলা	শ্রীবিষ্ণুপদ সিদ্ধান্ত ঠাকুর	12
	আদি উপমন্যু মুনির কথা	শ্রীশ্রীমা সর্বাণী	13
	জ্ঞানগঞ্জের যোগ প্রসঙ্গে	শ্রীশ্রীমা সর্বাণী	13
	স্বাহার কথা	শ্রীশ্রীমা সর্বাণী	15
	রাজস্থানের সুপ্রসিদ্ধা শ্রীশ্রীসতীমায়ের লীলামৃত	শ্রীমতী বীণা চৌধুরী	16
	শ্রীশ্রীমায়ের প্রথম বদ্রীনাথধাম ভ্রমণ কথা	স্বামী সংবেদানন্দজী	18
	গীতা ভাবনা	অধ্যাপক ডক্টর উদয়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	20
	শ্রীনিগমাত্মানন্দজীর আশ্রমে শ্রীশ্রীমা	শ্রীমতী সঙ্ঘমিত্রা চক্রবর্ত্তী	21
	গুরুগীতা	যোগীরাজ শ্রীহরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	23
	যৌগিক চেতনায় শ্রীশ্রীচণ্ডীতত্ত্ব	অধ্যাপক শ্রীহরপ্রসাদ রায়	24
	নিরুক্তশাস্ত্রের দৃষ্টিতে বৈদিক দেবতার স্বরূপ আলোচনা	অধ্যাপক ডক্টর উদয়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	25
	যোগ প্রসঙ্গে উপলব্ধিত আলোকে	শ্রীশ্রীমা সর্বাণী	27
	গুপ্তযোগী ভূপতি মহারাজ	শ্রীসজল কান্তি ভট্টাচার্য্য	28
हिन्दी विभाग ঃ—	श्रीश्री नित्यगोपाल कथा	श्रीविमलानन्द	30
	योगीश्वर के रूप में श्रीश्रीसरोज बाबा	श्रीचंद्र पारेख	33
	ज्ञानगंज के योग प्रसंग पर	श्रीविमलानन्द	34
	स्वाहा की कथा	श्रीमती ज्योति पारेख	36
	उन्मेष	श्रीमती सुशीला सेठिया	37
	श्रीश्रीभगवान किशोरी मोहन की पत्रावली	श्रीविमलानन्द	38
	परमब्रह्म के साक्षी	श्रीविमलानन्द	40
	श्रीश्रीमाँ की प्रथम बद्रीनाथधाम यात्रा	श्रीमती ज्योति पारेख	41
	योग प्रसंग पर उपलब्धित आलोक	श्रीविमलानन्द	43
	गुरुगीता	श्रीश्रीमाँ सर्वाणी	44
	नित्यसिद्ध महात्मा के दिव्य दर्शन में – श्रीरामकृष्णलीला	श्रीमती सुशीला सेठिया	45
	आदि उपमन्यु मुनि की कथा	श्रीमती ज्योति पारेख	46
English Section ঃ—			
	Nitya Gopala - The Eternally Divine Child	Prof. Partha Pratim Chakrabarti	48
	The Philosophy of Truth	Dr. Barun Dutta	51
	Sri Sri Saroj Baba as Spiritual Supremo	Dr. Barun Dutta	52
	Gems from the Garland of Letters	Sri Arnab Sarkar	54
	My Life With Anirvan	Sri Gautam Dharmapal	56
	A Spiritual Interaction with Sree Sree Maa	Dr. Barun Dutta	58

ISBN No. 978-93-80373-92-8 Cover : Sree Sree Nityagopal Dev

Printed and Published by Dr. Barun Dutta on behalf of Mata Sharbani Trust, Plaza Housing, Vill : Jagannathpur (Shibrampur), P.O. : Ashuti, Pin : 700141, 24 Parganas (South), West Bengal, India. Tel : (033) 2488-1826, website : www.akhanda-mahapeeth.org, Email : akhanda.mahapeeth@gmail.com. Printed at : Rama Art Press, 6/30, Dum Dum Road, Kolkata-700 030, Tel : 2557-4419

Editor : Shri Arnab Sarkar • Associate Editors : Smt. Keya Chakraborty and Shri Mohit Shukla

সম্পাদকীয়

পৌষের ঘন কুজ্ঝটিকা যখন চরাচর ব্যাপৃত করে রাখে, শীতরাত্রের শিশির বিন্দু যখন গাছের পাতায়, ঘাসের মাথায় হিমেল বিন্দুতে ঘনীভূত হয়, গীর্জায় গীর্জায় সুমধুর ঘন্টাধ্বনি তখন বরণ করে নেয় ইংরেজী নববর্ষকে। আপামর বিশ্ববাসী একযোগে স্মরণ করে সেই মহামানবকে, যিনি অত্যাচারীর আস্ফালনকে কাঁটার মুকুটের মতো ধারণ করেছিলেন নিজ দেহে, কিন্তু বিশ্ববাসীকে শুনিয়ে গিয়েছিলেন পরম অভয় ও শান্তির আশ্বাস বাণী — শত দুঃখ কষ্টকে বরণ করে আধ্যাত্মিক উত্তরণের মার্গদর্শন।

পুরাতন বছরের অন্তিমলগ্নে আমরা ভক্তিবিনম্রচিত্তে উদ্‌যাপন করেছিলাম শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণামাতা ও শ্রীশ্রীলক্ষ্মীজনার্দনজীউ মন্দিরের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী। নতুন বছর আমাদের মনকে পরিপূর্ণ করুক এক বিমল আনন্দে এবং আশ্রম প্রাঙ্গণ আমোদিত হউক ধূপ-দীপ-পুষ্প-চন্দনের সৌরভে যখন ভক্তিবিগলিত চিত্তে আমরা উদ্‌যাপন করব শ্রীশ্রীগুরুমহারাজগণের পুণ্য অভিষেক লগ্নের অষ্টম বার্ষিকী মহোৎসব। আমরা বন্দনা করি নিত্যলোকস্থিত সেই জ্যোতির্ময় মহাত্মা মণ্ডলকে ও বিনম্র চিত্তে প্রার্থনা করি যেন তাঁদের অহৈতুকী কৃপায় আমাদের মনের সঙ্কীর্ণতা দূরীভূত হয়ে আধ্যাত্মিক আলোক শিখা প্রজ্জ্বলিত হয় আমাদের মনোমন্দিরে। হিরণ্যগর্ভের এই বিশেষ সংখ্যাটিতে শ্রীশ্রীমা বিধৃত করেছেন শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল তত্ত্ব ও সেই ব্রহ্মতত্ত্বস্থিত ভগবান-সাযুজ্যপ্রাপ্ত দুই অবতারকল্প পুরুষের আলেখ্য — একজন শ্রীশ্রীচৈতন্য কৃপাধন্য শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু ও অন্যজন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপার্ষদ ভগবান শ্রীনিত্যগোপালদেব। উভয়েই গোলোক নিবাসী নিত্যগোপাল তত্ত্বাধিকারী ও অনন্য নিত্যকৃষ্ণের বালরূপ। কোটি চন্দ্রপ্রভাবিশিষ্ট গোপালরূপী এই দিব্য শিশু নিত্য-অনিত্য সকল সৃষ্টির জনক — অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডাধিপতি শ্রীকৃষ্ণের বালরূপে যিনি বিরাট বিশ্বকে প্রতিপালন করেন। গোলাকনিবাসী নিত্যকৃষ্ণের কখনোই অবতরণ হয় না — কৃষ্ণসাযুজ্যপ্রাপ্ত ব্রহ্মর্ষি ঋষিসত্ত্বার মধ্যে পরিপূর্ণ আবেশ-অবতার রূপে তিনি ভগবৎলীলা সংগঠন করে থাকেন।এই আবেশ -অবতার রূপ নারায়ণ ঋষিই শ্রীজীব গোস্বামী ও শ্রীনিত্যগোপালদেব রূপে ধরাধামে লীলা-প্রবিষ্ট।

নতুন বছর আমাদের মননে নতুন উদ্দীপনার সঞ্চার করুক। আমরা যেন আমাদের মনের সঙ্কীর্ণতা উল্লঙ্ঘনপূর্বক সৎভাবনা ও সৎকর্মাদিতে নিজেদের নিয়োজিত করতে পারি, শ্রীশ্রীগুরুমহারাজগণের চরণে এই আমাদের বিনম্র প্রার্থনা। হিরণ্যগর্ভের এই নববার্ষিক সংখ্যাটি তাঁদের চরণকমলে নিবেদন করে আমরা ধন্য হলাম।

: ওঁম্ তৎ সৎ ওঁম্ :

Editorial

As dense fog envelops the horizon with its mystic veil and icy chill condenses dew drops on the blades of grass and on the leaves, bells toll in the churches to welcome the New Year with its rhythmic chime. It is the time of the year when all of us should rise in unison and surrender ourselves to the lotus feet of Lord Jesus who, out of compassion to one and all, bore the brunt of abysmal human atrocities onto Himself while preaching the gospel of peace, piety and generosity amongst those who placed faith unto Him.

Towards the very end of the passing year, we celebrated with devotion the annual worship of Sree Sree Annapurna Mata and Shri Shri Laxmi-Narayan Jiu on the auspicious occasion of the anniversary of their temple inauguration. As the New Year unfolds, we, the devotees and disciples of Sree Sree Maa, would get inspired to celebrate the eighth anniversary of the enthronement of our Guru Maharajas in the Main Temple. We bow in humble obeisance to the immortal saints and Avatars to show empathy towards us in dispelling the pettiness from our minds and set us in the path of spiritual fulfillment.

In this issue of Hiranyagarbha, Sree Sree Maa has expounded in detail the life and significance of two divine personalities – Sreejiv Goswami Mahaprabhu and Shri Nityagopal Dev – who were the divine compatriots of Shri Shri Chaitanya Mahaprabhu and Bhagwan Shri Shri Ramakrishna respectively. They were the human embodiment of the omnipotent Balakrishna, the ever-radiant divine child-like form of Lord Vishnu, who manifests Himself with the unfathomable radiance of thousands of suns and controls the creation and conservation of this universe. It is Him who adorned the "Aavesha Avatar" form in this mortal world and took up the embodiment of Sreejiv Goswami Mahaprabhu and Shri Nityagopal.

Let the New Year relive us from the confines of all forms of narrowness and drive us towards stronger spiritual pursuits. On this auspicious occasion, let us jointly resolve to surrender all our vanity and emotional pettiness to the lotus feet of Guru Maharajas and pray for their divine compassion.

শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল কথা

শ্রীশ্রীমা সর্বাণী

পরমব্রহ্ম ভূমিতে পরাসম্বিৎময়ী মহাশক্তির কোল ভেদ করিয়া আবির্ভূত হয় এক স্নিগ্ধ সমুজ্জ্বল অচিন্ত্য অদ্ভুত জ্যোতির্পুঞ্জ, ঠিক যেন পূর্ণচন্দ্র চন্দ্রিমা কোটি প্রভা বিচ্ছুরিত এক বিশুদ্ধ চন্দ্র; সেই কোটিপ্রভা সম্পন্ন মহাকারণময় নিত্যজ্যোতি পরবর্তী অবস্থায় সম্বিৎময়ী বিশুদ্ধ যোগমায়ার এক অব্যক্ত আবরণের সঙ্গে সংযুক্ত হইয়া এক অপরূপ রূপ প্রকাশ করে, যেটি নিত্য শাশ্বত দিব্যের অনুশাসনে অব্যক্তভাবে মহাইচ্ছাপ্লুত হইয়া এক দিব্যশিশুরূপে দিব্যাত্ম প্রকাশলাভ করে, ইনিই হইলেন ব্রহ্মশিশুরূপী 'নিত্যগোপাল', যিনি চিরন্তন অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডাধিপতি 'শ্রীকৃষ্ণের বালরূপ', যিনি আনমনে বিরাট বিশ্বকে প্রতিপালন করেন এবং ইনিই হইলেন নিত্য-অনিত্য সকল সৃষ্টির জনক। ওই নিত্যগোপালরূপী পরমাত্মার বালরূপ চৈতন্যঘন। ইঁহার অবস্থান গোলোকের গোকুলে। এই অনন্ত লীলাময় বালক সাক্ষাৎ ভগবানের বালরূপ। ইঁহার সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য, ঐশ্বর্য্য ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। ইহা দিব্যসৃষ্টির এক অদ্ভুত অপূর্ব মহাবিভূতি। এই নিত্যগোপাল হইলেন দিব্যভূমির একটি পরমব্রহ্মতত্ত্ব। এই তত্ত্বে যে ব্রহ্মবেত্তা ঋষি আসীন হইতে সক্ষম হন তিনি 'নিত্যগোপাল' রূপ প্রাপ্ত হন।

শ্রীমদ্ভাগবতে (৩য় অধ্যায়ে) ভগবানের অবতার কথনে রহিয়াছে চতুর্থ অবতারে শ্রীভগবান ধর্মের (যমের) পত্নী দক্ষকন্যা মূর্ত্তি (অহিংসা) হইতে জন্মলাভ করিয়া 'নর-নারায়ণ' (শ্রীভগবানের ঋষিরূপে আবির্ভাব) ঋষিদ্বয় রূপে আবির্ভূত হইয়া আত্মসংযতেন্দ্রিয় হইয়া দুষ্কর তপঃসাধন করিয়াছিলেন হিমালয়ের বদরিকাশ্রমে ও ভারতের বহু পুণ্য তীর্থাদিতে। কথিত আছে যে দ্বাপরে নর-নারায়ণের আশ্রমে বদরিকাশ্রমে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শিবের আরাধনা করিয়াছিলেন। এই দুইজন প্রাচীন ঋষি, ভগবানের সাক্ষাৎ অংশসম্ভূত ঋষি দুর্গম পর্বতে গিয়া কঠোর তপস্যায় রত থাকিতেন। এই দুইজনই অমিততেজা ছিলেন। ইহাতে দেবতারা ভীত হইয়া ইঁহাদের তপোভঙ্গের জন্য ইন্দ্র দ্বারা নানাপ্রকার চেষ্টা করিতে লাগিলেন; কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য না হইয়া তখন অপ্সরাদিগকে প্রেরণ করিয়া দুইজনকেই প্রলুব্ধ করিবার চেষ্টা করিলেন। ভগবৎস্বরূপ নর-নারায়ণ ইহাতে কোনরূপ বিচলিত না হইয়া নিজেদের তপোবল প্রদর্শন করিবেন বলিয়া মনে মনে ঠিক করিলেন। নারায়ণ ঋষি একটি ফুল লইয়া নিজ ঊরুর উপর স্থাপন করামাত্র একটি পরমা সুন্দরী অপ্সরা নির্গত হইয়া আসিল। ঐ অপরূপ অপ্সরাধিক তুল্য পরমাসুন্দরী নারীকে দেখিয়া দেবরাজ ইন্দ্র প্রেরিত অপ্সরাগণ লজ্জায় ও দুঃখে স্বর্গে ফিরিয়া যাইলেন। নারায়ণ ঋষির ঊরু হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল বলিয়া সেই নারীর নাম হইল 'ঊর্বশী'। দেবতাদের সম্মুখে এইরূপে সেই অপ্সরাধিক সুন্দর নারীর সৃষ্টিতে ইন্দ্রাদি দেবগণের গর্ব খর্ব হইয়া গেল। তৎপরে নারায়ণ ঋষি ইন্দ্র প্রেরিত অপ্সরাদিগের পরিচর্য্যার জন্য কয়েক সহস্র সুন্দরী নারী সৃষ্টি করিলেন। অপ্সরাগণ এই ব্যাপারে বিস্মিত হইলে পরে নারায়ণ ঋষি তাহাদের ঊর্বশীকে লইয়া ইন্দ্র সমীপে ফিরিয়া যাইতে বলেন। প্রথমে নানা অনুনয়-বিনয় করিয়া ঋষি নারায়ণের সান্নিধ্য প্রার্থনা করিলেও অপ্সরাগণ প্রত্যাখ্যাতা হন। প্রথমে নারায়ণ শাপ দিতে চাহিলে নর তাঁহাকে থামান এবং তখন নারায়ণ আশ্বাস দেন যে ২৮-শ দ্বাপরে তিনি 'কৃষ্ণ'রূপে জন্মিয়া তখন উহাদের সকলকে বিবাহ করিবেন। সাধন তপস্যার অন্তিমকালে পূর্ণসিদ্ধ আপ্তকাম যোগীর লাভ হয় ভক্তি ও প্রেম। প্রেমভক্তির উপাসনা সমাপ্ত হয় ভগবৎ সাযুজ্য প্রাপ্ত হইলে। সেই সাধনায় উপনীত হইয়া যোগীশ্বরগণ ভগবৎলীলায় অংশগ্রহণকরতঃ সারূপ্য-সাযুজ্য পর্য্যন্ত উপনীত হইয়া ভগবৎবেত্তায় পরিণত হন। নিত্যকৃষ্ণাংশ সমুদ্ভূত নারায়ণ ঋষিও দ্বাপরের শ্রীকৃষ্ণলীলায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ভূমিকা অবলম্বন করতঃ নিত্যকৃষ্ণের ইচ্ছায় এই ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। পূর্ণব্রহ্ম সনাতন শ্রীকৃষ্ণের ভূমিকা গ্রহণ করিলে নারায়ণ ঋষির স্থূলতনুকে অবলম্বন করিয়া স্বয়ং সনাতন নিত্যকৃষ্ণই লীলাখেলা করিয়া নারায়ণ ঋষিকে 'শ্রীকৃষ্ণ-সাযুজ্য'পদ প্রদান করিয়াছিলেন।

অতএব আমরা দেখিতে পাই যে নিত্যকৃষ্ণ ও নারায়ণ ঋষির দেবদেহ ও সত্তা এক ও নিত্যকৃষ্ণের অভেদ সত্তায় রূপান্তরিত এক দিব্যভাবময় 'শ্রীকৃষ্ণ' বিগ্রহকে। (পুরাণে আছে যে) এই নর ও নারায়ণ ভগবৎবেত্তা ঋষিদ্বয় দ্বাপরের শেষভাগে 'অর্জুন' ও 'কৃষ্ণ' রূপে ভগবৎলীলার জন্যে

আবির্ভূত হন। এই 'নারায়ণ' ঋষি শ্রীকৃষ্ণের অংশাবতার; মহাভারতে আছে যে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে বিষ্ণুর অবতার হইলেন 'নর' ঋষি।

দিব্যপ্রজ্ঞায় জানা যায় যে নিত্যলোক গোলোকে অবস্থানকারী নিত্যকৃষ্ণের কখনোই অবতরণ হয় না। কখনো কখনো ধর্মের গ্লানি মোচনার্থে ব্রহ্মবেত্তা ভক্তগণের কাতর আবাহনে ভগবানের পূর্ণব্রহ্ম সত্তার পূর্ণশক্তিধারণকারী পূর্ণাধারের অবতরণ হওয়াও অসম্ভব নয়। আমরা শ্রীচৈতন্যদেব ও প্রভু জগদ্বন্ধু সুন্দরের ক্ষেত্রে ইহা দেখিতে পাই। কিন্তু অন্য ক্ষেত্রে অধিকাংশই পূর্ণের পূর্ণাংশের ঋষিসত্তার পূর্ণরূপ মধ্যে পরিপূর্ণ আবেশ-অবতার রূপে ভগবৎলীলা সংগঠনই পরিলক্ষিত হয়। যেমন অর্জুন ও কৃষ্ণ, নর ও নারায়ণ ঋষিদ্বয়। এই নর-নারায়ণ ঋষিদ্বয়ের মধ্যে নারায়ণ ঋষিকে আবার কলিতে শ্রীচৈতন্যের যুগে দেখিতে পাওয়া যায় প্রভুপাদ 'শ্রীজীব গোস্বামী' রূপে।

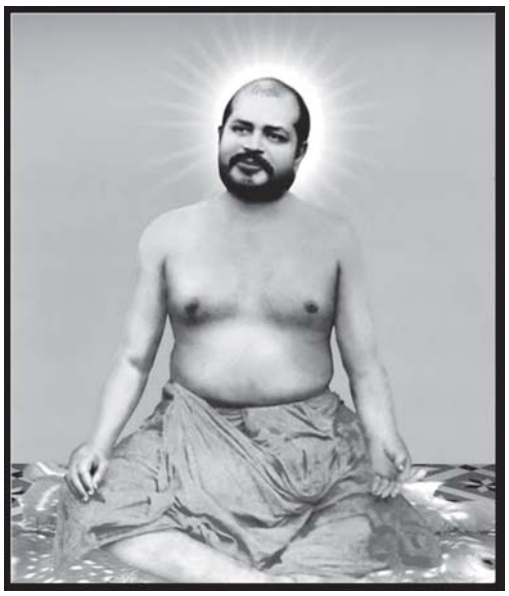

শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেব

শ্রীসনাতন, শ্রীরূপ ও শ্রীঅনুপম — এই তিন ভ্রাতার মহৈশ্বর্য্যময় সংসারে একমাত্র পুত্র ছিলেন শ্রীজীব। শিশু অবস্থায় তাঁহার গৌরবর্ণ অঙ্গকান্তিতে গৃহ আলোকিত হইত। দীঘল নয়নে তাঁহার ছিল অপূর্ব চাহনি — প্রতিটি অঙ্গে বিচ্ছুরিত হইত লাবণ্যের ছটা। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন বৃন্দাবনে যাইবার পূর্বে রামকেলিতে আসেন ও রূপ-সনাতনকে কৃপা করেন, তখন অনুপম ও তাহার পুত্র জীবও তথায় উপস্থিত ছিল। জীব তখন মাত্র পাঁচ বৎসরের বালক সে তখনই সঙ্গোপনে দেখিয়া নিয়াছিল মহাপ্রভুকে। তখনই মহাপ্রভু তাহাকে শ্রীচরণরজঃ দিয়া ভবিষ্যৎ গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের আচার্য্য সম্রাট পদে অভিষিক্ত করেন। বাল্যকাল হইতেই জীবের কৃষ্ণভক্তি, অন্যান্য বালকদের সঙ্গে কৃষ্ণ-বলরাম খেলা — এ যেন তাঁহার পূর্বজন্মার্জিত নিত্যসিদ্ধ সংস্কার। অল্প বয়স হইতেই তাঁহার বিদ্যার্জনে রুচি আর ভাগবত সর্ববিদ্যার সার বলিয়া ভাগবতই ছিল তাঁহার প্রাণতুল্য — অল্প বয়স হইতেই তাঁহার অন্তর অতি গভীর গম্ভীর ছিল। একদা হঠাৎ 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' বলিয়াই জীব মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন। 'কৃষ্ণচৈতন্য' নামে তিনি কাঁদিয়া আকুল হইতেন। সকলে ভাবিলেন— এই অল্পবয়সেই এত বৈরাগ্য কেন? তবে কি গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবেন? শৈশবেই তিনি পিতাকে হারাইয়া ছিলেন। ওদিকে জ্যেঠারা বৃন্দাবনে সাধনরত, তবে জীবের পরিণাম কি? জীবও তো তখন হইতেই 'কৃষ্ণ' বলিতে তন্ময়। তদনন্তর একদা রাত্রে জীব কৃষ্ণ-বলরামকে স্বপ্ন দেখিলেন। কৃষ্ণ-বলরাম গৌর-নিতাইয়ে রূপান্তরিত হইলেন। গৌর-নিতাই জীবের মস্তকে পা রাখিলেন। গৌরাঙ্গ বলিলেন, ''তোমাকে নিত্যানন্দের পায়ে সমর্পণ করিয়া দিলাম।''

প্রভু জগদ্বন্ধু সুন্দর চলিয়াছেন শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দর্শনে। প্রভু নিত্যগোপালদেবের নিকট পৌঁছিলে পরে দেখা গেল নিত্য গোপালদেব প্রভুর দিকে পিছন ফিরিয়া বসিয়া রহিলেন। প্রভুও নির্বাক, নিত্যগোপালদেবও নির্বাক। বেশ কিছুক্ষণ ঐ অবস্থায় দুজনেই অবস্থান করিবার পর প্রভু চলিয়া গেলেন। প্রভু জগদ্বন্ধু চলিয়া যাইলে পরে নিত্যগোপালদেবের ভক্তেরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কেন নিত্যগোপালদেব প্রভুর সঙ্গে কথাবার্তা বলিলেন না এবং পিছন ফিরিয়া রহিলেন? ইহাতে শ্রীনিত্যগোপালদেব উত্তর দিলেন,''তখন আমার 'শ্রীজীব গোস্বামীর' ভাব হইতেছিল। আর প্রভু বলিয়াছেন যে, যে বৈষ্ণব চুল-দাড়ি-গোঁফ রাখে প্রভু তাহাকে দুচক্ষে দেখিতে পারেন না''; সেই কারণে নিত্যগোপালদেব পিছন ফিরিয়া বসিয়াছিলেন কারণ তাঁহার চুল-দাড়ি-গোঁফ সবই ছিল। দিব্য মানবগণের লীলামাধুর্য্য অনুভবের বিষয়, ভাষায় ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়।

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপার্ষদ-শ্রেষ্ঠ ভগবান শ্রীনিত্যগোপালদেব নিত্যলোকের 'নিত্যগোপাল' তত্ত্বাধিকারী এক অনন্য নিত্যকৃষ্ণের বালরূপ নিত্যকৃষ্ণ-সখা। একবার

শ্রীরামকৃষ্ণদেব অতীব আনন্দে বলিয়াছিলেন, ''নিত্যটি অন্তঃসার বিশিষ্ট বর্ণচোরা আমের মত।'' অন্য একদিন নিত্যগোপালদেব রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের আহারের সময় দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইলেন। পূর্ব পূর্ব দিনের মত সেদিনও পরমহংসদেব তাঁহাকে স্বহস্তে পরমান্ন প্রসাদ খাওয়াইয়া দিলেন। আহারান্তে পরমহংসদেবের বিশ্রামের জন্য হৃদয়বাবু (পরমহংসদেবের ভাগিনেয়) সকলকে বাহিরে যাইতে বলায় তখন অন্য ভক্তগণ বাহিরে আসিয়া পঞ্চমুণ্ডীতলায় বসিয়া ধ্যান করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে নিত্যগোপালদেবও একটি নির্জন স্থানে ভূপৃষ্ঠে উপবেশনপূর্বক আত্মানন্দে নিমগ্ন হইয়া সমাধিস্থ হইলেন। ধ্যানান্তে ভক্তগণ শ্রীশ্রীনিত্যগোপালদেবকে সমাধিস্থ দেখিয়া তাঁহার বাহ্যদশা ফিরাইবার চেষ্টা করিয়াও যখন বাহ্যসংজ্ঞা আসিল না, তখন ভক্তগণ তাঁহাকে ঐ অবস্থাতেই স্কন্ধে স্থাপন পূর্বক শ্রীশ্রীপরমহংসদেবের প্রকোষ্ঠে লইয়া গেলেন। পরমহংসদেব নিত্যগোপালদেবের সমাধি দর্শনে পুলকিত হইয়া উঠিলেন। তখন পরমহংসদেব তাঁহার দিব্যস্পর্শে নিত্যগোপালদেবের সমাধি ভঙ্গ করিলেন। তৎপরে ভাবাবেশে দুইজনে অদ্ভুত অলৌকিক ভাষায় কথাবার্তা কহিতে লাগিলেন। অতঃপর শ্রীশ্রীপরমহংসদেব বাহ্যদশায় আসিলেও শ্রীশ্রীনিত্যগোপালদেবকে পূর্বাবস্থায়ই থাকিতে দেখিয়া ভক্তগণের মধ্যে কেহ কেহ বলিলেন যে ''আপনার দর্শন ও কৃপা প্রভাবেই ইঁহার এরূপ সমাধিলাভ হয়েছে।'' শ্রীশ্রীপরমহংসদেব তখন জিভ্ কাটিয়া বলিলেন, ''রাম! রাম! একথা মুখেও আনিস্ না। ও যে নিত্যসিদ্ধ; শম্ভু-স্বয়ম্ভু; নিত্য কারও কৃপার অপেক্ষা রাখে না।''

একসময় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব ভক্ত রামচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন, ''তোর ঘরে কি জিনিস আছে, চিন্‌তে পারলি না? নিত্য যে সাক্ষাৎ নারায়ণ। তাঁকে নারায়ণের মত সেবা করিস।'' শ্রীশ্রীনিত্যগোপালদেবের বক্ষঃস্থল দিব্যভাবের স্ফীতি ও আতিশয্যে উজ্জ্বল ও রক্তিমাভাযুক্ত হইয়াছিল। তিনি সর্বদাই ভাবোন্মত্তাবস্থায় থাকিতেন। তথায় তিনি নিঃশব্দে উপবিষ্ট ছিলেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব সহাস্যে নিত্যগোপালকে বলিতেন — ''গোপাল! তুই সব সময়েই চুপ করে থাকিস কেন?'' নিত্যগোপাল শিশুর মত সহজ সরলভাবে উত্তর দিলেন, ''আমি জানি না।'' ঠাকুর বলিতেন, ''গোপালের পরমহংসাবস্থা।'' আবার একদিন ফুলদোলের দিবসে নিত্যগোপালদেব ও পরমহংসদেব দুজনেই ভক্ত রামচন্দ্রের গৃহে শুভাগমন করিলে পরে তথায় অপূর্ব শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের মধুর কীর্তন হইতেছিল। সেই কীর্তন শ্রবণে নিত্যগোপালদেব ও পরমহংসদেব ভাবাবেশে উৎসব প্রাঙ্গণে এরূপ নৃত্য করিতে লাগিলেন যে উপস্থিত সকলে নির্নিমেষ নয়নে তাহা দর্শন করিয়া প্রেমানন্দে বিভোর হইয়া পড়িলেন। এইরূপ বহুক্ষণ নৃত্যবিলাসের পর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব প্রাঙ্গণ মধ্যে দাঁড়াইয়া শ্রীশ্রীনিত্যগোপালদেবের সেই বিশ্ববিমোহন অপরূপ নৃত্য দর্শনে আনন্দে আত্মহারা হইয়া আবেগভরে বলিতে লাগিলেন, ''ঐ দ্যাখ! কিশোরীর বঁধীয়ান (কিশোরীর প্রেমে বন্দী)।'' অন্য আরেক দিবসে নিত্যগোপালদেব দক্ষিণেশ্বরে পরমহংসদেবের সমীপে গমন করেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহাকে দর্শনমাত্রই উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। তৎপরে সাদরে তিনি তাঁহার বিশেষ অভ্যর্থনাকরতঃ তাঁহাকে আপ্যায়িত করিতে লাগিলেন। অতঃপর রামকৃষ্ণদেবের পতিসেবা পরায়ণা অতীব ভক্তিমতী তাঁহার সহধর্মিণী শ্রীযুক্তা সারদাদেবীকে বলিলেন, ''তুমি আজ নিজের হাতে নিত্যকে খাইয়ে দাও।'' আজ্ঞামাত্রই মা সারদাদেবী শ্রীশ্রীনিত্যদেবের সেবায় রত হইলেন এবং পরম ভক্তি সহকারে তাঁহাকে খাওয়াইয়া দিতে লাগিলেন। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পরমস্নেহের বস্তু শ্রীনিত্যদেবকে নিজ হস্তে খাওয়াইয়া দেওয়ায় শ্রীপরমহংসদেব অত্যন্ত প্রীত হইলেন এবং আনন্দিত হইয়া সহধর্মিণীকে বলিলেন, ''আজ তোমার জন্ম সার্থক হল।'' — এইভাবে বহু লীলার মধ্য দিয়া শ্রীশ্রীপরমহংসদেব 'নিত্যগোপালের' সাক্ষাৎ পরিচয় দিয়াছেন।

একদিন কোন এক ভক্ত-গৃহে তুমুল কীর্তন চলিতেছিল। সেই সময় নানাভক্ত শ্রীগোপালদেবকে নানারূপে দর্শন করিতেছিলেন; এমন সময় শ্রীমৎ কেশবানন্দ মহারাজ (নিত্যগোপালদেবের সন্ন্যাসী শিষ্য) দেখিলেন — শ্রীগোপালদেবের জ্যোতির্ময় দেহ একবার ঊর্দ্ধে উঠিতেছে, আবার নামিতেছে — সেই দিব্যদেহে একটি 'গোপাল-মূর্তি' তাঁহার নয়ন-পথে দৃষ্টিগোচর হইল। তাঁহার দিব্যজ্যোতি সমস্ত ঘরটিকে উদ্ভাসিত করিল। শ্রীশ্রীদেবের এই অনুপম বিভূতি দর্শনে শ্রীমৎ কেশবানন্দ মহারাজ ভক্তিভাবে দ্রবীভূত হইয়া গেলেন। —'শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল'রূপী নিত্যগোপালদেবের এমনই অদ্ভুত মহিমা!

যোগীশ্বর রূপে শ্রীশ্রীসরোজ বাবা

প্রসঙ্গ (৩২)

বহু প্রাচীন ঋষিরা শ্রীশ্রীবাবার কাছে (দাদার কাছে) দেহ ধারণ করে বিশেষ কারণে বা কাজের জন্যে আসতেন —

কোন এক গ্রীষ্মকালে সময়টা সম্ভবতঃ দুপুর ১২-৩০মিঃ, আমি (আশীষ ব্যানার্জী) দাদার বাড়ীর কাছে এসে দেখি গুরুভ্রাতা বিকাশ দাদার বাড়ীর বাইরে দাদার বাড়ীর পশ্চিম দিকে সোজা যে রাস্তাটা চলে গেছে, সেদিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে; আমাকে বাড়ীতে ঢুকতে দেখে খুব উত্তেজিত হয়ে বিকাশ বলল, ''আশীষদা কারোর সাথে দেখা হল? কাউকে দেখতে পেলে?'' আমি বললাম, ''কার কথা বলছ?'' বিকাশ বলল, ''আরে, এই মাত্র প্রায় সাড়ে ছ'ফিট লম্বা এক প্রাচীন সাধুকে ছেড়ে দিয়ে এলাম। তুমি যে পথ দিয়ে আসছ, সেই পথে। প্রাচীন সাধুটি দাদার সাথে কিছু কথাবর্তার পর আমি দাদার কথামত ওনাকে একটু এগিয়ে দিলাম। আমি দাদার কাছে পরচিয় জানতে চাওয়ায় উনি কিছুই বলেননি।'' একথা শুনে তখন আমি বললাম, ''চল দেখি। দাদার কাছে গিয়ে খোঁজ খবর নি।''

দাদা বাইরের ঘরে তক্তপোশে বসে ছিলেন। এবার আমরা দাদাকে চেপে ধরলাম সাধুবাবার পরিচয় জানার জন্যে। উনি কিছুতে বলেন না। চুপ করে থেকে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছেন কিন্তু কিছুতেই আমাদের চোখের সাথে এক হচ্ছেন না। মহা মুস্কিলে পড়া গেল। আমি তখন বাচ্চা ছেলের মতন দাদার হাত ধরে টানাটানি করতে লাগলাম, ঝাঁকাতে লাগলাম। তার সাথে সাথে অনুরোধ করতে লাগলাম। বেশ কিছুক্ষণ বাদে দাদা মুখ খুললেন। বললেন, ''সুমেরু দাসজী (বাঙালী দেহ, মহাবতার বাবাজী মহারাজের মানসপুত্র, তখন ওনার বয়স প্রায় ১৭০ বৎসর, দাদার কথানুসারে) এসেছিলেন বিশেষ কাজের জন্যে।'' — একথা বলেই দাদা চুপ করে গেলেন।

(শ্রীশ্রীবাবাকে পেতে গেলে কঠোর সাধনা চাই। শ্রীশ্রীমাকে পেতে গেলে অসীম শ্রদ্ধা এবং শুদ্ধা ভক্তিই যথেষ্ট।)

প্রসঙ্গ (৩৩)

সদ্‌গুরুর ইচ্ছাটাই প্রকৃত 'ইচ্ছা', সেটা কালাধীন নয় —

আমার (আশীষ ব্যান্যার্জী) অনেকদিন মনের ইচ্ছা ছিল যে দাদার (শ্রীশ্রীবাবার) পায়ের ধুলো আমাদের বাড়ীতে পড়ুক। হঠাৎ একদিন দাদা বললেন যে ''আশীষ তোর বাড়ী আজ যাব''- একথা শুনে আনন্দে আমি দাদাকে বললাম, ''দাদা, আমি আপনাকে এসে নিয়ে যাবো, কখন আসবো বলুন?'' দাদা বললেন যে, ''তোকে আসতে হবে না, আমি নিজে ঠিক চিনে যেতে পারবো'' — দাদা এর আগে কোনদিন আমাদের বাড়ীতে যাননি। কি করে উনি যাবেন? ওনার বাড়ী বাকসাড়াতে আর আমার বাড়ী সেখান থেকে অন্যদিকে রামরাজাতলা দিয়ে, Government Press - এর পাশ দিয়ে গিয়ে আরও অনেকটা ভেতরে যেতে হয়। যাইহোক অনেক বলা সত্ত্বেও দাদা নিজেই যেতে চাইলেন। অগত্যা আমি কি করলাম, আমার বাড়ীর গলি থেকে বেরিয়ে বড় রাস্তার তিন মাথার মুখে একটি দোকানে বসে দাদার অপেক্ষায় রইলাম। তখন সময়টা প্রায় বিকেল ৫-৩০মিঃ হবে। কিছুক্ষণ বাদে হঠাৎ দেখলাম, দাদা একটা রিক্সা থেকে বলে উঠলেন, ''আশীষ, আমি এসে গেছি।'' আমি একটু অবাক হয়ে গেলাম যে দোকানের ভেতরে থাকা সত্ত্বেও দাদা আমায় ঠিক দেখতে পেয়েছেন। এবার আমি সাইকেলে চেপে আগে আগে চলেছি এবং দাদা পিছনে রিক্সাতে বসে চলেছেন; এভাবে দাদাকে বাড়ীতে নিয়ে এলাম।

বাড়ীর দোতলায় উঠে দাদা বাবা ও মায়ের সঙ্গে দেখা করে অল্প কিছু কথা বললেন। আমার বাবা চাইতেন না যে আমি কোন সন্ন্যাসীর পাল্লায় পড়ি; হয়তো সেই বিশ্বাসভঙ্গের জন্যে দাদা আমার বাবাকে বললেন যে, ''আশীষের অনেক সুকৃতি আছে, যোগ সাধনায় অগ্রসর হতে পারবে।'' এরপর যতদূর মনে হয় দাদা কিছু খেতে চাইলেন না, মায়ের অনেক অনুরোধে সম্ভবতঃ একটু সন্দেশ মুখে দিলেন। এরপর দাদা বাড়ী থেকে বেরিয়ে রিক্সায় উঠে পড়লেন। এবারও সেই একই ব্যাপার ঘটল। দাদা বললেন, ''আশীষ তোকে আমার সাথে যেতে হবে না, আমি যেভাবে এসেছি সেভাবেই চলে যাবো।'' সুতরাং আমি কি করি? দাদা বেরিয়ে যাওয়ার পর কয়েক মিনিট বাদে মনে হল, দাদার পিছনে পিছনে সাইকেলে করে যাই। কিন্তু প্রচণ্ড গতিতে সাইকেল চালিয়েও দাদার রিক্সা রাস্তায় কোথাও দেখতে পেলাম না। আশ্চর্য্য ব্যাপার! দাদাকে যেতে হলে রামরাজাতলা স্টেশন

পেরিয়ে যেতে হবে, আর তার চেয়ে বড় ব্যাপার যে স্টেশনের ক্রসিং-এর গেট প্রায় সব সময়েই বন্ধ পড়ে থাকে; যদি সেই মুহূর্তে গেট খুলেও দেয় তাও দাদার এত তাড়াতাড়ি স্টেশনের কাছে আসা সম্ভব নয়। যাই হোক আমি তখন ক্রসিং-এর গেটে মাথা ও সাইকেল গলিয়ে দ্রুত গতিতে দাদার বাড়ীর দিকে সাইকেল চালালাম। সেও অনেকটা পথ। রাস্তাতেও দাদাকে দেখতে পেলাম না। যাই হোক, দাদার বাড়ীর কাছে গিয়ে দেখি যে গেট বন্ধ। আমি চেঁচিয়ে ''সোনা, মানা'' (দাদার মেয়েরা) বলে ডাকতে লাগলাম। দোতলায় বৌদি (দাদার স্ত্রী) বেরিয়ে এসে বললেন যে, ''কোন বিশেষ দরকার আছে কি? তোমাদের দাদা অনেকক্ষণ থেকে ঘুমোচ্ছেন।'' তখন সম্ভবতঃ সন্ধ্যা ৭টা হবে, তখনই দাদা পরিষ্কার বুঝিয়ে দিলেন —''দ্যাখো, আমি একই অনুরূপ দেহ বিভিন্ন জায়গায় ইচ্ছা মাত্রেণ ধারণ করতে পারি।'' *.....ক্রমশঃ*

—পিতৃচরণাশ্রিত শ্রীপ্রদীপ চট্টোপাধ্যায়, শিবপুর, হাওড়া

শ্রীশ্রীভগবান কিশোরী মোহনের পত্রাবলী

শ্রীঅমরেন্দ্র চন্দ্র শ্যামের গ্রন্থনায়, 'অখণ্ড মহাপীঠ' দ্বারা প্রকাশিত ভগবান শ্রীশ্রীকিশোরী মোহনের জীবনী গ্রন্থ 'বৃহৎ কিশোরী ভাগবত'-এর অন্তর্গত ভগবান কিশোরী মোহনের অমূল্য আধ্যাত্মিক উপদেশ সমৃদ্ধ পত্রাবলীর থেকে নিম্নলিখিত পত্রটি উদ্ধৃত করা হল।

পত্র নং (৪)

ওঁ

৮ই পৌষ, ১৩৪৫ বাং
কাশীধাম

শ্রীমান রাজা - পরম কল্যাণীয়েষু,

তোমার পত্র পাইয়া তোমার সাধনের অবস্থা জানিয়া আনন্দিত হইলাম। তুমি যে বিষয়ক প্রশ্ন করিয়াছ তাহার উত্তর সংক্ষেপে দিতেছি যথা —

শ্রুতি চৈতন্যকে বিবিধরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। নির্গুণ এবং সগুণ। নির্গুণ যথা - অরূপং, অস্পর্শং, অশব্দমব্যয়ম্ ইত্যাদি। এবং সগুণ যথা - 'সূর্য্য, চন্দ্র, মসৌ, ধাতা যথা পূর্ব সকল্পয়দ্দিব তথ পৃথিবী যতান্তরিক্ষং অথ স্বঃ'। এখানে 'ধাতা' শব্দের অর্থ ঈশ্বর। এবং 'যথা পূর্ব্বং' শব্দের অর্থ যেরূপ পূর্ব কল্পে করিয়াছিলেন। তথা - 'যস্য প্রশাসনাৎ গার্গী চন্দ্র সূর্য্যৌ বিধৃতৌ'। জগতে চেতন ও জড় উভয় প্রকার বস্তু দৃষ্ট হয়। কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন জড় বস্তু কোথাও নাই। বিষ্ঠাদি জড়বস্তু হইতে কৃমি-কীটাদি চেতনের সৃষ্টি হইয়া থাকে দৃষ্ট হয়। জগতে রচনা কৌশলাদিও দৃষ্ট হয়। চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ নক্ষত্রাদি শূন্যে ধৃত হইয়া নিয়মবশে পরিচালিত হইতেছে। এই সকলের দ্বারা প্রভুত বুদ্ধিশালিনী চেতনের অস্তিত্ব সূচিত হয়। জগতের জীবের কর্মফলের একজন নিয়ন্তা আছে তাহাও বুঝিতে হইবে। পাপ ও পুণ্যকর্ম ফলোন্মুখ হইয়া ফল প্রদান করে। সেই ফলবশে জন্ম, ভোগ ও আয়ুলব্ধ হয়। 'এক

প্রঘ্যটকেন মিলিত্বা একং জন্ম আরাভতে'। সুখফলের সময় কেবল সুখফল এবং দুঃখফলের সময় কেবল দুঃখভোগ হইলে দুঃখ অসহ্য হইয়া উঠে। এইজন্য এইরূপ নিয়মিত হইয়াছে যে শুভফলের মধ্যে পাপফল এবং পাপফলের মধ্যেও শুভফল সংযোগ করা হইয়াছে। এজন্য প্রত্যেক গ্রহদশা মধ্যে অন্যান্য গ্রহের অন্তর্দ্দশা হইয়াছে। ইহাই নিয়ন্তার নিয়ম এবং জগতে একটা নিয়তিও দৃষ্ট হয়। যথা - কাক ভুশুণ্ডী মুক্ত হইয়াও ১৮ কল্প গিয়াছেন ও আসিয়াছেন। তাঁহার মুক্তি হয় নাই। জীবন্মুক্তি হইলেও দেহান্তে নির্বাণ মুক্তি হয় নাই। জীবন্মুক্তি হইলেই দেহান্তে নির্বাণ মুক্তি হয় — এই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম। সাধারণ নিয়মের যে ব্যতিক্রম তাহাও ঈশ্বরের সূক্ষ্মনীতি। দেহ ধারণ করিয়া জীব প্রারব্ধ কর্মফল ভোগ করেন। সাধারণ নিয়ম এই - উহা অলঙ্ঘনীয়। কিন্তু জীব যখন ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করেন তখন ঈশ্বরের ইচ্ছায় ক্রমে প্রারব্ধ ফলের ব্যতিক্রমে অশুভ স্থানে শুভফলও লাভ করিয়া থাকেন। ভগবদ্গীতায় উক্তি আছে - মচ্চিত্তঃ সর্বদুর্গাণি মৎ প্রসাদাৎ তরিষ্যসি। ইহা সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রমে ক্বচিৎ ঘটিয়া থাকে।

নিয়তিবশে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরেরও কল্পান্তের পূর্বে নির্বাণ নাই। এজন্য শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাম দেহান্তে বৈকুণ্ঠে গমন করিয়াছিলেন। নির্বাণ প্রাপ্ত হয়েন নাই। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর সকলেই পরমেশ্বরের অংশরূপে তাহা হইতে নিঃসৃত। শ্রীকৃষ্ণ যে দেহ লইয়াছিলেন তাহা অংশরূপ বিষ্ণুর অংশ। অংশের অংশ। পূর্ণের অবতার হয় না। একমাত্র মূলই পূর্ণ। তবে তাহারা জ্ঞানী। হরি ও হর উভয়ই জ্ঞানী। ব্রহ্মা জ্ঞানী হইলেও কখনও কখনও আবৃত হয়েন। শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে আবরণ দিয়াছিলেন। হরি ও হরের আবরণ আছে। এজন্য তিনজনেরই মধ্যে মধ্যে সমাধি আছে। হরি ও হরকে মুক্ত বলা হয়। তাহারা জ্ঞানবলে মুক্ত এবং এই হেতু শাস্ত্রে কোথাও কোথাও পূর্ণ বলা হইয়াছে। জ্ঞানবলে জীবও এইরূপ পূর্ণ হইয়া থাকেন। এই সকল জীবের মধ্যেও কেহ কেহ কখনও কখনও হরি-হরত্ব প্রাপ্ত হইতে পারে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্রের মূলকে পূর্ণব্রহ্ম, পরমাত্মা, পরব্রহ্ম এবং সগুণ ভাবে ঈশ্বর, জগদীশ্বর ইত্যাদি বলা হয়।

শক্তি চৈতন্যকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করেন। শক্তিকে শাস্ত্রে সত্য ও মিথ্যা ও সত্যমিথ্যাত্বক এই উভয়রূপে বর্ণনা করিয়াছেন। নিঃসৎ, নিরসৎ, নিঃসত্ত্বসত্তা ইত্যাদি। শক্তি সদাই পরিণামশীলা। চৈতন্য অপরিণামী। জ্ঞানোদয়ে মায়া ও অবিদ্যা ঐ সাধকের নিকট নাশপ্রাপ্ত হয়। মায়ার ঐরূপ বৈচিত্র্য ও পরাধীনতা ব্রহ্মজ্ঞের নিকট হেয়া। এই মায়াশক্তির প্রভাবে চৈতন্যের ঈশ্বরত্ব এবং মলিনা অবিদ্যা শক্তির প্রভাবে চৈতন্যের জীবত্ব। উভয় প্রকার শক্তি ত্যাগে চৈতন্য স্বরূপে একমেবাদ্বিতীয়ং। ঈশ্বরত্ব, জীবত্ব জ্ঞানকালে বর্জ্জিত হইয়া এক অখণ্ড পূর্ণ চৈতন্যরূপে বিরাজমান থাকেন। অতএব একমেবাদ্বিতীয়ং ইহাই তত্ত্বতঃ সত্য। এইজন্য তত্ত্বজ্ঞানী বলেন - জীবোনাস্তি, জগৎনাস্তি, তথেশ্বরঃ। তাহার নিকট দেহ থাকিতেও দেহান্তে একমেবাদ্বিতীয়ং। তত্ত্বজ্ঞানীর নিকট ঈশ্বরত্ব, জীবত্ব, ও জগৎ অখণ্ড চৈতন্যে আরোপিত মাত্র। বদ্ধের পক্ষে মায়া, অবিদ্যা আছে। মুক্তের পক্ষে নাই।

ইতি —

শ্রীকিশোরী মোহন

পুণশ্চ:- প্রারব্ধ কর্মফল সম্বন্ধে শাস্ত্রে উক্তি আছে - ন হরিঃ শঙ্করো ব্রহ্মা নান্যথৈব কদাচন অর্থাৎ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরও তাহার অন্যথা করিতে পারেন না। ইহা মূলের সংকল্প বলে সিদ্ধ হয়। ফলশ্চতঃ ইত্যাদি বেদান্ত শাস্ত্রে উক্ত আছে। (নিম্নের পত্র একই খামের ভিতর একই তারিখে দেওয়া)

পত্র নং (৪/১)

শ্রীমান রাজা,

জীব সাধন দ্বারা জীবন্মুক্তি প্রাপ্ত হইলে দেহান্তে নির্বাণ প্রাপ্ত হয়, ইহা সাধারণ নিয়ম। ইহার ব্যতিক্রম এই - দেহ থাকিতে তিনি যদি ঈশ্বর হইতে বিশেষ অধিকার প্রাপ্ত হয়েন, তবে সেই অধিকার কালের মধ্যে তাঁহার নির্বাণ হইবে না। মহর্ষি বেদব্যাস কল্পান্তকাল পর্য্যন্ত শাস্ত্রগ্রন্থ রচনার অধিকার বা ভারপ্রাপ্ত হওয়ায় তাঁহার নির্বাণপ্রাপ্তি হয় নাই। কল্পান্তে হইতে পারে। এইরূপ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্রও এই কল্পান্ত পর্য্যন্ত অধিকার প্রাপ্ত। কল্পান্তে নির্বাণ হইতে পারে। কিন্তু তাঁহাদের কাহারো যদি বাসনা থাকে আগামী কল্পেও কার্য্য করিবেন, তবে আগামী কল্পে পুনরায় আসিতে পারেন। এইরূপে সূর্য্য দেবতা, বায়ু দেবতা, বরুণ, অগ্নি দেবতা প্রভৃতি দেবতাগণও বিশেষ অধিকারপ্রাপ্ত। যম ও চিত্রগুপ্তও সেইরূপ। সকলেরই এক মূল হইতে অধিকার প্রাপ্ত। এই সকল দেবতাগণ অথবা তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ জীবন্মুক্তি লাভে কল্পান্তে বাসনাহীন হইয়া নির্বাণ প্রাপ্ত হইতে পারেন। বাসনা থাকিলে কল্পান্তে পুনরাবৃত্তি হইবে। সমূলে সর্ববাসনাক্ষয়ে আর পুনরাবৃত্তি হয় না। তোমার প্রশ্নের অতীত অনেক কথা লিখিলাম, তাহা হইতে তোমার প্রশ্নের উত্তর সংগ্রহ করিয়া লও। প্রকৃত জীবন্মুক্তি লাভ হইলে সর্বপ্রকার বাসনার ক্ষয় হইয়া স্বয়ং ব্রহ্মস্বরূপে সদাই অবস্থিত থাকিবে। ইহা প্রথম জ্ঞানোদয়ের পর ক্রমশঃ প্রকাশমান হয়। কাহারও কাহারও জ্ঞানোদয়ের পূর্বে ঐশ্বর্য্যের উদয় হইয়া থাকে, ঐ সকল জ্ঞানের প্রতিবন্ধক হয়। ঐ সকলের উপর সম্পূর্ণ অনাস্থা, বৈরাগ্য ও উপেক্ষা, হয়তো তুচ্ছতা আসিলে ক্রমে জ্ঞানের উদয় হয়। জ্ঞানোদয়ে মুক্ত হইয়া ঐ সকল প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা থাকে না। আকাঙ্ক্ষা আসিলে তাহাদিগের প্রাপ্তিও হয়। তদ্বৈরাগ্যাদপি দোষবীজ ক্ষয়ে কৈবল্যং - যোগসূত্র। ভাষ্যকার ব্যাস বলিয়াছেন — ঈশ্বর অনীশ্বরো বা - অর্থাৎ ঐশ্বর্য্যের উদয় হউক বা না হউক জ্ঞানোদয়ে আত্মতত্ত্ব অবগত হইয়া কৈবল্য প্রাপ্তি হয়। অতএব মুক্তিকামি ঐশ্বর্য্যের আকাঙ্ক্ষা বর্জন করিবেন।

ইতি —

শ্রীকিশোরী মোহন

('বৃহৎ কিশোরী ভাগবত' গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত)

নিত্যসিদ্ধ মহাত্মার দিব্যদর্শনে—শ্রীরামকৃষ্ণ লীলা

শ্রীবিষ্ণুপদ সিদ্ধান্ত ঠাকুর

(২৯)

রামকৃষ্ণদেব — ''মা গঙ্গা, অনেকঘুরে ঘুরে সাগরের সাথে মেশেন; সৃষ্টি রহস্যও এমনি ভাবে এক এক জন্মে এক এক কর্ম নিয়ে শেষে সেই অনন্তের মাঝে মিশতে পারে, তখন সেই একই মানুষ পথের ধুলোকেও ব্রজের ধুলো বলে প্রণাম করে; আমিও তাই এতদিন পরে সাগরে মিশেছি—বিদ্যার সাগরে এলে বিদ্যে-বুদ্ধি লাভ হয়— মা ভবতারিণী সেই জন্যই হয়তো আজ ঈশ্বরকে দিয়েছেন, চন্দ্রের কাছে এনেছেন আর সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যার সাগরেও স্নান করতে বলছেন।''

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর খানিকটা স্তব্ধ হয়ে রামকৃষ্ণদেবের দিকে চোখ ফেলে বললেন— ''এখানে কেবল নোনা জলই পাবেন—খাঁটি সাগর হয়তো যিনি এমনই ব্যাখ্যা দিচ্ছেন তিনিই.....''

রামকৃষ্ণদেব -''তাই কি হয়গো? সরস্বতীর যিনি ডান হাত বা পদ্মফুল তিনি কি সাগরের অমৃত হয়ে বেড়ান না? মা কি মিছেমিছিই বিদ্যাসাগর বলে ডাকেন? ভাঁড়ে ক্ষীর না থাকলে কি চলকে গিয়ে তার গায়ে লাগতে পারে? দুধেল গরুর বাঁটে দুধ থাকবেই - বাছুর থাক, আর না থাক । চূড়ো-ধড়া পড়লেই কী কৃষ্ণ হওয়া যায়? ভ্যাক (ভেক) নিলেই ভিখ্ পাওয়া যায়, কিন্তু ভিখারী হওয়া যায় না, ভিক্ষা দেওয়াই যাদের ব্যবসা, তারা আসল ভিখারীও চিনতে পারে—তাই বলছি —লুকাবি কোথা তোরা? মায়ের কাছে কি নুকোনো চলে বাপু?'' এমন মারপ্যাঁচের কথা শুনে, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মাথায় যেন সপাৎ করে কে চাবুক মারলো—মুহূর্তের মধ্যে সামলে নিয়ে উত্তর দিলেন—''বেশতো আপনারা সাধক লোক, যা পদবী দেবেন তা মাথায় করে নিচ্ছি, কিন্তু বইতে পারা চাইতো?''

রামকৃষ্ণদেব -''সেতো মায়ের ইচ্ছে গো, বইতে যা পারবেনা তাঁর ছেলেকে তা দেবেন কেন? মায়ের ছেলের শক্তি, মা-ই মাপকাঠিতে মেপে নেবেন—তাতে তুমিই বা কে? আর আমিই বা কে? পাঁচ বছরের মেয়ে কাঁখে কলসী বয়, আবার বুড়ো ছেলে হোঁচট খায়—তাল বা তমাল তলে না গেলে কি, তোমার পায়ে তালতলার চটি এসেছে? ওসব তাল-বেতালের তল পাওয়া কি মায়ের দেওয়া নয়?

এই অতল তলের বিষয় একটা গল্প শুনবে? কিছু মনে কোরোনা বাপু—কখন 'আপনি' বলতে গিয়ে 'তুমি' বলছি—'আপনি' কথাটা আপনা-আপনি আসে। আবার সময় হলে আপনি পরে চলে যায়—তারপর শোন—এমনি এক কোপিন পরার মত মানুষই একজন বড়লোকের বাড়ীতে নেমন্তন্ন পেয়েছিল — অতি সাধারণ বেশভূষা দেখে বাড়ীর কর্তাই তাকে অতি গরীব ভেবে বড় লোকেদের সঙ্গে আহারে বসতে না দিয়ে বললে — 'ওহে বাপু তালতলার চটি পরে আর এই নগণ্য পোষাক পরে বড়লোক বা বিদ্বান বুদ্ধিমানেদের সঙ্গে, একসঙ্গে বসে খাবার সাহস কোরোনা।'

নিমন্ত্রিত ব্যক্তি বললেন, 'তাহলে নিমন্ত্রণ করারও সাহস করা উচিৎ নয়!'

এ কথায় ভদ্রলোক একটু থতমত খেয়ে উত্তর দিলেন — 'আপনি নিমন্ত্রিত? তবে চলুন ঐ ওঘরে যারা আপনার মতই লোক—'

নিমন্ত্রিত ব্যক্তি বললেন -'চটি দুটো কোথায় রাখব? এইখানেই রেখে যাই?'

ভদ্রলোক আরও খানিকটা চটে উঠে তার চটি দুটো পায়ে করে দূরে ছুঁড়ে ফেলতেই ঐ চটির তল থেকে ঝর ঝর করে একরাশি নোট চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল—জমিদার বাবু হতবাক হয়ে সেগুলো তুলে নিতে নিতে বলতে লাগলেন—'একী ব্যাপার! এতসব একশ টাকার, হাজার টাকার নোট চটির তল থেকে পড়লো? না, আমার ট্যাঁকে ছিল?'

উত্তরে সেই নগণ্য লোকটি বললে—'যা আপনার ট্যাঁকেও থাকে না তা আমার ঐ তালতলার চটির তলে থাকে'। দেখতে দেখতে লোকের ভীড় জমে গেল — কেশব সেন এগিয়ে এসে সেই নগণ্য লোকটিকে সশ্রদ্ধ প্রণাম জানিয়ে বললেন—'আরে আপনি এসেছেন?'

বিদ্যাসাগর মহাশয়, তাঁরই এই গোপন গল্পের বিষয়বস্তু শুনে, রামকৃষ্ণদেবের পায়ের কাছে এসে বসে পড়ে, সিক্তচোখে বলে উঠলেন—''আপনি! আপনি কী করে এ কথা জানলেন? আপনি কে? ওখানকার কোন লোকইতো এখানে থাকে না ও কথা কেবল মাত্র আমিই জানি-আপনি?'' রামকৃষ্ণদেব হেসে বললেন—''ও 'আমি' ও 'আমি'।''

...ক্রমশঃ

পুরাণ কথা

আদি উপমন্যু মুনির কথা

শ্রীশ্রীমা সর্বাণী

সত্যযুগের বেদ বেদাঙ্গ পারঙ্গম ব্যাঘ্রপাদ মুনির পুত্র ও ধৌম্যের অগ্রজ ছিলেন উপমন্যু। বাল্যকালে উপমন্যুকে তাঁহার মাতা দারিদ্র্যতাবশতঃ দুগ্ধের পরিবর্তে পিষ্টক গুলিয়া খাইতে দিতেন। একদিন স্বীয় মাতুলগৃহে অবস্থান কালীন দুগ্ধপান করিয়া মাতৃদত্ত শ্বেতবর্ণ পানীয় যে দুগ্ধ নহে তাহা তিনি জানিতে পারিলেন। ইহা জানিতে পারিলে মায়ের নিকট দুগ্ধপান করিবার জন্য তিনি অনুনয় করিতে লাগিলেন। ইহাতে মাতা অক্ষমতা জ্ঞাপন করিয়া তাহাকে মহাদেবের আরাধনা করিতে উপদেশ দিলেন। তদনুসারে শিবের আরাধনায় নিবিষ্টচিত্ত হইয়া তিনি কঠোর তপস্যায় নিমগ্ন হইলেন। মহাদেব তাঁহার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে 'অব্যয়কুমার' পদ দান করিলেন এবং নিজ 'গণে' অন্তর্ভুক্ত করিলেন। মূর্তিমান ক্ষীরসমুদ্র হস্তে ক্ষীর ধারণ পূর্বক উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সেই পিণ্ডিভূত অনশ্বর ক্ষীর প্রদান করিলেন।

পরবর্তী যুগে দেখিতে পাওয়া যায় যে ওই 'আদি' উপমন্যু মুনির উপদেশে শ্রীকৃষ্ণ শিবের আরাধনা করিয়া ধনধান্য, বহুতর পুত্র ও পত্নী এবং অতুল সামর্থ্য লাভ করিতে সমর্থ হন। (*শিব পুরাণ হইতে সংগৃহীত কাহিনী*)

জ্ঞানগঞ্জের যোগ প্রসঙ্গে

শ্রীশ্রীসর্বাণীমাকে বিশেষ অনুরোধ, উনি যদি ডঃ গোপীনাথ কবিরাজজীর ১৮টি পত্রের সাধন মার্গের নিগূঢ় তত্ত্ব ও সাধন প্রণালীর উপর আলোকপাত ও ব্যাখ্যা 'হিরণ্যগর্ভ' পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশ করেন তা হলে একটা অমূল্য সম্পদ হয়ে থাকবে। পরে তা পুস্তকে রূপ দেওয়া যেতে পারে।

—শ্রীবিজন কুমার সেনগুপ্ত

ডঃ গোপীনাথ কবিরাজের পত্রাবলী প্রসঙ্গে:—

মরমী সাধক ডঃ গোপীনাথ কবিরাজজীর গুরুভ্রাতা শ্রীঅক্ষয় কুমার দত্তগুপ্ত মহাশয়কে জ্ঞানগঞ্জের সাধন মার্গের ক্রিয়াযোগের যে সকল নিগুঢ় তত্ত্ব, তথ্য এবং সাধন প্রণালীর বিষয় চিঠিতে উল্লেখ করেছেন তারই কয়েকটি প্রশ্ন :—

৪। পত্র (৫) - ''উপর হইতে সংবাদ আসিয়াছে - আগামী শনিবার মহানিশা হইতে অক্ষয়ের কর্ম ২০০০ ও তাহার স্ত্রীর ২০০ বাড়িবে।'' — এই কর্ম কি? জপ না ক্রিয়া?

উত্তর — গুরুপ্রদত্ত উপদেশ অনুসারে ক্রিয়াঙ্গ জপ পর্য্যন্ত যথাবিধি সংখ্যা রাখিয়া সাধককে করিতে হয়। ক্রিয়া সহযোগে জপের সংখ্যা এক্ষেত্রে বর্দ্ধিত করিতে বলা হইতেছে কারণ ক্রিয়া বিহীন জপ কখনো কার্যকরী হয় না। সাধারণতঃ ক্রিয়াগুলি ন্যাস সহযোগে অথবা প্রাণায়ামের সহায়তায় করা হইয়া থাকে এবং সাধক উন্নত হইলে তখন 'কেবল' অবস্থায় সিদ্ধ হইবার জন্যে জপের সংখ্যা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত করা হইয়া থাকে। একবার হৃদয়ে বা কূটস্থের ব্রহ্মবিন্দুতে প্রাণগতিকে স্থিত করিয়া ফেলিতে পারিলে তখন ক্রমবৃদ্ধিশীল স্বাভাবিক জপ করিবার সময় আর জপের সংখ্যা রাখিবার কোন প্রয়োজন হয় না; তখন যতক্ষণ ঐ অবস্থায় আটকিয়া থাকা যায় ততক্ষণই ধ্যানে জপ করিয়া যাইতে হয়।

৫। পত্র (৬) - 'মহাকুণ্ডল তত্ত্ব ও প্রকৃতি রহস্য', এই উভয়বিধ আলোচনা চলিতেছে। — মহাকুণ্ডল তত্ত্ব ও প্রকৃতি রহস্য কি? চরম যোগ ও পূর্ণযোগ কি?

উত্তর — চরমযোগ ও পূর্ণযোগ — যোগীসাধকের আধারের অধিকার ভেদে পরমতত্ত্বের অনুভূতি উপলব্ধি বিভিন্নাকারে হইয়া থাকে। সেই প্রতিটি বোধপূর্ণ অনুভূতির বিশিষ্টতা আছে। ঐগুলিও আধারের তারতম্যে অধিকার ভেদে পৃথক পৃথক হইয়া থাকে। চরমযোগের ভূমি হইল জ্ঞান-মহাজ্ঞানময় ভূমিতে উত্তরণ, আর, পূর্ণযোগের ভূমি হইল কর্ম-জ্ঞানময় যোগভূমিতে

উত্তরণ ও স্থিতি এবং আত্মস্বরূপ সম্পূর্ণ অবগত হইয়া অদ্বৈতজ্ঞানের ধারায় উজানে বহিয়া প্রজ্ঞাজ্যোতিতে বোধিদ্বারা সমগ্র বিশ্বকে ব্রহ্মস্বরূপের প্রকাশে উপলব্ধি করা। অর্থাৎ, শিবভাবের জ্ঞানময় ভূমিতে উপনীত হওয়া — পূর্ণ যোগ। ইহার পরে বিশুদ্ধ জ্ঞানপথে পরমতত্ত্ব ব্রহ্মরূপে অনুভূত হয়। তখন ওই বিশুদ্ধ যোগমার্গে ঐ অনুভূতি পরমাত্মস্বরূপের আকার ধারণ করে এবং তৎপরে বিশুদ্ধভক্তি বা পরাভক্তি প্রভাবে পরমতত্ত্ব যখন যোগীর নিকটে ভগবৎস্বরূপের প্রকাশে স্ফুরিত হয় তখন যোগীর যে প্রকার ব্রহ্মানুভূতি লাভ হয় তাহাতে যোগী মহাযোগী হইয়া স্বপ্রকাশ ব্রহ্মস্বরূপে স্থিতিলাভ করেন। এইরূপ পরমাত্ম দর্শন ও ভগবৎ দর্শনের ফলে মহাযোগীর চরমযোগ অবস্থায় তত্ত্বৎ স্বরূপে স্থিতিলাভ হয়।

মহাকুণ্ডল তত্ত্ব ও প্রকৃতি রহস্য — পরমব্রহ্ম (ব্রহ্ম) এবং ভগবান হইতে সৃষ্টি বিস্তারলাভ করে না কারণ ব্রহ্ম শুদ্ধ চৈতন্য বিশুদ্ধ জড় অলখ বস্তু, সেখানে চিৎ-এর উদ্ভাস বা কোনও ব্যক্ত প্রকাশ নাই। আর ভগবান স্বরূপশক্তির সঙ্গে নিত্য সম্মিলিত তাই ব্যক্ত শক্তির ক্রিয়া সাক্ষাৎভাবে তাহা হইতে হয় না। অতএব ভগবৎস্বরূপে সৃষ্টি নাই; যাহা আছে তাহা লীলা রূপা সৃষ্টি ; ইহা সৃষ্টির অতীত বলিয়া 'সৃষ্টি' পদবাচ্য হয় না — প্রকৃতপক্ষে ইহা স্বপ্রকাশের স্বয়ংপ্রকাশ বলা চলে। যথার্থ সৃষ্টি পরমব্রহ্ম স্বরূপ পরমাত্মা হইতে বিস্তারলাভ করিয়া থাকে। স্বভাবজ পরমাত্মা জ্যোতিঃস্বরূপ। এই জ্যোতির সহিত মায়ার কোন সম্বন্ধ হইলেই মায়া মুগ্ধ হইয়া মায়িক সৃষ্টির উন্মেষ হয়। কিন্তু মহাকুণ্ডল তত্ত্ব ও চিদ্-প্রকৃতির রহস্য বুঝিতে হইলে সর্বপ্রথম ভগবৎতত্ত্বই অবগত হওয়ার প্রয়োজন। তাই চরমযোগের পরে আসে মহাকুণ্ডল তত্ত্ব রহস্য।

সৃষ্টির মূলে যা আছে তাহাকে অব্যক্ত বলা যায়। সেই অব্যক্ত হইতে আদি যে ধারাটি নির্গত হয় তাহাই হইল সত্তার ধারা কিন্তু 'সত্তা হইলেও ইঁহাকে সত্তা বলিয়া পরিচিত হওয়া যায় না কারণ ইহা সৎ হওয়া সত্ত্বেও অসতের সদৃশ। যে বেগে অব্যক্ত হইতে ধারা নির্গত হইয়াছে, সেই বেগবান প্রবাহেই সৎ হইতেও আরেকটি ধারা নির্গত হইয়া অসৎ বা সদাভাসের দিকে প্রবাহিত হইতেছে। Simultaneously সৎ-এর একটি ধারা অবিরত অব্যক্তের পানে প্রবাহিত হইতেছে। আর অসৎ হইতে একটি ধারা সৎ অবস্থায় উপনীত হইয়া সৎকে চিহ্নিত করিতেছে। অতএব সৎ তখন 'সৎরূপে' প্রকাশমান হইয়াছে — ইহাকেই 'চিৎ' বলে — অর্থাৎ স্বপ্রকাশ সৎ-ই চিৎ। অবার, চিৎ হইতে একটি ধারা পূর্বোক্ত বেগের প্রভাবে বহিরাগতিতে অচিতের দিকে প্রবাহিত হইতেছে। পূর্বে চিৎ অবস্থায় সৎ ভাবটি স্বপ্রকাশ ছিল, ইহাই 'চিৎ' কিন্তু ইহাতে চিদ্ ভাবটি প্রকাশিত ছিল না। এখন অচিৎ হইতে একটি ধারা পুনঃ ফিরিয়া গিয়া চিৎকে স্পর্শ করায় অপ্রকাশ চিৎ স্বপ্রকাশ চৈতন্যরূপে আবির্ভূত হইয়া 'আনন্দ' হয়। সচ্চিদানন্দময় ভগবৎরাজ্যের এমনই দিব্যের অনুশাসনের বিধি পরিলক্ষিত হয়। ভগবৎরাজ্য চিদ্-প্রকৃতির নিয়মে চলে, উহাই 'দিব্য' — আর দিব্যে সৎ ও চিৎ ওতপ্রোতঃ। ভগবৎরাজ্য হইল সৎ-চিৎ-এর অব্যক্তের ব্যক্ত ভাব — বিশুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ স্বপ্রকাশে স্বপ্রকাশময় হইয়া 'পুরুষোত্তম' রূপে ঐ চিন্ময় ভূমিতে নিত্য বিরাজিত নিত্যানন্দময় চিদানন্দময় বিগ্রহ। যোগীশ্বরের ক্ষেত্রে এই পুরুষোত্তম ভাবই পূর্ণ স্বাতন্ত্র্যরূপ চিদ্সাম্রাজ্যে প্রতিষ্ঠা স্বরূপ। মহাকুণ্ডল রহস্য তন্ত্রযোগতত্ত্বান্তর্গত — ইহা ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তি বাচক শিবসত্তা ও শক্তিসত্তার অভেদত্ব সাধন প্রকাশ। পরমব্যোম মণ্ডলে শিবসত্তা ও তাঁহার অভেদ শক্তিসত্তা ব্রহ্ম ও ব্রহ্ম শক্তিরূপে একে অন্যের সম্পূরক পুরুষ সত্তা, পরমাত্মা স্বরূপের প্রতিনিধি। ব্রহ্মভাবে ব্রহ্ম চৈতন্যও পুরুষ আর চিদ্ শক্তিময়ী ব্রহ্মশক্তিও পুরুষ। এ ভূমিতে বিপরীত মহাভাব নাই, তাই এই স্তরে সত্তার মধ্যে এক অনাবিল মহাইচ্ছার উদয় কখনো কখনো সংঘটিত হইয়া পড়ে। সেই মহাইচ্ছার স্ফুরণেই মহাকুণ্ডল রহস্যের সমাধান এবং প্রকৃতির চিদ্ রহস্যের উদ্ঘাটন যাহার ফলস্বরূপ হয় চিদ্ সাম্রাজ্যে প্রতিষ্ঠা।

যোগ কৌশল অনুযায়ী মোট ১০৮ টি যোগক্রিয়ার কথা জানা যায়। এই সংখ্যাগুলি অর্থাৎ ১০০-১০৮ পর্য্যন্ত বোধি-চেতনার অতিমানব হইতে মহামানব স্তরে উপনীত হইবার ক্রম। (পত্র- ৭-এ আছে) মহাকুণ্ডল সকলের জন্যে নহে; শুধুমাত্র যিনি ১০৭ ভেদ করিয়া ১০৮-এ পূর্ণত্বলাভ করিবেন তাঁহারই জন্যে মহাকুণ্ডলতত্ত্বের প্রয়োজন। ১০৩-ভাব স্তর হইতে ১০৪-এ গুণ, ১০৫-এ গুণাতীত মহাভাব, ১০৬-মহাজ্ঞান, ১০৭-মহাগুণ (সগুণ/নির্গুণ); মহাভাবময় গুণাতীত স্তরে সৎ-চিৎ, শিবসত্তা ও শক্তিসত্তার, পরমপুরুষ বা পরমা প্রকৃতির দ্বৈতাদ্বৈত স্থিতি প্রাপ্তির অভেদতায় চিদ্ সাম্রাজ্য স্থাপন করিবার সামর্থ্য হয় মহা-যোগীশ্বরের। এই অবস্থায়ই

মহাকুণ্ডলের প্রয়োজন হয়। মহাকুণ্ডল বা চিদ্ প্রকৃতির নিরন্তর উদ্ভাস ব্যতীত সেই বিশুদ্ধ চৈতন্যময় অস্তিত্ববোধক বা অলখ অবস্থা হইতে ফিরিয়া আসা অসম্ভব হইয়া পড়ে, কারণ, সে অবস্থার পূর্বাবস্থায় দ্বৈতাদ্বৈত স্থিতির সময় পুরুষ ও প্রকৃতি অভেদত্ব প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ, পুরুষ ও প্রকৃতি একমেবাদ্বিতীয়ম্, সেখানে সম্পূর্ণ নিবৃত্তি, আবার অস্তিত্ব বোধকও বটে। সেই চিদাকাশের মহাব্যোম মণ্ডলে মহাযোগীশ্বর আপন উড্ডীন সত্তা লইয়া বর্তমান থাকেন। এই ভূমিকে শান্তভূমিও বলা যায়। কিন্তু ওই মহাশূন্যের মধ্যে লোক উদ্ভাসিত করিয়া উহার অধিষ্ঠাতা হওয়া, ইহাই মহাযোগীশ্বরের চরম লক্ষ্য — এ অবস্থায় সগুণ-নির্গুণ সমরস্য অবস্থা — প্রকৃতি পুরুষের এক অত্যদ্ভুত দিব্যসৃষ্টিময় রাজ্য বলা চলে।

—যোগ প্রসঙ্গের ব্যাখ্যা

শ্রীশ্রীমা সর্বাণী

কৃষ্ণ কথা

স্বাহার কথা

শ্রীশ্রীমা সর্বাণী

দেবতারা ব্রহ্মার নিকট আহার প্রার্থনা করিলে, ব্রহ্মা হরির শরণাপন্ন হন। তখন হরি নির্দেশ দেন, যজ্ঞ উপলক্ষ্যে প্রদত্ত হবি দেবতাদের আহার্য হইবে। সেই হইতে ব্রাহ্মণাদি সকলেই পূজায় যজ্ঞে হবি দান করিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু সেই হবি দেবতারা না পাওয়ায় আবার তাঁহারা ব্রহ্মার নিকট এ বিষয়ের প্রতিকার প্রার্থনা করেন। এই ব্যাপারে একটি উপায় স্থির করিবার জন্য ব্রহ্মা মহামায়ার পূজা করিতে থাকেন। পূজায় দেবী প্রীত হইয়া ব্রহ্মাকে বর প্রার্থনা করিতে বলেন। ব্রহ্মা বর চান, ''আপনি অগ্নিদেবের দাহিকা শক্তি ও স্ত্রী হন। অগ্নি যেন আপনার সহায়তা ভিন্ন কোন হোমীয় দ্রব্য ভস্ম করিতে না পারেন। আর মন্ত্র দ্বারা আপনার নাম উচ্চারণ পূর্বক যে হবি প্রদান করা হইবে সেই হবি বা ঘৃত যেন দেবতাদিগের তৃপ্তিদায়ক হয়।'' তখন ব্রহ্মা হইতে সমুদ্ভূতা দেবী 'স্বাহা' প্রকটিতা হন এবং ব্রহ্মার বাক্যে সম্মত না হইয়া বিষ্ণুর আরাধনার জন্যে প্রস্থান করেন। সুদীর্ঘকাল আরাধনার পর বিষ্ণু স্বাহাকে বলিলেন, ''আমি দ্বাপরে যখন মর্ত্যে জন্মগ্রহণ করিব, তখন তুমি নগ্নজিৎ রাজার কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করিয়া আমাকে স্বামীরূপে প্রাপ্ত হইবে। এখন তুমি অগ্নির দাহিকা শক্তি ও স্ত্রীরূপে পৃথিবীতে পূজা প্রাপ্ত হইবে।'' তখন ব্রহ্মার আদেশে অগ্নি স্বাহাকে বিবাহ করেন। সেই সময় হইতে মুনি-ঋষিগণ এবং ব্রাহ্মণাদিরা মন্ত্রের শেষে 'স্বাহা' শব্দ উচ্চারণ করিয়া যজ্ঞে হবি প্রদান করেন।

দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণের সময় নগ্নজিৎ কোশলদেশের রাজা ছিলেন। ইঁহার কন্যার নাম 'সত্যা'। পিতার নামানুসারে কন্যার অপর নাম ছিল 'নাগ্নজিতী'। নৃপ নগ্নজিৎ স্বীয় কন্যার বিবাহ সম্বন্ধে এইরূপ পণ করেন যে, যে তাঁহার রক্ষিত সপ্ত মহাবৃষ বধ করিতে পারিবে সে-ই তাঁহার জামাতা হইবে। কৃষ্ণ বৃষকে পরাস্ত করাতে তখন শ্রীকৃষ্ণের সহিত সত্যার বিবাহ হয়।

পুরাকালে অগ্নিদেবের স্ত্রী স্বাহা কৃষ্ণকে স্বামীরূপে প্রাপ্ত হইবার জন্যে কঠোর তপস্যা করেন। পরজন্মে নগ্নজিৎ রাজার কন্যা নাগ্নজিতী (সত্যা) রূপে জন্মগ্রহণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে লাভ করিবেন এইরূপ শ্রীবিষ্ণুরূপে শ্রীকৃষ্ণ স্বাহাকে বচন দিয়াছিলেন। শ্রীভগবানের প্রদত্ত বচন ধ্রুব ও সত্য হয়।

যৌগিক তাৎপর্য্য — 'স্বাহা' শব্দের অর্থ 'স্ব' অর্থাৎ নিজেকে এবং 'হা' অর্থে আহুতি প্রদান করা। নিজের 'আমি'র মধ্যে আত্মশক্তিই সন্নিবেশিত থাকে। তাই ব্রহ্মার আত্মশক্তিই 'স্বাহা' দেবীর রূপ পরিগ্রহ করিয়া প্রকটিতা হইয়াছিলেন। সকল সত্তার আত্মশক্তিই দেবী মহামায়া রূপা প্রকৃতি শক্তি। আত্মশক্তি বলেই সত্তার অভ্যন্তরে প্রাণযজ্ঞ সম্পন্ন হয় অর্থাৎ প্রাণকে প্রাণের মধ্যে আহুতি দান করাই হইল 'স্বাহা'; প্রাণযজ্ঞের ফলে সত্তার সকল প্রকার মলিনতা ভস্মীভূত হয় এবং দেবভাব জাগ্রত হয়। দেবভাব অন্তরে জাগ্রত হইলে শুদ্ধচৈতন্যের যে সকল অনুভূতি লাভ হয়, তাহাকেই দেবতাদের হবি গ্রহণ বলা হয়। দেবতা জাগ্রত হইয়া প্রসন্ন হইলে পরে তখন সত্তার চেতনা ঈশ্বরত্বের পানে ধাবিত হয়। অতএব স্বাহা হইলেন আত্মশক্তির দাহিকাশক্তি বিশেষ। 'স্বাহা' দেবীর অন্য নাম 'স্বধা'। 'স্বধা' অর্থাৎ যে আত্মশক্তি সত্তার বোধ চেতনাকে ধারণ করিয়া অটলভাবে ধরিয়া রাখে।

(সহায়ক গ্রন্থ ঃ দেবী ভাগবত ও ভাগবত)

রাজস্থানের সুপ্রসিদ্ধা শ্রীশ্রীসতীমায়ের লীলামৃত

(৪)

লোকেদের ভীতিপূর্ণ শ্রদ্ধা — বাপজীর নানান ঘটনার পর হইতে তাঁর প্রতি জনসাধারণের মনে একটা ভীতিপূর্ণ শ্রদ্ধার সঞ্চার হইল। কেহ কেহ বলিতে লাগিলেন উনি জন্ম

হইতেই সিদ্ধ সাধিকা ছিলেন, জন্মের পর হইতেই সমাধি হইত। এইরূপ নানা লোকে নানা কথা প্রচার করিতে লাগিল। তখন লোকেরা বাপজীর বড় ভাই-এর নিকট গিয়া শুনিলেন যে, সে রকম কোন লক্ষণ তাহারা দেখেন নাই, তবে জন্ম হইতেই তিনি আধ্যাত্মিক ভাবাপন্ন ছিলেন। বাপজীর সাধনার ব্যাপারে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া কোনই উত্তর পাওয়া যাইত না। তিনি এই ব্যাপারেও সম্পূর্ণ মৌন থাকিতেন। পরে নিজ হইতে কখনো কখনো হঠাৎ কিছু বলিয়া ফেলিতেন, তখন কিছু কিছু আভাস পাওয়া যাইত। তবে তিনি যে প্রসিদ্ধ সিদ্ধ সাধক শ্রীগোলাপদাস মহারাজের নিকট দীক্ষা লাভ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার 'সতী' হইবার পূর্বে বলিয়াই সকলের অনুমান।

সিদ্ধ সাধক শ্রীগোলাপদাস মহারাজ — এই প্রসঙ্গে এই মহান সাধকের বিষয়ে কিছু বলা প্রয়োজন। ইনি শ্রীশ্রীরামানুযাচার্য্যের 'রামশ্রেণী' সম্প্রদায়ের উত্তরসুরী ছিলেন। তাঁর গুরু ছিলেন শ্রীঅমরদাসজী মহারাজ। শ্রীগোলাপদাসজীর পূর্ব জীবনের নাম ছিল গোলাপরাম। তাঁহাকে সংসারে বদ্ধ করিবার জন্য অল্প বয়সেই সঁগাই দেওয়া হইল এবং তাঁহাকে শ্বশুর বাড়ীতে শ্বশুরের সহিত থাকিবারও ব্যবস্থা করা হইল। সেখানে তাঁহাকে মহিষ চরাইবার কার্য্য দেওয়া হয়। এই কার্য্য পালন করিবার সময় তিনি একদিন একটি বাছুরের মাথায় ডাণ্ডা মারিলে সে তখনই মারা যায়। এই ঘটনায় অত্যন্ত অনুতপ্ত হইয়া তিনি কাহাকেও না জানাইয়া পদব্রজে হরিদ্বার চলিয়া যান এবং পাপ-স্খলনের জন্য প্রত্যহ গঙ্গায় স্নান করিতে থাকেন। এই সময়ে তিনি একটি আশ্রমে থাকিতেন এবং প্রত্যহ সৎসঙ্গ করিতেন। তখন তাঁহার মধ্যে আধ্যাত্মিকভাব প্রকটিত হইতে লাগিল। তিনি আবার শ্বশুরবাড়ী ফিরিয়া আসিলেন। তখন তাঁহাকে উট চরাইবার দায়িত্ব দেওয়া হইল তিনি উটদের লইয়া মরুভূমিতে যাইতেন এবং নিভৃতে একটি ছায়ায় বসিয়া ঈশ্বরীয় চিন্তায় মগ্ন হইয়া থাকিতেন। সেই সময় তাঁহার মধ্যে নানারূপ আধ্যাত্মিক প্রশ্নের উদয় হইত। তখন একদিন তিনি কাহাকেও না জানাইয়া গুরুর খোঁজে গৃহত্যাগ করিলেন। কিছুদিন ঘুরিবার পর তিনি যোধপুর জেলায় আসিয়া শ্রীঅমরদাসজী মহারাজের দর্শন লাভ করেন। তিনিই তাঁহাকে দীক্ষাদান করেন। তখন তাঁহার বয়স মাত্র ২০ (কুড়ি) বৎসর। গুরু তখন তাঁহার নাম পরিবর্তন করিয়া নাম দিলেন গোলাপদাস। গোলাপদাস তাঁহার গুরুর নির্দেশ মত সাধন শুরু করিলেন। তিনি কখনো নিজের জন্য আশ্রম নির্মাণ করেন নাই। সমস্ত জীবন পরিব্রাজন করিয়া এবং ভিক্ষা দ্বারা জীবন কাটাইয়াছেন। তিনি বহু লোককে দীক্ষাও দিয়াছেন।

একবার তিনি আলোয়ারে এক গ্রামের শ্মশানের নিকট বৃক্ষতলায় ধ্যানমগ্ন হইয়া বসিয়াছিলেন। সেই সময় বংশীলাল নামে একটি বালকের মৃতদেহ সেখানে আনা হয়। তখন, তাঁহার এক শিষ্য গুরুকে তথায় ধ্যানমগ্ন দেখিতে পাইয়া উচ্চৈঃস্বরে 'রাম-নাম' করিতে করিতে তাঁহার ধ্যান ভঙ্গ করিলেন এবং কাতরভাবে তাহার এই ভ্রাতুস্পুত্রের মৃত্যুর খবর দিলেন তখন গোলাপদাসজী মাহারাজ তাহার সঙ্গে সেই স্থলে যাইয়া কিছুক্ষণ নীরবে রহিলেন, তারপর বলিলেন, ''বালক তো জীবিত-ই আছে। ও তো মরে নাই।'' তখন সকলেই বিস্মিত হইয়া দেখিল বালক জীবিত। তাহারা তখন কৃতজ্ঞতায় তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিল। তিনি তখন বলিলেন, ''আজ হইতে এই বালকের উপর তোমাদের কোন অধিকার রহিল না। ও এখন হইতে দরিয়ার মহারাজের হইয়া গেল।'' ভবিষ্যতে এই বালক দরিয়ার মহারাজ রূপে খ্যাত হইয়াছিল।

বাপজীর দীক্ষা — একবার বাপজী তাহার জ্যেঠতুতো বড় ভগিনীর শ্বশুরালয়ে গিয়াছিলেন শ্রীমদ্ভাগবত পারন সপ্তাহ উপলক্ষ্যে। সেই সময় কোন অবসরে তিনি এক বৃক্ষতলে

যাইয়া গোলাপদাসজী মহারাজের সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছিলেন। তখন তিনি ইচ্ছা প্রকাশ করেন তাঁহার নিকট দীক্ষা লইবার। এই সম্বন্ধে তাহার নিজের উক্তি নিম্নে দেওয়া হইল —

''আমি আমার বড় বাবার কন্যার শ্বশুর বাড়ী মোরর গ্রামে গিয়াছিলাম যখন তাহারা ভাগবত সপ্তাহ পালন করিতেছিলেন। তখন দেখিতাম সৎসঙ্গ সময়ে একজন সাধু আসিয়া চুপচাপ বসিয়া চক্ষু মুদিয়া ধ্যানমগ্ন হইয়া ভাগবত কথা শুনিতেন এবং পাঠ সমাপ্ত হইলেই নিঃশব্দে সেই স্থান পরিত্যাগ করিয়া দ্রুত চলিয়া যাইতেন। আমার তখন মনে হইত, 'এই সাধু যদি আমাকে উপদেশ দেন তো আমিও এই সংসাররূপী ভবসাগর পার হইতে পারি।' আমি তখন এঁনার বিষয়ে লোকেদের প্রশ্ন করিয়া জানিলাম যে, উনি গ্রামের বাহিরে একান্তে থাকেন এবং রামায়ণ, গীতা পাঠ করেন আর মালা জপ করেন। একদিন আমি ওনার সাক্ষাতে আসিয়া বলিলাম, 'শরণ দেন তো আমিও ভবসাগর পারে যাইতে পারি। (শরণ মেঁ লো তো ম্যায় ভি ভবসাগর পার কর লুঁ)'

তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,'রামনাম জপ করো?'

আমি বলিলাম, 'অল্প-অল্প করি।'

তিনি বলিলেন, 'আমি তোমাকে অধিক জপ করা বলে দেব।' তারপর বলে দিলেন। 'এমনি ভাবে জপ করো'।''

এইভাবে বাপজীর দীক্ষা প্রাপ্তির ঘটনা সম্ভবতঃ তাঁহার সতী হইবার ঘটনার পূর্বেই হইয়াছিল। কারণ ইহার কোন দিন তারিখ কাহারো জানা নাই।

বাপজী যখন গৃহের সংলগ্ন ঘেরা বারান্দায় দরজা বন্ধ করিয়া তপস্যায় মগ্ন থাকিতেন, তখন অনেক উৎসুক লোকেরা তাঁহাকে দেখিতে আসিত। তখন দেখা যাইত সেই বারান্দার ছাতে, ছোট ছোট কাষ্ঠখণ্ডের মধ্যে একটি বিষধর সর্প বিরাজ করিত। বেশী লোকজন আসিলে কুণ্ডলী পাকাইয়া সম্মুখের দিকে আসিয়া বসিয়া থাকিত। তখন ভীত হইয়া লোকেরা চিৎকার করিলে বাপজী বলিতেন, ''ভয়ের কোন কারণ নাই, ও কাহারো ক্ষতি করিবে না।'' তথাপি লোকেরা ভয়ে বেশী আসিত না।

এইভাবে নিভৃতে তাঁহার গভীর সাধনা চলিতে লাগিল। লোকেরা লক্ষ্য করিত বাপজীর ঘর হইতে অতি উজ্জ্বল তেজোরাশি নির্গত হইত। কখনো তাহা ছাতের উপরেও দেখা যাইত। এই দৃশ্য কাকিসা, মানসিংহের স্ত্রী এবং গৌরী বাইসাও প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে প্রশ্ন করিলে বাপজী বলিতেন, ''জলের তরঙ্গের মত ঠাণ্ডা অগ্নির তরঙ্গ আমাকে উপর, নীচ এবং চারিধারে ঘিরিয়া থাকে। কখনো মনে হয়, আমার বসিবার স্থানের নীচের জমিতেও জলের তরঙ্গের ন্যায় অগ্নির তরঙ্গ বহিতেছে।''

বাপজী বলিতেন, ''আমার প্রথম গুরু ছিলেন আমার বড়বাবা অর্থাৎ জ্যোঠামশায়, শ্রীচন্দ্র সিংহজী, যিনি সর্বদা ধর্মকথা শুনাইতেন এবং কখনো আধ্যাত্মিক প্রশ্নাবলী করিলে তিনি তাহার সদুত্তর দানে তৃপ্ত করিতেন। বাপজী সেই (ওরি) অর্থাৎ ঘেরা বারান্দায় জীবনযাপন করিবার সময় তাঁহার দিনচর্চা ছিল নিম্নরূপ —

অতি প্রত্যুষে উঠিয়া বালাগ্রাম হইতে ২০ কি.মি. দূরে বিলাড়া গ্রামে যাইয়া বান-গঙ্গায় স্নান করিতেন। এই গঙ্গার সম্বন্ধে কথিত আছে যে, রাজা বলি যখন এই স্থানে যজ্ঞ করিতেছিলেন, তখন বহুলোকের সমাবেশ হওয়ায় জলের খুব অভাব দেখা দিল। তখন তিনি বান মারিয়া তথায় জলের ধারা আনিলেন। সেই হইতে এই জলধারাকে বান-গঙ্গা বলা হয়। বাপজী গঙ্গায় স্নান সারিয়া সূর্য্যদয়ের পূর্বেই গৃহে ফিরিয়া আসিতেন। কিছুদিন পরে শিবমন্দির নির্মাণ হইলে তিনি গঙ্গা হইতে এক ঘড়া জল নিয়া আসিতেন এবং তাহা দ্বারা শিবকে স্নান করাইতেন।

বাপজীর এত পরিশ্রম হয় দেখিয়া কাকিসা তাঁহাকে বুঝাইলেন যে, বান-গঙ্গার জল বৃদ্ধি পাইয়া লুনী নদীতে আসিয়া মিশিয়াছে। আর লুনী নদীর জল বালা গ্রামেও আসিতেছে। তখন বাপজী কিছুদিন বান-গঙ্গায় স্নান করা বন্ধ রাখিলেন।

বাপজীর শ্বেতবস্ত্র পরিধান — রাজস্থানের নিয়ম অনুযায়ী বিধবাদের হাল্কা নীল বস্ত্রের কুর্ত্তি, কাঁচুলী ও লুঘ্ড়ী পরধিান করিতে হইত। বাপজী এতাবৎ হাল্কা নীল রঙের পোষাকই ব্যবহার করিতেন। ইদানীং তাঁহার শ্বেত বস্ত্র পরিধান করিবার ইচ্ছা হইল। তাহা তিনি কাকিসাকে জানাইলেন। কাকিসা তাঁহার উচ্চ আধ্যাত্মিক ভাবধারা লক্ষ্য করিয়া মনে মনে তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতেন। তাই তিনি তাঁহার সেই ইচ্ছা পূর্ণ করিয়া শ্বেত বস্ত্রের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। তখন হইতে বাপজী কাকিসার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেন এবং ভবিষ্যতেও এই শ্রদ্ধার ভাব তিনি পোষণ করিয়া গিয়াছেন।

...ক্রমশঃ

—মাতৃচরণাশ্রিতা শ্রীমতী বীণা চৌধুরী

শ্রীশ্রীমায়ের প্রথম বদ্রীনাথধাম ভ্রমণ কথা

(৩)

তীর্থযাত্রী থেকে আরম্ভ করে প্রায় সকল মানুষজন বলে থাকেন হিমালয়ের প্রবেশদ্বার বা স্বর্গদ্বার হচ্ছে হরিদ্বার। মনোহরণকারী প্রাকৃতিক ঐশ্বর্যের অধিকারী হয়ে বাঁদিকে প্রবাহিত বেগবতী গঙ্গার কিছু দূরেই দাঁড়িয়ে রয়েছে মনসা পাহাড় এবং ডান দিকে আদি গঙ্গার উপর তৈরী করা পথ ধরে গেলে পড়বে চণ্ডী পাহাড়। দুই পাহাড়ের মাথায় রয়েছে দুই দেবীর দুইটি প্রাচীন মন্দির। সাধু-সন্ত থেকে তীর্থযাত্রীগণ দেবীদর্শন ও পূজা-পাঠের উদ্দেশ্যে সেখানে যাতায়াত করে থাকেন। শোনা যায় সেই দুই পাহাড়ে কিছু কিছু সাধু-সন্তগণের গুহা ও আশ্রম রয়েছে। আমাদের গাড়ী তখন ছুটে চলেছিল ভৃগু আশ্রমের দিকে ব্রহ্মজ্যোতি মায়ের দর্শনের উদ্দেশ্যে।

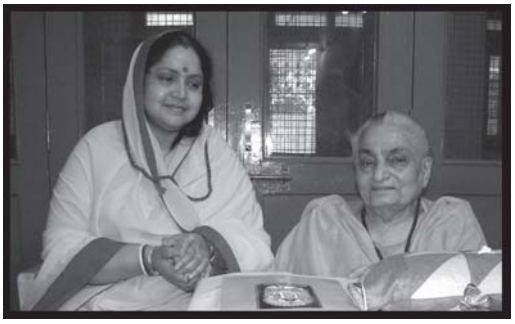

শ্রীশ্রীমা ও শ্রীব্রহ্মজ্যোতি মা

শ্রীশ্রীমায়ের ক্রিয়াহ্নিক শিষ্য ও আমাদের গুরুভাই মনীষানন্দজী, সকালে হরিদাসধামে এসে গুরুমার সঙ্গে দেখা করে, তাঁর সন্ন্যাসগুরু ব্রহ্মজ্যোতি মায়ের নিকট যাবার ও সেখানে শ্রীশ্রীমায়ের জন্য সকল রকমের ব্যবস্থা প্রস্তুত করে রেখেছিলেন। তাঁর (ব্রহ্মজ্যোতিমা) সেই সংবাদ জানিয়ে মনীষানন্দজী শ্রীশ্রীমাকে আমন্ত্রণ জানিয়ে যান। পাহাড়ী পরিবেশের অপরূপ সৌন্দর্য্যায়ন ও রাজা ভগীরথের তপোবলের দ্বারা হিমালয় হতে আনয়ন করা ভাগীরথী নদীর জলক্রীড়া এবং পথের দুই ধারে ঘর, বাড়ী, মঠ-মন্দির, আশ্রম দেখতে দেখতে আমরা পৌঁছে যাই ভৃগু আশ্রমে। গেটের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা গুরুভাই মনীষানন্দজী সম্বর্ধনা জানিয়ে শ্রীশ্রীমাকে আশ্রমের ভিতর নিয়ে গিয়ে তাঁর জন্য সাজিয়ে রাখা আসনে বসান। সেই আশ্রমের মূল কর্ণধার ও গুরুমাতা ব্রহ্মজ্যোতিমা আগে থেকেই সামনে একটি টেবিল সহযোগে তাঁর আসনে বসেছিলেন, শ্রীশ্রীমায়ের আসনের কিছুটা পাশেই। তাঁর পায়ের কিছুটা অসুবিধা থাকার ফলে চলাফেরায় স্বাভাবিকতার অভাবের কথা তাঁর শিষ্যের (মনীষানন্দজীর) মুখে আমরা আগেই শুনেছিলাম। আমরা সকলে তাঁকে প্রণাম জানিয়ে শ্রীশ্রীমায়ের পায়ের কাছে বসেছিলাম। যেখানে শ্রীশ্রীমায়ের ও আমাদের বসার জায়গা করা হয়েছিল সেটি আশ্রমের ঠাকুরঘর সমেত নাট-মন্দিরের মতন স্থান। যেন দেখে মনে হবে, তেত্রিশকোটি দেব-দেবীগণ বর্তমানে সেই ঠাকুর ঘরেই আটক হয়ে রয়েছেন, দেবদেবীদের স্থানটি রেলিং দিয়ে ঘেরা, তবে প্রবেশের একটা পথও রাখা আছে যাতে পুরোহিত মহাশয়ের কোনরূপ অসুবিধা না হয়। শ্রীশ্রীমা ব্রহ্মজ্যোতি মায়ের কাছে গিয়ে যখন বসলেন তখন শ্রীশ্রীমায়ের দিকে অপলক শান্ত সৌম্য দৃষ্টিতে চেয়ে ব্রহ্মজ্যোতি মা বললেন, ''তুম্ তো জগদম্বা কে স্বরূপ হো'' সেখানে শ্রীশ্রীমাকে পূজা ও আরতির পর তাঁর সাথে প্রথম আলাপেই তাঁকে (ব্রহ্মজ্যোতিমাকে) হিন্দীতে শ্রীশ্রীমা বলেন যে, ''আমার তো বয়স মা তোমার চেয়ে অনেক কম, তাই তোমার কাছে কিছু শিখতে এসেছি। বেড়াতেও আসা হবে আর কিছু শেখাও হবে তাই চলে এলাম তোমার কাছে। আমি মনীষানন্দকে একবার বলেছিলাম যে, তোমার সন্ন্যাস গুরুমা তো অনেক বছর ধরে অনেক সাধনা করেছেন, সেইজন্য আমি গিয়ে তাঁর নিকট হতে কিছু সাধনা শিখে আসব।'' এই কথার পরিপ্রেক্ষিতে ব্রহ্মজ্যোতি মা শ্রীশ্রীমাকে বললেন, ''তুম্ তো সাক্ষাৎ জগদম্বাকে স্বরূপ হো, তুমকো ম্যাঁয় ক্যা সিখাউঙ্গী?'' শ্রীশ্রীমা বললেন, ''তুম্ তো ব্রহ্মজ্যোতি হো, ইসীলিয়ে তুমসে ম্যাঁয় ব্রহ্মজ্যোতি চুরানে কে লিয়ে আয়ী হুঁ।'' শ্রীশ্রীমায়ের এই ধরণের আলাপের কথা শুনে তিনি হাসতে থাকেন। আমাদের সকলের পরিচয় গ্রহণ, শ্রীশ্রীমায়ের আধ্যাত্মিক জীবনের কিছু মূল্যবান কথা, আমাদের পরমপূজ্য গুরুদেব শ্রীশ্রীবাবার সাধন জীবন, শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গে শ্রীশ্রীবাবার সাক্ষাৎকার, যোগদীক্ষা প্রাপ্তি, বিবাহ, সাধনজীবন, নির্বিকল্পসমাধি অবস্থালাভ, সদ্‌গুরু পদে উপনীত হওয়া, প্রায় সকল কিছুই অল্পবিস্তর আলোচনা সৎসঙ্গের মাধ্যমে সেখানে হয়েছিল। শ্রীশ্রীমা আমাদের আশ্রমের ত্রৈমাসিক মুখপত্রের তিনটি সংখ্যা তাঁর হাতে তুলে দেন।

এরপর ব্রহ্মজ্যোতিমা তাঁর আধ্যাত্মিক জীবনের কিছু কথা, গুরুকরণ ও সন্ন্যাস গ্রহণ, সাধন জীবন ও গুরুর নির্দেশ মতন গুরুস্থানে উপনীত হয়ে দীক্ষাদান শুরু, আশ্রম প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি জীবনপঞ্জী দ্বারা সৎসঙ্গের মাধ্যমে শ্রীশ্রীমাকে আমাদের

সকলের উপস্থিতিতে বলতে থাকেন। তাঁর গুরুদেব ছিলেন হিমালয়ের এক উচ্চ মহাত্মা। তাঁকে সকলে শ্রীঅবধূত ওম্ বাবা বলেই জানতেন। অবধূত ওম্জীর নিকট ব্রহ্মজ্যোতি মা ক্রিয়াযোগ সাধনা প্রাপ্ত হন। তিনি তাঁর গুরুদেবের ছবিখানি সুন্দরভাবে বাঁধিয়ে অতি যত্ন সহকারে ঠাকুরঘরের আসনে বসিয়ে রেখেছেন তাও আমাদের চোখে পড়েছিল। সেখানে আমরা আরও দেখতে পেয়েছিলাম যে, মন্দিরের মধ্যে যে দেব-দেবীগণের পূজিত মূর্তি রয়েছে তা হল শ্রীঅষ্টভূজা মাতা, শ্রীসরস্বতী মাতা, গায়ত্রী মাতা, ভবানী মাতা, সন্তোষী মাতা, অনন্তশয্যায় শ্রীনারায়ণ ও তাঁর শ্রীচরণ সেবায় উপবিষ্টা শ্রীলক্ষ্মীমাতা, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীরাম-সীতা ও লক্ষ্মণ এবং তাঁদের শ্রীচরণে উপবিষ্ট বীর হনুমানজী, শ্রীগণেশজী ও ঋদ্ধি-সিদ্ধি, কার্তিকদেব, ব্রহ্মাজী, দত্তাত্রেয় ঋষি ও আসনে রয়েছেন তিনটি গোপালজী। এছাড়া আশ্রমে রয়েছে ছোটদের লেখাপড়ার স্কুল, বড় গোশালা, ফুলের বাগান ইত্যাদি। যতটুকু জানতে পেরেছিলাম, ব্রহ্মজ্যোতি মায়ের বয়স প্রায় ৮২/৮৩ বছরের মতন কিন্তু, তাঁর চেহারায় সাধনার উজ্জ্বল ছাপ থাকার ফলে প্রথম অবস্থায় দেখে বয়সের অনুমান করা বড়ই মুশকিল। তাঁর চোখের দৃষ্টি ও স্মিত হাস্য মুখে কথা বলার অভ্যাস থাকলেও তীক্ষ্ণবুদ্ধি সম্পন্না মাতাজীর প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করার যে সুদৃঢ় ক্ষমতা এখনও ভালোই রয়েছে, তা সেই অল্পক্ষণের মধ্যেই তাঁর ভাব-ভঙ্গির মাধ্যমে আমরা লক্ষ্য করেছিলাম। ব্রহ্মজ্যোতি মায়ের হরিদ্বারের আশ্রম ছাড়াও আরও দুটি আশ্রম রয়েছে, একটি উত্তরকাশীতে, যেখানে মনীষানন্দজী প্রায় সারা বছরই থাকেন। অপরটি রয়েছে হিমাচল প্রদেশে, তিনি এখনও প্রত্যেকটি আশ্রমে যাতায়াত করে থাকেন তাও জানতে পারি। শ্রীশ্রীমায়ের নিকট হতে শ্রীবদ্রীনাথধামে যাবার কথা শুনে তিনি আমাদের সকলকে চকলেট ও দীর্ঘপথের যাত্রার জন্যে কিছু শুকনো খাবার হাতে দিয়েছিলেন। শ্রীশ্রীমা ও আমরা সকলে তাঁর ব্যবস্থা করে রাখা কফি, বিস্কুট, ফল ও মিষ্টি দ্বারা সেবা গ্রহণ করে সকলের সাথে আলাপ ও প্রণাম আদান প্রদান করে ও বিদায়ের অনুমতি চেয়ে বাইরে এসে গাড়ীতে বসি।

শ্রীশ্রীমা ও স্বামী সেবানন্দজী

আমাদের পরবর্তী গন্তব্য ছিল প্রাচীন ঋষিদের তপোস্থলী হৃষীকেশধামের পরমহংস স্বামী শিবানন্দ বাবার আশ্রম। পাহাড়ীক্ষেত্রের বনভূমির পথ ধরে গাড়ী ছুটতে থাকে আমাদের। মাতৃসঙ্গে এগিয়ে চলেছিলাম আমরা স্বর্গরাজ্য হিমালয় যাত্রার মূল পথ ধরে তারই পাদদেশ হৃষীকেশের গঙ্গার তীরে অবস্থিত কয়েকটি আশ্রমে উপস্থিতির উদ্দেশ্যে। শহরতলীর জনকোলাহল ও যানবাহনের বিরক্তিকর আওয়াজ এবং যান-জট থেকে কিছুটা মুক্তি পেয়ে, পর্বতগিরি অঞ্চলের নির্মল প্রকৃতির আবহাওয়ায় মিশে যেতেই, এক নৈসর্গিক আনন্দের অনুভূতি পেতে থাকি। যাত্রা পথের দুরত্ব বেশী ছিল না তাই, অল্পক্ষণের মধ্যেই চলে আসি যোগী মহাপুরুষ শিবানন্দবাবার 'ডিভাইন লাইফ সোসাইটি' আশ্রমের ভিতর। শ্রীশ্রীমায়ের নির্দেশ মতন একস্থানে গাড়ী দাঁড় করিয়ে তাঁদের প্রকাশিত পুস্তক বিক্রয় কেন্দ্রে গিয়ে, কিছু পুস্তক ক্রয় করে গুরুভাই বরুণ দত্ত ও আমরা দুই সন্ন্যাসী স্বামী-শিবানন্দ বাবার সমাধি মন্দির ও সেই আশ্রমখানির কিছুটা অংশ ঘুরে দেখে ফিরে আসি মায়ের কাছে। আশ্রমটি একটি বিশাল বড় পাহাড়ে অবস্থিত ও বিভিন্ন গাছ-গাছালীর দ্বারা আবৃত, অতি সৌন্দর্য্যময় ও শান্ত পরিবেশখানি, তা সত্যই সাধনোপযোগী স্থান সেই পাহাড়ীক্ষেত্রে। তারপর গাড়ী সহযোগে আমরা সকলে রওনা দিই স্বামী সেবানন্দ বাবার সেই আশ্রমের সাধন ও বাসগৃহে। তিনি সেই আশ্রমে প্রায় আট (৮) বছর যাবৎ আছেন, তাঁর সাধনা ও আশ্রমের সেবা এবং কর্ম নিয়ে। স্বামী সেবানন্দজী আমাদের আশ্রমে শ্রীশ্রীমায়ের নিকট এসেছিলেন স্বানুভবদেব শ্রীশ্রীবাবা ঠাকুরের সঙ্গে একবার। তাই তিনি তাঁদের আশ্রমে শ্রীশ্রীমায়ের উপস্থিতির কথা শুনে, তাড়াতাড়ি উপর থেকে নেমে এসে মাকে প্রণাম সহযোগে আন্তরিকভাবে সম্বর্ধনা জানিয়ে উপরে নিয়ে গিয়ে চেয়ারে বসান। তারপর চলতে থাকে সৎ-সঙ্গের মাধ্যমে বিভিন্ন আধ্যাত্মিক প্রসঙ্গের কথা, প্রশ্ন-উত্তর, আমাদের সকলের পরিচয় ও সন্ন্যাস গ্রহণের কথা। আমাদের আশ্রমের শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণা ক্ষেত্রের কথা, শ্রীশ্রীবদ্রীনাথধামে যাওয়ার উদ্দেশ্যও শ্রীশ্রীমায়ের নিকট হতে তিনি শোনেন। তিনি আমাদের সকলকে যত্নসহকারে চা, বিস্কুট, ড্রাই ফ্রুট্স খওয়ান, কিছু আধ্যাত্মিক পুস্তক দেন আমাদের হাতে এবং তাঁর ঘরে সুন্দরভাবে সাজানো আদি শঙ্করাচার্য্যের মূর্তিটি দেখে শ্রীশ্রীমা ও আমাদের খুব পছন্দ

হয়েছিল, তা তাঁকে জানালে তিনি সেই মূর্তিটি আসার সময় মায়ের হাতে তুলে দেন একটি ভালো প্যাকিং ব্যাগের মাধ্যমে। শঙ্করাচর্য্যের বিগ্রহটি পেয়ে শ্রীশ্রীমায়ের কী ভীষণ আনন্দ! তাঁর বহুদিনের সখ ছিল যে, ঐ রকম একটি মূর্তি পান। স্বামী সেবানন্দজীও শ্রীশ্রীমাকে বিগ্রহটি দিতে পেরে খুব প্রসন্ন হৃদয়ে অবস্থান করছিলেন। বদ্রীনাথ যাত্রায় শঙ্করাচার্য্যের বিগ্রহটি শ্রীশ্রীমায়ের কোলে সব সময় ছিল। শ্রীশ্রীমাও আমাদের আশ্রমের ত্রৈমাসিক মুখপত্র তাঁকে পড়তে দিয়েছিলেন। সেখান থেকে রওনা হবার সময় তিনি আমাদের সাথে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গাড়ীর কাছে গিয়ে শ্রীশ্রীমাকে বদ্রীনাথধাম যাত্রা থেকে ফিরে এসে, তাঁদের আশ্রমে থাকার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ জানান। আমরা সকলে ওনাকে প্রণাম জানিয়ে ও প্রস্থানের অনুমতি চেয়ে চলে আসি সাচ্চাবাবার হৃষীকেশের আশ্রমের দিকে।

...ক্রমশঃ

—মাতৃচরণাশ্রিত স্বামী সংবেদানন্দজী

গীতা ভাবনা

(২৮)

ধর্মের ক্ষেত্রে নিজের আধারটাই বড় কথা। সব ধর্মই মানুষকে ঊর্ধ্বগামী করার চেষ্টা করেছে এবং সেজন্য নানা বিধিবিধানও দিয়েছে। কিন্তু ভগবৎদর্শনের জন্য চিত্ত শুদ্ধি না ঘটালে অবান্তর বিবাদ বাড়বে। পরের সমালোচনার আগে আত্মসমালোচনার প্রয়োজন। স্বামীজি উদাহরণে বলেছেন —

''মনে করুন, আমরা সকলেই পাত্র লইয়া একটি জলাশয় হইতে জল আনিতে গেলাম। কাহারও হাতে বাটি, কাহারও কলসী, কাহারও বা বালতি ইত্যাদি এবং আমরা নিজ নিজ পাত্রাদি ভরিয়া লইলাম। তখন বিভিন্ন পাত্রের জল স্বভাবতই আমাদের নিজ নিজ পাত্রের আকার ধারণ করিবে। ....কিন্তু প্রত্যেক পাত্রেই জল ব্যতীত অন্য কিছু নাই। ধর্ম সম্বন্ধেও ঠিক একই কথা।'' (রচনাবলী ৩য় খণ্ড ১৫৮ পৃঃ)

এই তত্ত্বটা বেদের ''একং যদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি'' (ঋগ্বেদ ১/১৬৪/৪৬) প্রভৃতি মন্ত্রে যেমন পাওয়া যায়, তেমনি গীতার ''যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে''(৪/১১) ইত্যাদি শ্লোকে, পঞ্চদশীতে, শ্রীরামকৃষ্ণের বাণীতেও পাওয়া যায়। বিবেকানন্দ নবযুগের প্রেক্ষাপটে সেই পুরাতন ঐক্যবাণীকেই শুনিয়েছেন। স্বামীজির বিভিন্ন বক্তৃতায় এই সমন্বয়ের কথা নানাভাবে বলা হয়েছে। আজকে একদল লোক মনে প্রাণে চাইলেও অপর সংস্কৃতি ও ধর্মকে মূল থেকে উচ্ছেদ করতে পারে না। শুধু অপরের ভালগুলির সঙ্গে নিজের ভালর সমন্বয় করতে পারা যায়। এটাই বিবেকানন্দের পথ।

আপাতভাবে বিবেকানন্দকে কর্মবীর, ধ্যানগম্ভীর বলে মনে হলেও তাঁর মধ্যে একটা রসিক মনও লুকিয়েছিল। বিভিন্ন বক্তৃতায় তাঁর সরস মন্তব্যগুলি এর প্রমাণ। পাশ্চাত্যের সংবাদপত্রাদি ভারতের বেদ বেদান্তের কথা, তার মহত্তর দিকগুলির কথা সেভাবে প্রচার না করলেও এখানকার নরবলি, ভ্রূণহত্যা, প্রভৃতি সংস্কারগুলিকে ফলাওভাবে প্রচার করত। ফলে ভারতীয়দের সম্বন্ধে পাশ্চাত্য মানসে একটা ঘৃণার ভাব গড়ে উঠেছিল। স্বামীজি যখন বিদেশে সনাতন ধর্মের প্রচার করছেন তখন সেই সব ভাবের মোকাবিলা করতে হয়েছে তাঁকে। একবার এক মহিলা তাঁকে প্রশ্ন করলেন — ''ভারতে নাকি কন্যা সন্তান জন্মালেই তাকে কুমীর দিয়ে খাওয়ান হয়?'' স্বামীজি বক্তার মুখের দিকে চেয়ে তাঁর বিশ্বাসের তীব্রতাকে বুঝে নিয়ে বললেন —''ঠিক বলেছেন ম্যাডাম! তাইতো আমরা ভারতের পুরুষ গর্ভধারণের দায়িত্ব নিয়েছি।'' এক কথাতেই ভ্রান্তি নিরাশ।

ইং ২০১৩ বছরটি এই মহাপুরুষের সার্ধশততম বর্ষ হিসাবে সমগ্র ভারতে উদ্‌যাপিত হয়েছে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের জন্মোৎসবে আমরা সবাই মেতেছি এবং এই উপলক্ষ্যে তাঁর সৃষ্টির বিভিন্ন দিক নিয়ে অনেক রচনা আলোচনা প্রকাশিত হয়েছে। বিবেকানন্দের চিন্তনের নানা দিককে ভারতীয় প্রেক্ষাপটে এই যুগে নতুন করে ভাববার সুযোগ এসেছে। সংঘবদ্ধ ধর্ম মণ্ডলী বা চার্চ খ্রিষ্টধর্মকে সর্বত্র প্রসারিত করেছিল কিন্তু সনাতন ধর্মের এরূপ কোনও প্রতিষ্ঠান না থাকায় সে ব্যাপ্তি পায়নি। তেমনি শুধু রামকৃষ্ণ মিশন বা মঠের উপরে এই মাহাত্মার অনুধ্যানের বগ্গা দিয়ে বসে থাকলে চলবে না, জাতীয় সংহতির কারণেই সকলকে স্বামীজিকে নিয়ে ভাবতে হবে। বেদের মাভৈঃ মন্ত্রের তিনিই তো নতুন স্মরণকর্তা।

...ক্রমশঃ

— অধ্যাপক ডক্টর উদয় চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীনিগমাত্মানন্দজীর আশ্রমে শ্রীশ্রীমা

(ইং ০১/০৯/২০১৩)

ইং ২০১৩ সালের ১লা সেপ্টেম্বর শ্রীশ্রীমা কয়েকজন ভক্তদের নিয়ে 'নিগমাত্মানন্দ' নামে এক সাধু মহাত্মার সঙ্গে দেখা করার জন্য কামারকুণ্ডু যাত্রা করলেন। দুর্গাপুর এক্সপ্রেস রোড দিয়ে গিয়ে কামারকুণ্ডু স্টেশন পার হয়ে এগোতে এগোতে ক্রমশঃ চওড়া রাস্তা সরু হতে হতে ধানক্ষেতের জমির মধ্যে দিয়ে শ্মশানের মধ্যে গাড়ী ঢুকে গেল। মোটর-সাইকেল করে দুটি ছেলে গাড়ীর আগে আগে নিগমাত্মানন্দজীর আশ্রম অবধি পথ দেখিয়েছিলেন। দুপাশে জলভরা ধানজমির মধ্যে দুর্গম সরু রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে শ্রীশ্রীবাবা মাকে জানিয়ে দেন যে এইখানেই এই সাধক জন্মেছেন ও বড় হয়েছেন।

শ্রীশ্রীমা ও শ্রীনিগমাত্মানন্দজী

আশ্রমে পৌঁছে শ্রীশ্রীমা বয়স্ক সাধুবাবাকে দর্শন করা মাত্র তাঁর অন্তরে শ্রীশ্রীবাবা আরও জানান যে এই সাধকের অনেক তপস্যা আছে। তিনি শ্রীশ্রীবাবাকে দর্শন করতে বাক্‌সাড়াতে গিয়েছিলেন। পরে নিগমাত্মানন্দজীও কথাবার্তার মধ্যে শ্রীশ্রীমাকে জানান যে তিনি বাক্‌সাড়ার লাহিড়ীবাবাকে (শ্রীশ্রীবাবাকে) দর্শন করেছেন। শ্রীশ্রীবাবার সঙ্গে তাঁর বেশী কথাবার্তা হয় নি। তাঁকে দর্শন করে প্রসাদ গ্রহণ করে তিনি বাড়ী ফিরে আসেন। আমাদের গুরুভ্রাতা বরুণদা (ডাঃ বরুণ দত্ত) জিজ্ঞাসা করায়, শ্রীশ্রীমায়ের সাক্ষাতে নিগমাত্মানন্দজী জানান যে তিনি তন্ত্র সাধনা করেছেন মোট ১৬ বছর। তার মধ্যে কামারকুণ্ডুতে পঞ্চমুণ্ডীর আসনে তিনি সাধনা করেছেন ৯ বছর আর বাকি সাত বছর তিনি বেহালা, গড়াগাছা নামক একটি জায়গায় নবম তারা পুরীর আসনে সাধনা করেছেন।

শ্মশানের মধ্যে তাঁর ঘরের অদূরেই একটি পঞ্চমুণ্ডীর আসন যেটা তিনি নিজে তৈরী করেছেন গুরুর নির্দেশে। সাধুবাবা বললেন, ''সবই তো গুরু কৃপা, গুরু পরম্পরা।''

নিগমাত্মানন্দজী তাঁর স্কুল জীবন থেকেই ক্রিয়াযোগ শিক্ষা করেছেন স্বামী পূর্ণানন্দ তীর্থের কাছে। বহুদিন তিনি তা সাধন করেন। যোগশিক্ষা হয়ে গেলে পরে তিনি আসেন তাঁর সদ্‌গুরু স্বামী নিগমানন্দপুরীর কাছে, যিনি শ্রীশ্রীসারদা মায়ের দীক্ষিত সন্তান, বেলুড় মঠে তিনি মহেশ মহারাজ নামে পরিচিত ছিলেন। এরপর সাধুবাবা জানালেন যে তাঁর সদ্‌গুরু স্বামী নিগমানন্দপুরী অনেক তপস্যা করেছেন। ছোট বেলায় স্বামী নিগমানন্দের পোলিও হওয়ায় তাঁর পা খোঁড়া ছিল এবং কথাও তিনি ঠিক মতন বলতে পারতেন না। ঠাকুরের পার্ষদ স্বামী নিরঞ্জনানন্দ গয়াতে তপস্যা করেছিলেন। সেইখানে স্বামী নিগমানন্দ গিয়ে পঙ্গু হয়ে যান। তখন সেখানে লোকেরা বলেছিলেন, রাজগীর চলে গিয়ে সেখানে কুণ্ডতে স্নান করলে তিনি ভাল হয়ে যাবেন। তখন স্বামী নিগমানন্দপুরী রাজগীর চলে যান। পরে তিনি সুস্থ হয়ে গিয়েছিলেন এবং এমন দ্রুত হাঁটতে পারতেন যে নিগমাত্মানন্দজীর ২২ বছর হওয়া সত্ত্বেও তিনি যখন রাজগীরে দুর্গাপূজা করতে গিয়েছেন তখন তাঁর সদ্‌গুরুর হাঁটার সাথে তাল রাখতে গিয়ে তাঁকে দৌড়তে হয়েছিল। স্বামী নিগমানন্দপুরী এই সাধুবাবাকে নিজে থেকে বীজমন্ত্র দান করে দীক্ষা দিতে চাইলে নিগমাত্মানন্দজী বলেছিলেন,''আপনি যদি মনে করেন, দিন।'' ইং ১৯৫৮ সালের ৪ঠা জানুয়ারী তিনি স্বামী নিগমানন্দপুরীর কাছে দীক্ষা প্রাপ্ত হন। সেই থেকে শুরু হয়েছিল তাঁর সদ্‌গুরুর সাথে পথ চলা। সেখানে আলমারী থেকে বই পড়ে জানতে পারেন যে স্বামী নিগমানন্দপুরীর তান্ত্রিক গুরু, যোগী গুরুর সব বই আছে। সেই দিনই তিনি পড়াশোনা করে বিকেলে গিয়ে স্বামী নিগমানন্দপুরীর কাছে তন্ত্রবিদ্যা শেখার আগ্রহ প্রকাশ করেন। তখন স্বামী নিগমানন্দ সেই বিদ্যা দান করতে নারাজ হন কারণ সেটি নেওয়ার আগে মা-বাবার অনুমতি দরকার হয়। সেই কঠোর বিষয়বস্তু শেখার আগে সংসার ছেড়ে গুরুগৃহে চলে আসতে হয়। এরপর সদ্‌গুরুর কথা মান্য করে নিগমাত্মানন্দজী গৃহে ফিরে এলেন, পিতা-মাতার অনুমতি চাইতে। তাঁর পিতাও সাধন-ভজন করতেন। আদ্যাপীঠ ও গৌড়ীয় মঠে যাতায়াত করতেন। তখন নিগমাত্মানন্দজীর বাবা তাঁকে অনুমতি দেননি, তবে আশীর্বাদ করেছিলেন এই বলে যে, ''তুই একদিন সব শিখে যাবি। ধৈর্য্য ধরে থাক, আর যেটুকু শিখেছিস, সেইটুকু ভালো করে অনুশীলন কর।'' এই করতে করতে কিছুদিন বাদে তাঁর বাবা বারাণসীতে সলিল সমাধি লাভ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন ও পরে বারাণসীতে দেহ রাখেন। নিগমাত্মানন্দজীর সাধনা করার ইচ্ছে ক্রমশঃ

বাড়তে লাগল। একটা ক্রোধ উঠলো তাঁর মনে — কে তাঁকে নিরসন করবে? নিগমাত্মানন্দজীর মা বলেছিলেন তাঁকে - ''কদমতলায় বাজায় বাঁশী, সেই তো আমার এলোকেশী।'' তবে তাঁর মা প্রণালীটা জানতেন না, কিন্তু আধ্যাত্মিক পথে সাহায্য করেছেন।

কিছুদিন বাদে শ্রীশ্রীশ্যামাচরণ লাহিড়ীবাবা বিদেহী অবস্থায় একদিন আবির্ভূত হয়ে নিগমাত্মানন্দজীকে কিছু কৃপা করলেন। সেই পথ ধরে চলতে চলতে তিনি একদিন নবমতারা পুরীর সন্ধান পেলেন তাঁর এক মাস্টার মশাইয়ের কাছ থেকে। লম্বা হল-ঘরে নবমতারা পুরী বসেছিলেন আসনের উপরে। যেই নিগমাত্মানন্দজী সেই ঘরে পদার্পণ করলেন চৌকাঠের উপরে, অমনি নবমতারা পুরী বলে উঠেছিলেন, ''ওইরে! এসে পড়েছে।'' তখন নবমতারা পুরীর সাথে যারা বসেছিল, তাদের তিনি বললেন — ''সেই তোদের বলেছিলাম বগলা পুজোর সময় যে তোরা এগার জন প্রতীক্ষা করছিস্, আমার বারোজন শিষ্য অভিষিক্ত হবে, — ওই ছেলেটা!'' নিগমাত্মানন্দজী নবমতারা পুরীকে প্রণাম করে সেখানে বসলেন। তারপর থেকেই তাঁর শেখা শুরু হল। নবমতারা পুরীর জীবৎকালে সাত বছর নিগমাত্মানন্দজী সাধনা করেছিলেন। তারপর তিনি যা দিয়ে গেছেন, সেটা অভ্যাস করেছেন। মোট ষোলো বছর তিনি কালী, তারা, ষোড়শী, বগলা মায়ের সাধনা করেন। তাঁর গুরু তাঁকে বলেছিলেন যে,''রোজ প্রার্থনা করবি, জপ ছাড়বি না। 'তারা'কে ভালো করে ধরবি। দেখবি 'তারা' সব যোগাড় করে দেবে।''

নিগমাত্মানন্দজী প্রায় প্রত্যেক শ্মশানেই ঘুরেছেন। তিনি দশমহাবিদ্যার মধ্যে তিনটি মহাবিদ্যা, (কালী, তারা, ষোড়শী) সাধনা সব শ্মশানে শ্মশানে ঘুরেই করেছেন। তারপর পঞ্চমুণ্ডীর আসন প্রতিষ্ঠা করার আগে গুরুর সাক্ষাতে পঞ্চতপা যজ্ঞ করেছেন। তাঁর গুরু আসনে এসে আহুতি দিয়ে তাঁকে জড়িয়ে ধরে আশীর্বাদ করে গেছেন। ওনার তান্ত্রিক গুরুর খুব আনন্দ হয়েছিল। তাঁর গুরু তাঁকে কৃপা করে বলে গিয়েছিলেন যে, ''তুই শেষ পর্য্যন্ত যাবি।''

নিগমাত্মানন্দজী জানালেন যে সাত বছর আগে তাঁর stroke (cerebral thrombosis) হওয়ায় তিনি দুই চোখেরই দৃষ্টি শক্তি হারান। নিগমাত্মানন্দজী বিশ্বাস করেন যে তাঁরই একটা ভুলে তিনি দুই চক্ষুর দৃষ্টিই হারিয়েছেন। কিছু বছর আগে একজন এসে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের সমালোচনা করছিল। মহাপ্রভুর নিন্দা সহ্য করতে না পেরে নিগমাত্মানন্দজী তাকে রেগে গিয়ে বলেছিলেন, ''এক লাথি মারবো।'' তাকে কু-কথা বলার কর্মফলের আগুনে তিনি পতিত হয়ে গেছেন বলেই তাঁর ধারণা। তাই তিনি দৃষ্টি হারিয়েছেন। এইসব কথা বলার পর তিনি তাঁর আশ্রমের কিছু লোকজনের সাহায্যে শ্রীশ্রীমাকে বরণ করলেন। শ্রীশ্রীমাও তাঁকে বস্ত্র, বিস্কুট ও তাঁর মন্দিরের ঠাকুরের ভোগের জন্য ফল দিলেন। নিগমাত্মানন্দজী শ্রীশ্রীমায়ের ভালোবাসা পেয়ে শিশুর মতন খুশী হলেন। তাঁর আশ্রমে রাধাকৃষ্ণের মূর্তি ও শ্রীচৈতন্যদেবের মূর্তি দেখে জানা গেল যে তিনি তন্ত্র সাধনার পরে প্রেমময় রাধাকৃষ্ণের সাধনা করে চলেছেন। সেই নিয়েই তিনি এখন আছেন।

নিগমাত্মানন্দজী নয়জন গুরুর থেকে সাধনা প্রাপ্ত হয়েছেন। ছোটবেলায় তাঁর মা তাঁকে 'রাম' মন্ত্রে দীক্ষা দিয়েছেন। সেই দীক্ষার ফল তিনি প্রমাণ পেয়েছিলেন পরে। ছোটবেলায় বাঁশবনের মধ্যে দিয়ে যাবার সময় তিনি খুব শেয়ালের ভয় পেতেন। তখন তাঁর মা তাঁকে বলেছিলেন — ''বনের মধ্যে দিয়ে যাবার সময় রাম নাম স্মরণ করবি, তাতে শেয়ালেরা কোন দিনও কামড়াবে না।'' নিগমাত্মানন্দজী তাতে ফল পেয়েছিলেন।

নিগমাত্মানন্দজীর বাবা যখন সমাধি অবস্থায় ছিলেন তখন তাঁকে তিনি ব্রহ্মমন্ত্র দান করেছিলেন। নিগমাত্মানন্দজী যেখানে বসেছিলেন সেইখানে একটি দেওয়ালে দুই-তিনটে তাকে অনেক হোমিওপ্যাথি ওষুধের বোতল রাখা আছে দেখে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে জানা যায় যে তাঁর হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা বিষয়েও ভালো জ্ঞান আছে। অনেক লোকই তাঁর কাছ থেকে হোমিওপ্যাথি ওষুধ নিয়ে যান। তাঁকে সাহায্য করেন ওই গ্রামেরই লেখাপড়া জানা একটি চাষীর মেয়ে, নাম রূপা। নবমতারা পুরীর কাছ থেকে তিনি কবিরাজী শিক্ষাও লাভ করেছিলেন। নিগমাত্মানন্দজী জানালেন যে তিনি গৃহস্থ জীবনও যাপন করেছেন। তিনি চাকুরী করেছেন, স্কুলে মাস্টারও ছিলেন।

নিগমাত্মানন্দজী যখন জানালেন যে তিনি বাক্সাড়ার লাহিড়ীবাবার দর্শন লাভ করেছেন, তখন শ্রীশ্রীমা সাধুবাবাকে জানালেন যে ওই বাক্সাড়ার লাহিড়ী বাবাই ওনার সদ্গুরু, যিনি সব জ্ঞানই প্রাপ্ত - বেদান্ত, তন্ত্র সব। শ্রীশ্রীবাবার তন্ত্রসাধনার গুরু আরামবাগের তারাপদ বাচস্পতি মহাশয়ের নাম শ্রীশ্রীমা বললেন। হিমালয়ে শ্রীশ্রীবাবার ২৮ বছর সাধনা ও নাঙ্গাবাবার নাম শ্রীশ্রীমা নিগমাত্মানন্দজীকে জানালেন। শ্রীশ্রীমা বললেন যে শ্রীশ্রীবাবা তন্ত্রের চৌষট্টিভাগ সম্পূর্ণ রূপে সাধনা করেছিলেন। শ্রীশ্রীমা তাঁর বেদান্ত সাধনা,

সমাধিপাদ লাভ, দশমহাবিদ্যা সাধনা ও তারপর জগৎ কল্যাণমূলক কর্মের কথা জানালেন সাধুবাবাকে। নিগমাত্মানন্দজী দুঃখ করে বললেন শ্রীশ্রীমাকে —"আমি তো দেখতে পাই না, আপনি এলেন —।" শ্রীশ্রীমা তখন জানালেন —"ঠাকুরকে বলেছি তোমাকে আমার দর্শন করাতে। ঠাকুর ঠিক তোমাকে দর্শন করিয়ে দেবেন।"

সাধুবাবা নিগমাত্মানন্দজী শ্রীশ্রীমায়ের আশ্রমের কথাও বিশদভাবে জানতে পারলেন। নিগমাত্মানন্দজীকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি জানালেন যে তিনি খুব বিচার করে অল্প দীক্ষা দেন। নিগমাত্মানন্দজী বললেন —'দীক্ষা নিতে যে এলো তাকে নিয়ে আমি কয়েকদিন ধরে চিন্তা করি। দৈবাদেশে আমার বুকের মধ্যে অকস্মাৎ চেতনার আভাস প্রকাশিত হলে তখন বুঝি যে দীক্ষা প্রার্থী আমার পূর্ব পরিচিত অথবা তাকে দীক্ষা দান করা যাবে। এই দীক্ষাদানের উপায়টি আমার বাবা আমায় শিখিয়েছিলেন। এরপর শ্রীশ্রীমা তাঁর নিজের জীবনের ও শ্রীশ্রীবাবার অনেক কথা সাধুবাবাকে জানালেন। সূক্ষ্মলোক ও মহাত্মাদের কথা বললেন। স্থূল জগতে তাঁর কর্মের কথাও বললেন শ্রীশ্রীমা। মহাবতার বাবার কথা, নাঙ্গাবাবার কথা ও ধীরে ধীরে মায়ের অল্প অল্প করে প্রকাশ কিভাবে হল, সে কথা শ্রীশ্রীমা বললেন।

কথাবার্তার পর নিগমাত্মানন্দজীর আশ্রমে শ্রীশ্রীমাকে ও তাঁর ভক্তশিষ্যদের বহুপদ সাজিয়ে ভোগ নিবেদন করলেন। অত্যন্ত গরমে মাঝখানে লোডশেডিং হবার পরে এক থালা মিষ্টি ও তারপর ভোগ পরিবেশন করা হলে, শ্রীশ্রীমা তাঁর সন্তানদের সঙ্গে অনেক রসিকতাও করলেন। নিগমাত্মানন্দজীর ঘরের পাশেই ওনার বাবা মায়ের সমাধি মন্দির অবস্থিত। সেখানে আঁদ্যামায়ের ছবি ও নিগমাত্মানন্দজীর গুরুদেবদের ছবি রাখা আছে। প্রাচীন শ্মশানের মাঝে সমাধি মন্দিরের পরিবেশটি একটু বিশেষ রকম।

সব শেষে শ্রীশ্রীমা নিগমাত্মানন্দজী ও তাঁর আশ্রমের লোকজনদের তাঁর শিবরামপুর আশ্রমে আসার আমন্ত্রণ জানিয়ে বিকেল চারটে নাগাদ সকলের সঙ্গে তাঁর আশ্রমে ফিরে আসলেন। নিগমাত্মানন্দজীকে দর্শন করে আমাদের এটিই আশ্চর্য্য লাগলো যে দুটি চোখে দৃষ্টি না থাকা সত্ত্বেও তাঁর মধ্যে এক অনাবিল আনন্দের প্রকাশ এবং শান্ত সমাহিত ভাব সর্বদাই লক্ষ্য করা গেল।

— মাতৃচরণাশ্রীতা শ্রীমতী সঙ্ঘমিত্রা চক্রবর্ত্তী

গুরুগীতা

(মূল, অন্বয়, বঙ্গানুবাদ যৌগিক ও সাধারণ অর্থ সম্বলিত)

যোগীরাজ শ্রীহরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

(১৩)

গুরুরাদিরনাদিশ্চ গুরুঃ পরমদৈবতম্।
গুরোঃ পরতরং নাস্তি তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।। ৪৭

গুরুঃ আদিঃ (সৃষ্টেরাদিঃ) অনাদিশ্চ (তস্য আদির্নাস্তি তস্মাৎ অনাদিঃ), গুরুঃ পরমদৈবতং, গুরোঃ পরতরং নাস্তি, তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।। ৪৭

গুরু আদি পুরুষ (সৃষ্টির আদি, অর্থাৎ তাঁহা হইতে সৃষ্টজগতের উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া তিনি আদিপুরুষ, তিনি সৃষ্টির বহির্ভূত বলিয়া তিনি অনাদিপুরুষ (সৃষ্টি উৎপন্ন ফল বলিয়া সৃষ্টিমধ্যে কারণ ও কারণ ফল সম্বন্ধে বিচার হয়, পরন্তু কারণফলের পরপারে কেবল মাত্র কারণই অবশিষ্ট থাকে বলিয়া কারণের কারণ কিছু হইতে পারে না বলিয়া তিনি অনাদি (মূলং মূলাভাবাৎ অমূলং মূলম্ — সাংখ্য, অপি চ গীতা ১১ অঃ, ১৯ এবং ৩৮ শ্লোক দেখ); তিনি পরমদৈবত (গুরু সকল দেবতার পরপারে আছেন বলিয়া তিনি পরমদৈবত (কৃষ্ণায়ত্তঞ্চ তদ্দৈবং স দেবাৎ পরতস্ততঃ — ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ গণেশখণ্ড দেখ; অর্থাৎ কৃষ্ণরূপী পুরুষের আয়ত্তে যাহা কিছু কার্য্য হইতেছে, তাহাই দৈবকার্য্য বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয়, পরন্তু তিনি দৈবের পরপারে আছেন সুতরাং তিনি পরমদৈবত — দূর হইতে তাঁহাকে কূটস্থগুহারূপ কৃষ্ণকায় পুরুষ বিন্দুরূপে দেখা যায়, পরন্তু গুহামধ্যে প্রবেশ করিলে তাঁহাকে রূপাতীত বলিয়া প্রতীয়মান হয়); অতএব দৈবরূপ বলিয়া যাহা কিছু জীবচক্ষে প্রতীয়মান হয় তাহা গুরুর প্রকৃত রূপ নহে এবং গুরুর প্রকৃত রূপ অবগতির জন্যই এই সাধনক্রিয়া। গুরুর পরপারে আর কিছু মনের দ্বারা গ্রহণ করিবার নাই, কারণ মনও তাঁহাতে গিয়া লয় হয়; এমত গুরুকে নমস্কার।। ৪৭

ধ্যানমূলং গুরোর্মূর্ত্তিঃ পূজামূলং গুরোঃ পদম্।
মন্ত্রমূলং গুরোর্ব্বাক্যং মোক্ষমূলং গুরোঃ কৃপা।। ৪৮

গুরোঃ মূর্ত্তিঃ ধ্যানমূলং, গুরোঃ পদং পূজামূলং, গুরোঃ বাক্যং মন্ত্রমূলং, গুরোঃ কৃপা মোক্ষমূলম্।। ৪৮

কূটস্থপদে প্রকাশিত গুরুর রূপ, উহাই গুরুভাব প্রাপ্তি উদ্দেশ্যে ধ্যানের মূল-স্বরূপ; হংসরূপ গুরুপদের পূজা (অর্থাৎ বায়ু সাধনরূপ ক্রিয়া) উহাই পূজার মূল (অর্থাৎ গুরুলাভোদ্দেশে তৎসাধনই পূজার ব্যবস্থা হইতেছে); গুরুর বাক্যে (অর্থাৎ ওঁকাররূপ জপক্রিয়া যাহা গুরু দিয়াছেন) উহাই জপের মূল; এবং সর্ব্ব প্রকার সাধন শেষে গুরুর কৃপা হয়, অর্থাৎ তখন শিষ্য সব শক্তি গুরুকে অর্পণ করিয়াছে এবং অহংভাবে নিজস্ব কিছু নাই বলিয়া, গুরুকৃপাবলে যাহা কিছু হইতেছে, তখনই জীব মুক্ত বলিয়া বুঝিতে হইবে। জগৎ সম্পর্ক অহং বোধে নিজস্বের ধারণা হয়, তাহা যখন ঘুচিল, তখনই জীবসত্তা লুপ্ত হইল, জগৎ সম্পর্কও ঘুচিল - জীব মুক্ত হইল।। ৪৮ *...ক্রমশঃ*

(কলিকাতা—আদিনাথ-আশ্রম হইতে প্রকাশিত ও সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত)

যৌগিক চেতনায় শ্রীশ্রীচণ্ডীতত্ত্ব

ত্রয়বিংশ পর্য্যায়—

শ্লোক :— *ত্বং শ্রীস্ত্বমীশ্বরী ত্বং হ্রীস্ত্বং বুদ্ধির্ব্বোধ লক্ষণা।*
লজ্জা পুষ্টিস্তথা তুষ্টিস্ত্বং শান্তিঃ ক্ষান্তিরেব চ।।৫৮।।

বাংলা শ্লোকার্থ :— মা! তুমিই লক্ষ্মী, তুমিই ঈশ্বরী, দুষ্কর্ম জনিত আত্মগোপন ইচ্ছারূপিণী তুমিই হ্রী। তুমি বুদ্ধি এবং শুদ্ধবোধ স্বরূপা। লজ্জা, পুষ্টি, তুষ্টি, শান্তি এবং ক্ষমাও তুমি।

যৌগিক ব্যাখ্যা :— মহামায়া জগতজননী সমষ্টি রূপা মহতী প্রকৃতি হয়েও ব্যষ্টি প্রকৃতিরূপে সর্বজীবে বিরাজিতা ইহাই এই স্তোত্রে পরিস্ফুট হয়েছে। তিনি জীবের সৌভাগ্যরূপিণী শ্রী, প্রভুত্ব আধিপত্যরূপিণী ঈশ্বরী, অসৎকর্ম জনিত আত্মগোপনেচ্ছা স্বরূপা হ্রী এবং তিনিই সকলের বুদ্ধি শুদ্ধবোধ, লজ্জা, পুষ্টি, তুষ্টি ও শান্তি-স্বরূপা। মহামায়ার এই সমস্ত গুণে ভূষিত হয়ে যোগীসাধক দিব্যভাবে অধিষ্ঠিত হতে পারেন। সাধনাহীন সংসার মায়ায় বদ্ধ মানুষ এই সমস্ত দিব্যগুণাবলী থেকে বঞ্চিত হয়ে অহংভাবে কামনা-বাসনা চরিতার্থ করে নিম্ন চেতনা সম্পন্ন হয়ে পশুবৎ জীবনযাপন করে এবং তাদের অধোগতিকে ত্বরান্বিত করে।

শ্লোক :— *খড়্গিনী শূলিনী ঘোরা গদিনী চক্রিণী তথা।*
শঙ্খিনী চাপিনী বাণ ভুশুণ্ডী পরিঘায়ুধা।।৫৯।।

বাংলা শ্লোকার্থ :— তুমি খড়্গ, ত্রিশূল, শঙ্খ, চক্র, গদা ধারিণী। তুমি ঘোরা — এক হাতে নরমুণ্ড। তোমার হস্ত ধনুর্বাণ, ভুশুণ্ডী ও পরিঘা অস্ত্র শোভিত।

যৌগিক ব্যাখ্যা :— আমরা পার্থিব জগতে শুধু মায়ের দয়া করুণা ও আশীষ পেতেই আগ্রহী। তাই অপরাধ করেও আশা করি মা যেন স্নেহ বশে আমাদের অপরাধ ক্ষমা করেন। কিন্তু শাসন করা তারই সাজে স্নেহ মমতায় আদর করে যে। তাই আমাদের উপলব্ধি করতে হবে মায়ের শাসনের মধ্যে সন্তানের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল কামনা নিহিত আছে। তিনি সন্তানের অমানবিক প্রকৃতি ও দোষ ত্রুটি সংশোধনের জন্য বিভিন্ন অস্ত্রে সজ্জিতা হয়ে আবির্ভূতা হন। জীবের ভোগ লালসাকে নাশ করার জন্য একদিকে যেমন তিনি খড়্গ ধারিণী, অহঙ্কার চূর্ণ করার জন্য তিনি শূলধারিণী, ভ্রষ্টাচার প্রতিহত করার জন্য তিনি সকল রিপুনাশিনী নৃমুণ্ডধারিনী ঘোরা রূপে আবির্ভূতা। তেমনি অসৎকর্ম নিবারণে তিনি চক্রধারিণী, অমঙ্গল নাশে শঙ্খধারিণী, বিপদকালে ও রোগ বিনাশে ধনুর্ধারিণী, দুর্ঘটনা জনিত যাতনা লাঘবে বাণ, ভুশুণ্ডী, লৌহ গদা ধারিণী রূপে প্রকাশিত হন। অর্থাৎ, সামগ্রিকভাবে সন্তানের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল ও দোষ-ত্রুটি সংশোধনে জগতজননী এই শাসনকর্তৃর ভূমিকা সত্যই মমতাময়ী মায়ের বিশেষ রূপের পরিচয়।

...ক্রমশঃ

—অধ্যাপক শ্রীহরপ্রসাদ রায় (অবসরপ্রাপ্ত)
বহরমপুর কলেজ, মুর্শিদাবাদ

শ্রদ্ধাঞ্জলি

শ্রীমৎ স্বামী হরিহরানন্দ, পাহাড়ীবাবার শিষ্য স্বামী দয়ানন্দ গিরি মহারাজের সঙ্গে শ্রীশ্রীমায়ের প্রায় ১৫ বছরের সম্পর্ক। শ্রীশ্রীমায়ের সান্নিধ্যে তিনি সুদীর্ঘকাল উন্নতমানের ক্রিয়াযোগ সাধনা শিক্ষা করতেন বলে শ্রীশ্রীমা তাঁকে 'নাড়ুগোপাল' বলে সম্বোধন করতেন। তিনি ছিলেন আমাদের সবার প্রিয়। বিগত ৬-ই ডিসেম্বর ভোরে তাঁর সজ্ঞান প্রয়াণে আমরা অতীব দুঃখিত ও শোকাহত হই। তাঁর প্রতি জানাই আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ভালবাসা।

নিরুক্তশাস্ত্রের দৃষ্টিতে বৈদিক দেবতার স্বরূপ আলোচনা

ষষ্ঠবিংশপর্য্যায় — (ঊর্বশী)

বৈদিক সাহিত্যে গন্ধর্ব ও অপ্সরারা প্রধান ভূমিকা পালন না করলেও দেব-তালিকায় স্থান পেয়েছেন। তারমধ্যে ঊর্বশীর কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কারণ গৌণ দেবতাদের মধ্যে তিনি আবার স্ত্রী দেবতা। ঊর্বশী নামটি ঋগ্বেদে দুইবার উচ্চারিত হলেও একটি মাত্র সম্পূর্ণ সূক্তে আমরা পুরুরবার সঙ্গে তাঁকে কথোপকথন করতে দেখেছি। ঋগ্বেদের এই সূক্তটি (১০/৯৫) নানা কারণেই পণ্ডিতদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। প্রথমতঃ ঊর্বশীর কথা ঋগ্বেদ থেকে শতপথ ব্রাহ্মণ, পুরাণ হয়ে কালিদাসের নাটকেও স্থান পেয়েছে। কাজেই বৈদিক যুগের পরবর্তী সময়েও ঊর্বশী পণ্ডিতদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। পুরুরবা-ঊর্বশী সূক্তটি ঋগ্বেদে যে গুটিকয়েক আখ্যানসূক্ত আছে তার মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ। এই আখ্যানে কিছু যৌনতার কথা থাকলেও অসাধারণ নাটকীয়তা বর্তমান এবং যজ্ঞতত্ত্বের সাঙ্কেতিক ব্যাখ্যা হিসাবেও ভারতীয় ধারা সূক্তটির নানা অংশের আলোচনা করেছে। পণ্ডিতেরা পুরুরবা ও ঊর্বশীকে দ্যুস্থানীয় দেবতা বলে মনে করেন।

পাশ্চাত্য পণ্ডিত ম্যাক্সমূলর ঊর্বশীকে ঊষার রূপভেদ বলে মনে করতেন তাঁর Selected Essays গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে তিনি লিখেছেন - 'I therefore accept the common Indian explanation by which this name is derived from uru, wide...uru-asi frequent epithet of the dawn uruki'। বস্তুত পক্ষে ম্যাক্সমূলরের এই ব্যাখ্যা যাস্কের নিরুক্ত ব্যাখ্যার একটা অংশমাত্র। আমরা ঊর্বশী ও পুরুরবা উপাখ্যানের তাৎপর্য আলোচনার আগে বেদ ও পুরাণে তাঁদের সম্পর্কে কিরূপ আলোচনা পাওয়া যায় সেই তথ্যের মধ্যে প্রবেশ করতে চাই।

ঋগ্বেদের ১০/৯৫ সূক্তের ব্যাখ্যায় পুরুরবা ও ঊর্বশীকে এই সূক্তের ঋষি ও দেবতা হিসাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই কারণ অনেক মন্ত্রের ক্ষেত্রেই দেবতা ও ঋষিকে এক বলে ব্যাখ্যা করার ধারা পাওয়া যায়। পুরুরবা ও ঊর্বশীর কথোপকথনাত্মক ১৮টি মন্ত্র সূক্তটিতে আছে। সূক্তে দেখি বারবছর পুরুরবার সঙ্গে বাস করার পরে এবং তাঁদের সন্তান উৎপন্ন হবার পরে ঊর্বশী পুরুরবাকে ত্যাগ করে চলে যাচ্ছেন। পরুরবা আকুলভাবে তাঁর কাছে থেকে যাবার জন্য প্রার্থনা করছেন। পুরুরবার কোন যুক্তিই ঊর্বশীকে ছুঁতে পারল না, তিনি পুরুরবাকে প্রত্যাখ্যান করে চলে গেলেন। চলে যাবার সময় ঊর্বশী পুরুরবার বিরুদ্ধে কোন প্রকার অবহেলার কথা বলেন নি। সুকুমার সেন প্রশ্ন তুলেছেন - 'ঊর্বশী কি পাথর হৃদয়ের কোন বৈদেশিক নায়িকা! ভারতীয় নারী স্বামীর এরূপ আকুল আহ্বানে সাড়া না দিয়ে থাকতে পারে কি?'

যাবার আগে পুরুরবা ঊর্বশীকে বলেছেন — 'হে পত্নি! তোমার চিত্ত কি নিষ্ঠুর! অতি শীঘ্র চলে যেও না। আমাদের দুই-জনেরই কিছু কথা বলা উচিৎ। এখন যদি মনের কথা না বলা হয়, তাহলে ভবিষ্যতে তা সুখের হবে না' (ঋগ্বেদ ১০/৯৫/১)। ঊর্বশী নিষ্ঠুরভাবে সেই অনুনয় প্রত্যাখ্যান করে জানালেন — 'তোমার সঙ্গে আর কথা বলে কি হবে? আমি প্রথম ঊষার মত চলে এসেছি। হে পুরুরবা তুমি নিজের গৃহে ফিরে যাও। বায়ুকে যেভাবে ধরা যায় না, তেমনি ভাবে তুমিও আমাকে ধরে রাখতে পারবে না' (ঋগ্বেদ ১০/৯৫/২)। পুরুরবা নিজে মানুষ হয়ে যখন অপ্সরাদের দিকে অগ্রসর হলেন তখন তারা আপন রূপ পরিত্যাগ করে হরিণ যেমন ভয় পেয়ে দ্রুত পালায়, রথে ঘোড়া জুড়লে সে যেমন দ্রুত ছোটে সেভাবে দ্রুত পালিয়ে গেল। ঊর্বশী নিজের শরীর দেখাল না। ঊর্বশী অত্যন্ত নাটকীয়ভাবে বলেছে - 'স্ত্রীলোকের প্রণয় স্থায়ী হয় না। স্ত্রীলোকের হৃদয় আর চিতাবাঘের (বৃকের) হৃদয় একই রকম। ঊর্বশী পুরুরবাকে অনেক যন্ত্রনা দিয়ে শেষে তাকে পরিত্যাগ করেছে।

শতপথ ব্রাহ্মণে (১১/৫/১) পুরুরবা কাহিনী আরো কিছুটা নতুন রূপ পেয়েছে। ঊর্বশী নামক অপ্সরা কামনা করে পুরুরবাকে পেয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে শর্ত ছিল যে রাজা পুরুরবা কখনো তাঁর নগ্নরূপ ঊর্বশীকে দেখাবেন না। ঊর্বশীর খাটের পায়ার সঙ্গে তাঁর পোষা মেষশিশু বাঁধা থাকত। একদা রাত্রে সে দুটি চুরি হয়ে যাওয়ায় ঊর্বশীর অনুরোধে পুরুরবা চোরেদের পশ্চাৎধাবন করলেন। দ্রুত গতিতে ছোটার জন্য তার বস্ত্র কখন খসে গেছে সেকথা টেরও পান নি। ঊর্বশীও মুক্ত প্রান্তরে পুরুরবার অন্বেষণ করছিলেন। এমন সময় বিদ্যুৎ ঝলকের তীব্র আলোয় ঊর্বশী পুরুরবাকে দেখলে শর্তভঙ্গ হবার কারণে পুরুরবাকে পরিত্যাগ করেন।

বৈদিক সাহিত্যের পরবর্তী কালের রচনা শৌনকের 'বৃহদ্দেবতা' গ্রন্থে এই কাহিনী আরো পল্লবিত হয়েছে। এই গ্রন্থটিতে পুরাণের আখ্যান দানা বেঁধেছে বলে পুরাণের মত

আখ্যানবিন্যাস পরিলক্ষিত হয়। পুরুরবা ও উর্বশী যখন সুখে বসবাস করছিলেন তখন ইন্দ্র ঈর্ষান্বিত হয়ে মেষ চুরির ঘটনাটা ঘটান এবং তাঁরই আদেশে বজ্র উর্বশীর কাছে পুরুরবার রূপ প্রকাশ করে দিয়েছিল। পুরুরবা উর্বশীর বিরহে পাগল হয়ে যখন সর্বত্র তাঁকে অন্বেষণ করছেন তখন একটা সরোবরে পঞ্চসুন্দরীর সঙ্গে জলক্রীড়ায় রত দেখে তাঁকে আবার সংসারে ফিরে আসতে বললেন কিন্তু এখানেও উর্বশী জানালেন — 'আমাদের মিলন সম্ভব নয়, তুমি আমাকে আবার স্বর্গে ফিরে পাবে'।

আখ্যানের বাহ্যিক ধারাটা কিভাবে পুরাণেতিহাসে পল্লবিত হয়েছিল সেই আলোচনা আমরা পরে ক্রমশঃ উপস্থাপিত করব। এখন এই আখ্যানের একটা তাৎপর্য অনুসন্ধান করা যেতে পারে। রমেশ চন্দ্র দত্ত এই উপাখ্যানের তাৎপর্য সন্ধান করতে গিয়ে জানিয়েছেন — উর্বশী পুরুরবার সঙ্গে কিছুকাল বাস করলেও তাঁকে উর্বশীকে পরিত্যাগ করতেই হয়, কারণ উর্বশীর আদি অর্থ উষা এবং পুরুরবার আদি অর্থ সূর্য। সূর্য উদিত হলে উষা আর থাকতে পারে না। তাই উর্বশীর সঙ্গে পুরুরবার চির-মিলন সম্ভব নয়। প্রাকৃতিক তত্ত্বকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ঋগ্বেদের অনেক স্থলেই এরূপ কথা এসেছে। উষা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে আমরা দেখিয়েছি যে ঋগ্বেদের ঋষি বলেছেন, 'প্রেমিক যেভাবে প্রেমিকাকে অনুসরণ করে কিন্তু কখনো ধরতে পারে না তেমনি সূর্যও প্রেমিকা উষাকে ধরতে পারছে না'।

উর্বশী শব্দের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে নিরুক্তকার যাস্ক বলেছেন - 'উর্বশ্যপ্সরা উর্বভ্যশ্নুত উরুভ্যামশ্নুত উরুর্বা বশোহস্যাঃ' (নিরুক্ত ৫/১৩/১)। এই শব্দটি অনবগত সংস্কার হলেও তাকে তিন ভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে নিরুক্তে। উর্বশী শব্দের ব্যুৎপত্তি 'উরু' অর্থাৎ 'মহৎ যশ ব্যাপ্ত করে', অর্থাৎ মহাযশের অধিকারিণী। দুর্গাচার্য তাই টীকায় লিখেছেন - 'উরু মহদ্ যশোহভিব্যাপ্নোতীতি'। স্কন্দস্বামী আবার উরু + অশ্ ধাতু থেকে নিষ্পন্ন উর্বশিনী থেকে উর্বশী শব্দ গঠিত বলে মনে করেন। পুরুরবা শব্দ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে যাস্ক বললেন - 'পুরুরবা বহুধা রোরূয়তে' (১০/৪৬/৪)। পুরু পূর্বক রু ধাতু থেকে পুরুরবস্ অর্থাৎ বহুপ্রকার শব্দ বার বার করে থাকে। স্কন্দস্বামী এখানকার ব্যাখ্যায় পুরুরবাকে প্রাণবায়ু বলেছেন (বিজ্ঞায়তে হি বায়ুঃ প্রাণ এব পুরুরবা ইতি)। আরো একটু ব্যাখ্যা করে জানালেন পুরুরবা মেঘধ্বনিরূপ শব্দ উৎপন্ন করে (স্তনয়িত্নুলক্ষণং শব্দং করোতীতি)। যাস্ক তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলের নিম্নলিখিত মন্ত্রটি উদ্ধৃত করেছেন —

'সমস্মিঞ্জায়মান আসত গ্না উতেমবর্দ্ধন্নদ্যঃ স্বগূর্ত্তা।
মহে যত্ত্বা পুরূরবো রণায়াবর্দ্ধয়ন্ দস্যুহত্যায় দেবাঃ'।। (ঋগ্বেদ ১০/৯৫/ ৭)

অর্থাৎ, পুরুরবা যখন জন্মগ্রহণ করলেন, দেব মহিলারা দেখতে এল, নিজ ক্ষমতায় যারা গমন করে সেই নদীরা পর্যন্ত সংবর্ধনা করল। 'হে পুরুরবা! দেবতারা দস্যু বধ উপলক্ষ্যে তোমাকে তুমুল যুদ্ধে পাঠাবার জন্য সম্বর্ধনা করতে লাগলেন।' এর তাৎপর্যার্থ হল - 'মরুদ্‌গণ দুর্ভিক্ষাদি দস্যু হত্যার জন্য মেঘের সঙ্গে যখন যুদ্ধ হচ্ছিল তখন পুরুরবাকে সংবর্ধনা করেছিলেন। তখন যেহেতু নদী, পুকুর প্রভৃতির জল বৃদ্ধি পায় তাই নদী প্রভৃতিরা তাঁকে সংবর্ধনা করেন।' রমেশ দত্ত এবং ম্যাক্সমূলর পুরুরবার অর্থ করেছেন সূর্য। বায়ু যেমন গর্জন করে বা শব্দ করে তেমন সূর্যের প্রচণ্ড কিরণও একপ্রকার অব্যক্ত শব্দ করে। পুরুরবা ও উর্বশীকে সূর্য এবং উষা হিসাবে ব্যাখ্যার পিছনে ঋগ্বেদের ১০/৯৫/১০ মন্ত্রটির কথা বলা হয়ে থাকে যেখানে পুরুরবা বলেছেন, 'আমি বসিষ্ঠ (সূর্য), অন্তরিক্ষ পূর্ণকারিণী আকাশপ্রিয়া উর্বশীকে (উষাকে) আমি আলিঙ্গন করছি'।

পূর্বোক্ত আখ্যানসূক্তটিতে পুরূরবাকে 'ঐল' বলা হয়েছে। আপ্রীসূক্ত থেকে জানা যায় যে পুরুরবাই ঐল বা অগ্নিপুত্র। বেদের অনেক মন্ত্রেই সূর্যকে অগ্নির পুত্র হিসাবে সম্বোধন করা হয়েছে। সূক্তটির দেবতাকে বোঝার জন্য বেদমন্ত্র ও নিরুক্ত পর্য্যালোচনা করে বিখ্যাত পণ্ডিত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মশাই তাঁর 'বেদের দেবতা ও কৃষ্টিকাল' গ্রন্থে লিখেছেন - 'আয়ু যজ্ঞ প্রবর্তন পুরুরবা উর্বশী সংবাদের তাৎপর্য। পুরুরবা নগ্ন ইহার অর্থ সূর্যের প্রকাশ, সূর্যপ্রকাশেই উর্বশী অদৃশ্য হয়' (বেদের দেবতা ও কৃষ্টিকাল ৩৩ পৃঃ)।

উর্বশী অন্তরিক্ষলোকের ঈশ্বরী বা উষার সূর্যরশ্মি। ঋগ্বেদের যুগেই প্রচলিত ছিল উর্বশীর থেকেই ঋষি বসিষ্ঠের জন্ম। বসিষ্ঠ শব্দের অর্থ সূর্য। শব্দটি বসুতম বা উজ্জ্বলতম বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। তাই পুরুরবা ও বসিষ্ঠ অভিন্ন। আর উর্বশী হলেন উষার সূর্যরশ্মি। সপ্তম মণ্ডলের একটি মন্ত্রে (ঋগ্বেদ ৭/৩৩/১১) বলা হয়েছে - উর্বশীর অপূর্বরূপ দর্শন করে মিত্রাবরুণের বীর্যপাত হল এবং সেখান থেকেই বসিষ্ঠের জন্ম। নিরুক্তকার যাস্ক এই মন্ত্রটি যেমন তাঁর গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন তেমনি শৌনকের বৃহদ্দেবতা গ্রন্থেও এই আখ্যানটি বিবৃত হয়েছে।

এই আখ্যানের ধারা বেয়েই পণ্ডিতেরা বসিষ্ঠ ও ঊর্বশীর সম্পর্ককে খুঁজতে চেয়েছেন, বসিষ্ঠ মিত্রাবরুণের পুত্র। আবরণার্থক বৃ ধাতু থেকে বরুণ শব্দের উৎপত্তি। নিরুক্ত তাই জানিয়েছে বরুণ শব্দের অর্থ যিনি আবৃত করেন (বরুণো বৃণোতীতি সতঃ ১০/৩/৮)। বরুণ মেঘের দ্বারা আকাশকে আবৃত করেন। সায়ণের মতে মিত্র হলেন দিবাভিমানী দেবতা, আর বরুণ রাত্রির অভিমানী দেবতা (সায়ণের অথর্ববেদ ভাষ্য ১/৯/১ ও ১/৪/২৮ দ্রঃ)। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণেও এরূপ উক্তি পাওয়া যায়। এনারা দুই জনেই সূর্যের প্রকারভেদ কারণ একটি সূর্যের আবরণকর্তা এবং অপরজন সূর্যের প্রকাশ কর্তা। সূর্যরশ্মির দ্বারা জল বাষ্পীভূত হয়ে মেঘে পরিণত হয়েই আকাশ আবৃত করে। ঋগ্বেদে (১/১১৫/১) তাই সূর্যকে মিত্রাবরুণের চক্ষু হিসাবে দেখা হয়েছে। এনারা দুই জনে তাই সূর্যের মতই স্বর্ণময় রথে পরিভ্রমণ করেন। (ঋগ্বেদ ৫/৬২/৮)। মিত্র ও বরুণ বিরুদ্ধ অবস্থার দেবতা। মিত্র চলে গেলে বরুণ আকাশকে অন্ধকারে আবৃত করে। আবার বরুণ চলে গেলে সূর্যালোকরূপী মিত্র নিজেকে প্রকাশ করে। এরা যেমন একই সঙ্গে থাকে না, তেমনি পুরুরবা-ঊর্বশীও একসঙ্গে থাকতে পারে না। প্রাতঃকালীন সূর্য পুরুরবা - ঊর্বশী বা ঊষার সঙ্গে একসঙ্গে থাকবেন কিভাবে? অশ্বিদ্বয়, মিত্রাবরুণ বা পুরুরবা-ঊর্বশী একই প্রাকৃতিক সত্যের আখ্যানরূপ এবং তারা সূর্য-চন্দ্র বা সূর্যরশ্মির প্রকারভেদ মাত্র। *...ক্রমশঃ*

— অধ্যাপক ডক্টর উদয় চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

যোগ প্রসঙ্গে উপলব্ধিত আলোকে

প্রশ্ন ৩৬ : জীবসত্তায় সুখ-দুঃখের বোধ বা অনুভূতি কোথা থেকে উৎসারিত হয় এবং সেই সুখ-দুঃখের পরপারে প্রশান্ত অবস্থার বোধে উন্নীত হওয়া যায় কখন, কোন অবস্থায়?

উত্তর : জীবের অহংভাব, অস্মিতার অবিদ্যাজনিত আবরণ অর্থাৎ কর্তৃত্বাভিমান তৎসঙ্গে ইন্দ্রিয়জ ও রিপুজ বিকার সম্পন্ন প্রবৃত্তিমূলক কামনা-বাসনার ফলেই সুখ-দুঃখের অনুভূতি হয় এবং চরমে মৃত্যুরাজ্য পরিভ্রমণ অবিদ্যারই ফলস্বরূপ। সুতরাং অবিদ্যাই সকল ক্লেশের মূল। এই অবিদ্যা নিবৃত্ত না হওয়া পর্য্যন্ত সত্তাত্মা স্বীয় ব্রহ্মস্বরূপে স্থিতিলাভ করিতে পারেন না। ব্রহ্মবিদ্যা সাধন কৌশল সাধনের ফলে প্রাণের গতি সুষুম্নাবাহী হইলে পরে তখন বিদ্যুৎ ঝলকের মত আলোক দর্শন হয় এবং সেই আলোকের সম্বর্দ্ধনের ফলে চিত্তচাঞ্চল্য দূরীভূত হইয়া 'জ্ঞান' বা প্রজ্ঞা অবস্থায় সাধককে উপনীত করিয়া দেয়। জ্ঞান নির্মল, চিত্তের স্বচ্ছতার প্রকাশক চিত্তের ধর্ম। অজ্ঞানও চিত্তেরই ধর্ম কিন্তু জ্ঞানে চিত্তের লক্ষ্য অন্তর্মুখ থাকে বলিয়া এবং অজ্ঞানে অন্তর্মুখ লক্ষ্য আবৃত থাকে বলিয়া জ্ঞানের দ্বারা অজ্ঞান নিবৃত্ত হয়। বহির্মুখতায় দুঃখ, অভাব আর অন্তর্মুখতায় সুখ বা তৃপ্তিবোধ ভাব। সত্তার বোধের লক্ষ্যের অন্তর্মুখতা আচ্ছন্ন হইলেই তখন সেখানে বহির্মুখতায় প্রাণচঞ্চল হইয়া মনকে অশান্ত ও দুঃখময় করিয়া তোলে। এই চিত্ত বিক্ষেপের মূলে আবরণেরই কার্য্য। কিন্তু যখন অন্তর্লক্ষ্যে চিত্ত নিবদ্ধ হইয়া অন্তর্মুখীন হইয়া প্রত্যাহৃত অবস্থায় উপনীত হয় তখন অন্তরে আলোক বিকাশের ফলে আবরণ অপসারিত হইয়া যায় এবং সে অবস্থায় অস্মিতা এবং তৎফলভূত সুখ-দুঃখ আপনিই নিবৃত্ত হইয়া যায়। এই যে জ্ঞান ইহা আসলে একপ্রকার অন্তঃকরণবৃত্তিতে প্রতিভাসমান চিৎশক্তির প্রকাশ। আর জ্ঞানের উন্মেষ হইলে অজ্ঞানের নাশ অবশ্যম্ভাবী। আর অজ্ঞানের নিবৃত্তিতে প্রশান্ত অবস্থার বোধে উন্নীত হওয়া যায়।

প্রশ্ন ৩৭ : নাম বা মন্ত্রজপ হইতে কিভাবে বিশুদ্ধ ধ্বনি ও জ্যোতির বিকাশ হয়?

উত্তর : লক্ষ্য অন্তর্মুখীন করিয়া সদ্‌গুরু প্রদত্ত নাম বা মন্ত্র যথাবিধি অভ্যাস করিতে করিতে আত্মস্থ হইতে পারিলে একসময় উহা হইতে ধ্বনি শ্রুতিগোচর হয়। নিয়মিত সাধনের ফলে অন্তঃস্থিত চিত্তবৃত্তি যতই নিবৃত্তির প্রবাহে যায় ততই মায়া প্রপঞ্চময় অশুদ্ধ ধ্বনিগুলি শুদ্ধতা প্রাপ্ত হইয়া বিশুদ্ধতা প্রাপ্ত হয়। এই বিশুদ্ধ ধ্বনি তখন মানসবৃত্তি স্বরূপ অশুদ্ধ ধ্বনিগুলিকে নির্মল করিয়া 'স্বরূপে' পরিণত করে — ইহাই চৈতন্যশক্তির খেলা। চিন্ময় নাম বা বীজ মন্ত্র জপ হইতে এই বিশুদ্ধ ধ্বনিরই বিকাশ হয়। ধ্বনি, শ্রুতিগোচরীভূত একপ্রকার শব্দ; ইহা মূলবস্তু নহে। ইহা জ্যোতির বহিঃপ্রকাশ মাত্র। প্রথমে শব্দ বা ধ্বনি, তৎপরে জ্যোতির স্ফুরণ সাধক প্রত্যক্ষ করেন। আবার কখনো কখনো প্রথমে জ্যোতি এবং তৎপরে সেই জ্যোতি হইতে শব্দের অনুরণন প্রতিধ্বনিত হইতেও শুনিতে পাওয়া যায়। আধারের তারতম্যে এই প্রকার অনুভূতির বিকাশ হইয়া থাকে। প্রাণায়াম সুদীর্ঘকাল সাধনের

ফলেও অন্তঃস্থিত বৃত্তি প্রত্যাহৃত হইয়া বিশুদ্ধ ধ্বনির স্ফুরণ হয়। অন্তর্মুখীন গতিতে জপ ও প্রাণায়ামের ফলে নাম বা জপের অক্ষমালারূপী জ্যোতির্বিন্দু, যাহা প্রতিটি চেতনার কমলের দলের মধ্যে রহিয়াছে, সেইগুলি বিগলিত হইতে আরম্ভ করে এবং বিশুদ্ধ জ্যোতিতে পরিণত হইয়া বিশুদ্ধ ধ্বনিতে পরিণত হইয়া যায়। বিশুদ্ধ ধ্বনি শ্রবণ করিতে করিতে চিত্ত যখন অন্তর্মুখ হয় তখনই জ্যোতির বিকাশ হইতে আরম্ভ করে। চরম অবস্থায় শুধুমাত্র জ্যোতিই থাকিয়া যায়; তখন ধ্বনি শোনা যায় না। তখন সাধকের এই উপলব্ধি হয় যে জ্যোতির বাহিরে ধ্বন্যাত্মক শব্দ হয় এবং ধ্বনির বাহিরে বর্ণাত্মক শব্দ অবস্থান করে। এই বিশুদ্ধ ধ্বনিই ওঙ্কারের স্বরূপ শক্তি, যদ্দ্বারা এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃজন হইয়াছে।

—শ্রীশ্রীমা সর্বাণী

গুপ্তযোগী ভূপতি মহারাজ

(১৭)

শ্রীসুরেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডায়েরী থেকে — প্রথম দর্শন —

পূর্ব প্রকাশিতের পর ঃ শ্রীশ্রীভূপতিনাথ বিশেষ মনোযোগের সঙ্গে আমার কথা কয়টি শুনলেন, তারপর বলতে লাগলেন, ''আহা, আহা, আহা! আমার যাদুমণির মঙ্গল হোক, আমি সর্বান্তঃকরণে আশীর্বাদ করি আমার যাদুমণির মঙ্গল হোক। আশীর্বাদ করি, তোমার বাপ-মা, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও হিতাকাঙ্ক্ষীর মঙ্গল হোক। হাজার হাজার বার আশীর্বাদ করি তোমার মঙ্গল হোক। লক্ষ লক্ষ বার আশীর্বাদ করি তোমার মঙ্গল হোক। তোমার কথা কটি শুনে আমার সত্যই বড় আনন্দ হল।''

আশীর্বাদে আমার অন্তরাত্মা যেন বিগলিত হয়ে গেল। এই প্রকার মধুর প্রাণখোলা আশীর্বাদ জীবনে এই প্রথম শুনলাম। মানুষের কথা যে এত মিষ্ট হয় তা আমার ধারণাতে ছিল না। আপনা আপনি করজোড়ে নমস্কার করে ফেললাম।

পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন,''আচ্ছা যাদুমণি, তোমাকে আর একটি কথা জিজ্ঞাসা করি। বলতে পার, ইংরাজী ফিলোজফি আর আমাদের হিন্দু দর্শনশাস্ত্র - এই দু-য়ের মধ্যে ভগবানের দিকে কোনটি বেশী এগিয়ে গেছে?''

আমি এবার আরও অধিক প্রমাদ গুণলাম। আমার কি বা বলার আছে! অথচ কিছু না বললেও ছাড়বেন বলে মনে হল না। তাই অধিক চিন্তা না করে হঠাৎ বললাম, আমার ইংরাজী দর্শনশাস্ত্রে জ্ঞান কতদূর, তাতো জেনেই ফেলেছেন। অর হিন্দু ফিলজফি সম্বন্ধে কোনো একখানা বই আজ অবধি চোখেও দেখিনি, পড়া তো দূরের কথা। এখন বলুন, এই বিদ্যাবুদ্ধি নিয়ে আপনার প্রশ্নের জবাব দেওয়া কি আমার পক্ষে সম্ভব?''

তিনি বললেন,''আচ্ছা, তোমরা হিন্দুর ছেলে, তোমাদের প্রফেসররা যখন পড়ান, তাঁরা তো হিন্দু-দর্শনের সঙ্গে তুলনা না করে বোঝাতে পারেন না। তাঁদের কি মত, তুমি সেই কথাটাই আমাকে বল।''

বুঝলাম কথা কাটাকাটি না করে সংক্ষিপ্ত একটা উত্তর দিয়ে দেওয়াই ভালো। বললাম, ''আমাদের প্রফেসারেরা হিন্দু-দর্শনকে অধিকতর উন্নত বলেন।''

তিনি বললেন, ''হ্যাঁ এই কথাই ঠিক।''

এতক্ষণে আমার জড়তা খানিকটা কেটেছে। সাহসে ভর করে আমি একটা প্রশ্ন করে ফেললাম — ''আপনি বললেন এই কথাই ঠিক, একটু বুঝিয়ে দেবেন, কেন এই কথাই ঠিক?''

তিনি বললেন, ''সে অনেক কথা। অত কথায় আমাদের এখন দরকার নেই। সংক্ষেপে দুচার কথা বলা যায়। ইংরাজী ফিলজফি যাঁরা লিখেছেন, তাঁরা এই দুনিয়াটা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে অনেকদূর অগ্রসর হলেন, কিন্তু শেষ সমাধান কি বা কোথায় খুঁজে বার করতে পারলেন না। ঐ শেষ সিদ্ধান্তই ভগবান, এই স্বীকার করে পরমানন্দ লাভ করলেন। কেউ বা ঐ সিদ্ধান্তকে 'ভগবান' না বলে একটা জাগতিক শক্তি বলে ধরে নিলেন, এঁদের মতবাদ শেষ পর্যন্ত নাস্তিকতায় পৌঁছে গেল। ভগবান কি বস্তু, কি করে তাঁকে লাভ করা যায়, কি করে তাঁকে জানা যায় - এ সব প্রশ্নের মীমাংসার দিকে তাঁরা গেলেন না। আর যাঁরা হিন্দু-দর্শন লিখে গেলেন, তাঁরা ভগবানকে জেনে, তাঁর দর্শন পেয়ে, তাঁর সঙ্গে কথা বলে তাঁর অস্তিত্ব সম্পর্ক নিঃসংশয় হলেন, তবে তাঁরা দর্শন শাস্ত্র প্রণয়ণ করলেন। তা হলেই বুঝতে পার — একটি আনুমানিক সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত অপরটি সত্য প্রত্যক্ষ করা হয়েছে। এইজন্য বলা যায়, হিন্দুদর্শন তাঁর দিকে অধিক অগ্রসর।

...ক্রমশঃ

—শ্রীসজল কান্তি ভট্টাচার্য্য

আশ্রম সংবাদ

২-রা অক্টোবর থেকে ১১-ই অক্টোবর — আশ্রমের ২৫-তম নবরাত্রি ব্যাপী দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। নিত্য পূজা, যজ্ঞ ও ভোগ-প্রসাদ বিতরণের কর্মসূচী অতি সুষ্ঠভাবেই সম্পন্ন হয়। পঞ্চমীর দিন সকালে শ্রীশ্রীমা ও স্বামী সংবেদানন্দজী প্রায় পাঁচশতরও অধিক গ্রামবাসীকে বস্ত্রবিতরণ করেন। বস্ত্রের সঙ্গে দেওয়া হয় মিষ্টি ও বিস্কুটের প্যাকেট। সন্ধ্যায় মন্দিরে অপূর্ব এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে পণ্ডিত শ্রীগিরিধারী নায়েকের 'ওড়িসি আশ্রমের' শিক্ষার্থীদের দ্বারা এক মনোগ্রাহী নৃত্যানুষ্ঠান পরিবেশিত হয়। হিরণ্যগর্ভের পূর্ববর্তী সংখ্যাটিও প্রকাশিত হয় এইদিন সন্ধ্যায়। সপ্তমীর দিন সন্ধ্যায় শ্রুতিমধুর সঙ্গীত পরিবেশন করেন শ্রীশ্রীমা ও গুরুভ্রাতা ও ভগিনগণ। এইদিন নৃত্য প্রদর্শন করেন শিশু শিল্পী অশোকা বাসু ও শ্রদ্ধা দাসগুপ্ত। মহাষ্টমী তিথিতে শ্রীশ্রীশ্যামাচরণ লাহিড়ীবাবার তিরোধান তিথি উপলক্ষ্যে ভাণ্ডারার আয়োজন করা হয়। অগণিত ভক্ত প্রসাদ গ্রহণ করেন। নবমী তিথিতে দ্বিপ্রহরে অগণিত ভক্তজন মধ্যে শ্রীশ্রীদুর্গা দেবীর মহাপ্রসাদ বিরতণ করা হয়।

১৫ই অক্টোবর — শ্রীশ্রীকোজাগরী পূর্ণিমার রাত্রে শ্রীযজ্ঞনারায়ণ-দার পৌরহিত্যে অত্যন্ত সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন হয় শ্রীশ্রীলক্ষ্মী-জনার্দ্দনজীউর আরাধনা ও যজ্ঞ।

২৩শে অক্টোবর — এইদিন সকালে শ্রীশ্রীমা ও স্বামী সংবেদানন্দজী বস্ত্রাদি বিতরণ করেন অগণিত দুঃস্থ ও দরিদ্র গ্রামবাসীর মধ্যে। বস্ত্রের সঙ্গে প্রত্যেককে একটি করে মিষ্টি ও বিস্কুটের প্যাকেট দেওয়া হয়।

২৯শে অক্টোবর — দীপাবলীর সন্ধ্যায় বিভিন্ন বাতির আলোকে ও রঙ্গোলিতে সজ্জিত হয়ে উঠেছিল আশ্রম। অমানিশার মধ্যরাত্রে শ্রীশ্রীমা নিজে আশ্রমে প্রতিষ্ঠিত দেবী তারাকালিকার পূজা করেন।

৯ই নভেম্বর — এইদিন জগদ্ধাত্রী পূজা উপলক্ষ্যে শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণা মন্দিরে ভোগ নিবেদিত হয়।

১৪ই নভেম্বর — রাসপূর্ণিমার দিন শ্রীশ্রীরাধামাধবের ভোগ নিবেদন ও প্রসাদ বিতরণ হয় দ্বিপ্রহরে। সন্ধ্যায় অপূর্ব ভজন পরিবেশন করেন স্বয়ং শ্রীশ্রীমা। এই দিন স্বামীনিত্যবোধাশ্রমজীও ভজন-সন্ধ্যায় উপস্থিত ছিলেন।

২০শে নভেম্বর — অখণ্ড মহাপীঠ আশ্রমের বার্ষিক সাধারণ সভা আয়োজিত হয়।

৪ঠা ডিসেম্বর — এইদিন শ্রীশ্রীমা শীতবস্ত্র ও কম্বল বিতরণ করেন বহু দুস্থ গ্রামবাসীর মধ্যে।

৬ই ডিসেম্বর — এই দিন শ্রীশ্রীপাহাড়ী বাবার সন্ন্যাসী শিষ্য স্বামী দয়ানন্দ গিরি অখণ্ড মহাপীঠে তাঁর নশ্বর দেহ ত্যাগ করেন। তাঁর প্রয়াণে প্রথাগতভাবে আশ্রমে ভাণ্ডারার আয়োজন করা হয় ২২শে ডিসেম্বর।

৭ই ও ৮ই ডিসেম্বর — ৭ই ডিসেম্বর অষ্টমী তিথির প্রভাতে ভক্তনিবাস ও অন্নপূর্ণাক্ষেত্র প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে পূজা ও প্রসাদ বিতরণ করা হয়। এইদিন শ্রীশ্রীমা নিজহস্তে শিশুদের প্রসাদ পরিবেশন করেন। সন্ধ্যায় এক সুন্দর ভক্তিগীতির অনুষ্ঠান হয়। ৮ই ডিসেম্বর সকালে লক্ষ্মীজনার্দ্দনজীউদেবের পূজার্চ্চনা ও ভোগপ্রসাদ বিতরিত হয়।

১২-১৭ই ডিসেম্বর — এইকয়দিন শ্রীশ্রীমা বারাণসী আশ্রম পরিদর্শনে যান। বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণকালে তিনি বুদ্ধদেবের স্মৃতি বিজড়িত বেশ কিছু স্থান দর্শন করেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কুশীনগর যেখানে বুদ্ধদেব পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হন। গোরক্ষপুরে অবস্থিত গোরক্ষনাথজীর আশ্রমেও শ্রীশ্রীমা গিয়েছিলেন।

২০শে ডিসেম্বর — এইদিন সকালে হৃষীকেশ নিবাসী সন্ত শ্রীরামকৃপালু মহারাজ শ্রীশ্রীমায়ের দর্শনে আশ্রমে এসেছিলেন। আশ্রমে উপস্থিত ভক্তবৃন্দ তাঁর উপস্থিতিতে সৎসঙ্গের সৌভাগ্য লাভ করেন। শ্রীশ্রীসারদা মায়ের আবির্ভাব তিথি উপলক্ষ্যে এইদিন আশ্রমে বহু ভক্ত সমাগম হয়। শ্রীশ্রীমাকে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করে হোটরের 'মহিলা ও শিশু' আশ্রমের মেয়েরা। তারপর একটি সুন্দর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়। অনুষ্ঠানের শেষে নৃত্য পরিবেশন করেন শ্রীমতী প্রিয়দর্শিনী ব্যানার্জী।

২৫শে ডিসেম্বর — এইদিন সন্ধ্যায় আধ্যাত্মিক সভার ২১তম পর্বে কঠোপনিষদ্ প্রসঙ্গে বক্তব্য রাখলেন শ্রীশ্রীমায়ের সন্তান ডাঃ বরুণ দত্ত।

১লা জানুয়ারী — এইদিন সকালে সৎসঙ্গে শ্রীশ্রীমা স্বয়ং ক্রিয়াযোগের উপর প্রবচন দেন। বিগত বছর আগষ্ট মাসের পর এইদিন দ্বিতীয়বার শ্রীশ্রীমা সর্বজনের উদ্দেশ্যে ক্রিয়াযোগের বিষয়ে বক্তব্য রাখেন। দীক্ষিত সন্তানেরা ছাড়াও সেদিন বহু মানুষ এই সৎসঙ্গে উপস্থিত ছিলেন ও শ্রীশ্রীমায়ের আধ্যাত্মিক প্রবচনের দ্বারা উদ্বুদ্ধ ও সমৃদ্ধ হয়েছিলেন।

আশ্রমের আগামী অনুষ্ঠানসূচী

গণেশ যজ্ঞ — ৩১শে জানুয়ারী - ২রা ফেব্রুয়ারী
দোল পূর্ণিমা — ১২ই মার্চ, রবিবার
আধ্যাত্মিক সভা — ২৬শে মার্চ, রবিবার
অন্নপূর্ণা পূজা — ৪ঠা এপ্রিল, মঙ্গলবার
রাম নবমী — ৫ই এপ্রিল, বুধবার
নববর্ষ — ১৫ই এপ্রিল, শনিবার

श्रीश्री नित्यगोपाल कथा

श्रीश्रीमाँ सर्वाणी

परमब्रह्म भूमि पर परासंवित्मयी महाशक्ति के गर्भ से आविर्भूत हुआ एक स्निग्ध समुज्ज्वल अचिन्त्य अद्भूत ज्योतिपूंज, मानों पूर्णचंद्र की चाँदनी कोटिप्रभा प्रकीर्णित एक विशुद्ध चंद्र; वह कोटिप्रभा संपन्न महाकारणमय नित्यज्योति परवर्ती अवस्था में संवित्मयी विशुद्ध योगमाया एक अव्यक्त आवरण के साथ संयुक्त होकर एक अपूर्व रूप प्रकाशित करता है, जो नित्य शाश्वत दिव्यानुशासन द्वारा अव्यक्तभाव से महाइच्छाप्लुत होकर दिव्य शिशुरूप में दिव्यात्म प्रकाश लाभ करते हैं वही हैं ब्रह्मशिशुरूपी 'नित्यगोपाल', जो चिरंतन अनंत ब्रह्माण्डाधिपति 'श्रीकृष्ण के बालरूप', जो स्वत: ही विराट् विश्व का प्रतिपालन करते हैं एवं यही हैं नित्य-अनित्य सम्पूर्ण सृष्टि के जनक। वही नित्यगोपालरूपी परमात्मा का बालरूप चैतन्यघन। इनका अवस्थान गोलोक के गोकुल में है। यह अनन्त लीलामय बालक साक्षात् भगवान के बालरूप हैं। इनका सौन्दर्य, माधुर्य, ऐश्वर्य भाषा द्वारा प्रकाशित नहीं किया जा सकता। यह दिव्य सृष्टि एक अद्भूत अपूर्व महाविभूति है। ये नित्यगोपाल हैं दिव्यभूमि के एक परमब्रह्म तत्त्व। जो ब्रह्मवेत्ता ऋषि इस तत्त्व पर आसीन होने में सक्षम होते हैं वे 'नित्यगोपाल' रूप को प्राप्त करते हैं।

श्रीमद्भागवत् (तृतीय अध्याय) में भगवान के अवतार की कथा में चतुर्थ अवतार में श्रीभगवान ने धर्म (यम) की पत्नी दक्षकन्या मूर्ति (अहिंसा) के औरसजात 'नर-नारायण' (श्रीभगवान का ऋषि रूप में आर्विभाव) ऋषिद्वय रूप में आविर्भूत होकर आत्मसंजितेन्द्रिय होकर दुष्कर तप-साधन किया था हिमालय के बदरिकाश्रम में तथा भारत के बहु पुण्य तीर्थों में। कथित है कि द्वापर में नर-नारायण आश्रम बदरिकाश्रम में भगवान श्रीकृष्ण ने शिव की आराधना की थी। भगवान के साक्षात् अंशसंभूत ये उभय प्राचीन ऋषि, दुर्गम पर्वत पर जाकर कठोर तपस्यारत रहते थे। ये दोनों अमित तेजस्वी थे। इनसे देवगण भयभीत होकर इनकी तपस्या को भंग करने हेतु इन्द्र द्वारा नानाप्रकार की चेष्टा करने लगे; किन्तु किसी भी तरह कृतकार्य न होने पर उन्होंने अप्सराओं को भेजकर उन दोनों को प्रलुब्ध करने की चेष्टा की। भगवत् स्वरूप नर-नारायण किसी भी प्रकार इस से विचलित न होकर अपने तपोबल का प्रदर्शन हेतु मन में विचार किया। नारायण ऋषि ने ज्योंहि अपने जाँघ पर एक फूल रखा, तत्क्षण उसमें से एक परमासुन्दरी अप्सरा प्रकट हुई। इस अपूर्व अप्सराधिकतुल्य परमासुन्दरी नारी को देखकर देवराज इन्द्र प्रेरित अप्सरागण लज्जा और दु:ख से स्वर्ग को वापस चली गयी। नारायण ऋषि के उरू (जाँघ) से उत्पत्ति होने के कारण उस नारी का नाम हुआ 'ऊर्वशी'। देवताओं के सम्मुख इस प्रकार उस अप्सराधिक नारी की सृष्टि से इन्द्रादि देवगणों का गर्व खर्व हो गया। तत्पश्चात् नारायण ऋषि ने इन्द्र प्रेरित अप्सराओं की परिचर्या हेतु कई सहस्र सुन्दरियों की सृष्टि की। अप्सरागणों द्वारा इस घटना से विस्मित होने पर नारायण ऋषि ने उन्हें ऊर्वशी को अपने साथ लेकर इन्द्र के समीप जाने की अनुमति दी। प्रारंभ में नाना प्रकार से अनुनय-विनय द्वारा ऋषि नारायण के सान्निध्य की याचना करने पर भी अप्सरागण अस्वीकृत हुई। आरंभ में नारायण द्वारा उन्हें शाप देने को उद्दत होने पर नर ने उन्हें रोका एवं तब नारायण ने आश्वासन दिया कि २८-वे द्वापर में वे 'कृष्ण' रूप में जन्म लेकर उन सबों से विवाह करेंगे। साधन-तपस्या के अंतिम काल में पूर्णसिद्ध आप्तकाम योगी को भक्ति और प्रेम की उपलब्धि होती है। प्रेम-भक्ति की उपासना समाप्त होती भगवत् सायुज्य प्राप्त होने पर। उसी साधना में उपनीत होकर योगीश्वरगण भगवत्लीला में अंशग्रहण कर सारूप्य-सायुज्य पर्यन्त उपनीत होकर

भगवतवेत्ता हो जाते हैं। नित्य कृष्णांश समुद्भूत नारायण ऋषि भी द्वापर में श्रीकृष्ण लीला में भगवान श्रीकृष्ण की भूमिका का अवलंबन कर नित्य-कृष्ण की इच्छा से इस धरातल पर अवतीर्ण हुए थे। पूर्णब्रह्म सनातन श्रीकृष्ण की भूमिका ग्रहण कर नारायण ऋषि ने स्थूल तनु को धारण करने पर उनमें स्वयं सनातन नित्य-कृष्ण ने ही लीला कर नारायण ऋषि को 'श्रीकृष्ण-सायुज्य' पद प्रदान किया था। अतएव हमलोग यह देखते हैं कि नित्य-कृष्ण एवं नारायण ऋषि की देव-देह एवं सत्ता एक ही है तथा नित्य-कृष्ण की अभेद सत्ता का रूपान्तरण एक दिव्य भावमय 'श्रीकृष्ण' विग्रह का। (पुराण में उल्लिखित है) ये नर और नारायण भगवत्वेत्ता ऋषिद्वय द्वापर के अंत में 'अर्जुन' और 'कृष्ण' रूप में भगवद्-लीला हेतु आविर्भूत हुए। ये 'नारायण' ऋषि श्रीकृष्ण के अंशावतार है। महाभारत में वर्णित है कि स्वायंभुव मन्वन्तर में विष्णु के अवतार हुए 'नर' ऋषि।

दिव्य प्रज्ञा से यह जाना जाता है कि नित्य-लोक गोलोक में अवस्थानकारी नित्य-कृष्ण का कभी भी अवतरण नहीं होता। कभी-कभी धर्म की ग्लानि मोचनार्थ ब्रह्मवेत्ता भक्तगणों के कातर आवाहन से भगवान की पूर्ण ब्रह्मसत्ता की पूर्णशक्ति धारणकारी पूर्णाधार का अवतरण होना भी असंभव नहीं है। हमलोग श्रीचैतन्यदेव और प्रभु जगत्बंधु के क्षेत्र में यह देखते हैं। किन्तु अन्य क्षेत्रों में अधिकांशत: पूर्ण के पूर्णांश का ऋषिसत्ता के पूर्णरूप के मध्य परिपूर्ण-आवेशावतार रूप में भगवत्लीला का संगठन ही परिलक्षित होता है, जैसे अर्जुन और कृष्ण, नर और नारायण ऋषिद्वय। इन नर-नारायण ऋषिद्वय के मध्य नारायण ऋषि को पुन: कलिकाल में श्रीचैतन्य-युग में देखा गया, प्रभुपाद 'श्रीजीव गोस्वामी' के रूप में।

श्रीसनातन, श्रीरूप और श्रीअनुपम – इन भ्राताओं के महाऐश्वर्यमय संसार में एकमात्र पुत्र थे श्रीजीव। शैशवकाल में उनके गौरवर्ण अंगकांति से गृह आलोकित होता था। उनके गंभीर नेत्रों में अपूर्व आकर्षण था - प्रत्येक अंगों से लावण्य की छटा प्रकीर्णीत होती। श्रीचैतन्य महाप्रभु जब वृन्दावन धाम जाने के पूर्व रामकेलि में आये एवं रूप-सनातन पर कृपा किए, तब अनुपम और उनका पुत्र श्रीजीव भी वहीं उपस्थित थे। श्रीजीव उस समय मात्र पाँच वर्ष का बालक था। वह उस समय गुप्तरूप से महाप्रभु को देख चुका था। उसी समय महाप्रभु ने उसे चरण-रज प्रदान कर भावी गौड़ीय संप्रदाय के आचार्य सम्राट पद पर अभिषिक्त किया। बाल्यकाल से ही जीव की कृष्ण भक्ति, अन्यान्य बालकों के साथ कृष्ण-बलराम खेल – यह मानों उसका पूर्व जन्मार्जित नित्य-सिद्ध संस्कार। अल्पवयस से ही उसकी विद्या हेतु रूचि और भागवत् सर्वविद्यासार होने के कारण भागवत ही था उसका प्राणतुल्य – अल्पायु से ही उसका अंतर अति गभीर गंभीर था। एकबार अकस्मात् 'श्रीकृष्ण चैतन्य' बोलकर ही जीव मूर्च्छित हो गये। 'कृष्ण-चैतन्य' बोलकर वे क्रंदन कर आकुल हो जाते। सबों ने सोचा - इस अल्पवयस में ही इतना वैराग्य क्यों? तो क्या गृहत्याग कर चले जायेंगे? शैशव में ही उन्होंने पितृवियोग सहा। उधर दोनों बड़े पिताश्री वृंदावन में साधनरत थे, तब जीव का भविष्य क्या होगा? जीव तो तभी से 'कृष्ण' कहते ही तन्मय हो जाते। तदनन्तर एकदा रात्रिकाल में जीव ने कृष्ण-बलराम का स्वप्न देखा; कृष्ण-बलराम गौर-निताई में रूपान्तरित हो गये; गौर-निताई ने जीव के मस्तक पर पैर रखा। गौरांग ने कहा, ''तुम्हें नित्यानंद के चरणों में समर्पित कर दिया।''

प्रभु जगत्बंधु चले है श्रीश्रीनित्यगोपाल के दर्शन को। प्रभु के नित्यगोपाल के पास पहुँचने पर देखा गया कि नित्यगोपाल प्रभु की तरफ पीठ करके बैठे हैं। प्रभु भी निर्वाक्, नित्यगोपाल देव भी चुप। बहुत देर तक उसी अवस्था में इन दोनों के अवस्थानोपरांत प्रभु चले गये। प्रभु जगत्बंधु के चले जाने के पश्चात् नित्यगोपालदेव के भक्तों ने उनसे जिज्ञासा किया, क्यों नित्यगोपालदेव ने प्रभु के साथ वार्तालाप नहीं किया एवं उनकी तरफ पीठ किए रहे। इसपर नित्यगोपाल देव ने उत्तर दिया, ''उस समय मैं 'श्रीजीव गोस्वामी' के भाव में था। प्रभु ने कहा कि जो वैष्णव सिर के बाल, दाढ़ी, मूँछ रखता है प्रभु उन्हें सर्वथा पसंद नहीं करते''। इसीलिए नित्यगोपालदेव पीछे घुमकर बैठे थे, क्योंकि उनका सिर के बाल, दाढ़ी, मूँछ सबकुछ था। दिव्य मानवों का लीला-माधुर्य अनुभव का विषय है, इसे भाषा द्वारा व्यक्त करना संभव नहीं है।

भगवान श्रीरामकृष्ण के लीलापार्षद-श्रेष्ठ भगवान श्रीनित्यगोपालदेव नित्यलोक के 'नित्य गोपाल' तत्त्वाधिकारी एक अनन्य नित्यकृष्ण के बालरूप नित्यकृष्ण सखा। एकबार श्रीरामकृष्णदेव ने अतीव आनंद में कहा था,

''नित्य तो अंत:सार विशिष्ट वर्ण छुपाये आम की तरह है।'' किसी दूसरे दिन नित्यगोपालदेव रामकृष्ण परमहंसदेव के आहार के समय दक्षिणेश्वर में उपस्थित हुए। पूर्ववत् उस दिन भी परमहंसदेव ने उनकों अपने हाथों से परमान्न प्रसाद खिलाया। आहारान्त में परमहंसजी के विश्राम हेतु हृदय बाबु (परमहंसदेव के भांजा) द्वारा सबों को बाहर जाने के लिए कहने पर सारे भक्तगण बाहर आकर पंचमुंडी के नीचे बैठकर ध्यान करने लगे। इसी समय नित्यगोपाल एक निर्जन स्थान पर भूमि पर बैठकर आत्मानंद में निमग्न होकर समाधिस्थ हो गये। ध्यानांत में भक्तगण श्रीश्रीनित्यगोपाल देव को समाधिस्थ देखकर उनकी वाह्यदशा वापस लाने की चेष्टा करने के बाद भी जब वाह्य संज्ञा नहीं लौटी, तब भक्तगण उन्हें उसी अवस्था में स्कंध पर स्थापित कर श्रीश्रीपरमहंसदेव के प्रकोष्ठ में ले गये। परमहंसदेव नित्यगोपाल के समाधि दर्शन से पुलकित हो उठे। तब परमहंस ने अपने दिव्य-स्पर्श से नित्यगोपालदेव की समाधि भंग की। तदुपरांत भावावेश में ये दोनों अद्‌भूत अलौकिक भाषा में वार्तालाप करने लगे। इसके बाद श्रीश्रीपरमहंसदेव की वाह्यदशा लौट आने पर भी श्रीश्रीनित्यगोपालदेव को पूर्वावस्था में ही स्थित देख कर भक्तों में से कोई-कोई बोल उठे, ''आपके दर्शन एवं कृपा के प्रभाव से इन्हें ऐसी समाधि प्राप्त हुई है।'' श्रीश्रीपरमहंसदेव ने तब कहा, ''राम! राम! ऐसी बात मुँह से मत बोलना। वह तो नित्यसिद्ध; शंभु-स्वयंभु; नित्य किसी की कृपा की प्रतीक्षा नहीं रखता।''

एकबार श्रीरामकृष्णदेव ने भक्त रामचंद्र से कहा, था, ''तुम्हारे घर में कैसी वस्तु है तुम पहचान ही नहीं पाये! नित्य जो साक्षात् नारायण है, उसकी नारायण की तरह सेवा करो।'' नित्यगोपालदेव का वक्षस्थल दिव्यभाव के स्फीति व अधिकता से अत्यंत उज्ज्वल और रक्तिमाभायुक्त हो गया था। वे सर्वदा भावोन्मत्त अवस्था में ही रहते। ठाकुर रामकृष्णदेव ने सहास्य नित्यगोपाल से कहा – ''गोपाल! तुम हमेशा चुप क्यों रहते हो?'' नित्यगोपाल ने शिशु की तरह सहज सरल भाव में उत्तर दिया, ''मैं नहीं जानता।'' ठाकुर कहते थे, ''गोपाल की परमहंस अवस्था।'' पुन: एकबार फूल की होली के दिन नित्यगोपालदेव एवं परमहंसदेव दोनों भक्त रामचंद्र के घर शुभागमन के पश्चात् जब वहाँ अपूर्व श्रीश्रीराधाकृष्ण का मधुर कीर्तन हो रहा था तब उस कीर्तन को सुनते ही नित्यगोपालदेव एवं परमहंसदेव भावावेश में उत्सव प्रांगण में इस तरह नृत्य करने लगे कि उपस्थित सारे लोग निर्निमेष नयनों से उन सबों का दर्शन कर प्रेमानंद में विभोर हो गये। इसप्रकार बहुत देर तक नित्यविलास के पश्चात् श्रीश्रीरामकृष्णदेव प्रांगण के बीच खड़े होकर श्रीश्रीनित्यगोपालदेव का वह विश्वविमोहन अपूर्व रूप के दर्शन से आनंद से आत्महारा होकर आवेग में कहने लगे, ''देखो किशोरी का बँधुया'' (किशोरी के प्रेम का बंदी)। किसी दूसरे दिन नित्यगोपालदेव ने दक्षिणेश्वर में परमहंसदेव के समीप गमन किया। श्रीश्रीठाकुर उसके दर्शन मात्र से उत्फुल्ल हो उठे। तदुपरांत उन्होंने सादर उनका विशेष अभ्यर्थना पूर्वक स्वागत किया। तब रामकृष्णदेव ने पति-सेवा परायणा अतीव भक्तिमती अपनी सहधर्मिणी श्रीयुक्ता सारदा देवी से कहा, ''तुम आज अपने हाथों से नित्य को खिला दो।'' आज्ञा सुनते ही माँ सारदा देवी श्रीश्रीनित्यदेव की सेवा में तत्पर हुई एवं परमभक्ति के साथ उन्हें खिलाने लगी। उनके द्वारा रामकृष्णदेव की परम स्नेह की वस्तु श्रीनित्यदेव को अपने हाथों से खिलाने पर श्रीरामकृष्णदेव अत्यंत प्रसन्न हुए एवं आनन्दित होते हुए सहधर्मिणी को कहा – ''आज तुम्हारा जन्म सार्थक हुआ।'' – इसी तरह बहु लीला के माध्यम से श्रीश्रीपरमहंसदेव ने 'नित्यगोपालदेव' का परिचय दिया था।

एकदा एक भक्त-गृह में महा-संकीर्तन हो रहा था। उसी समय विभिन्न भक्त श्रीगोपालदेव को नानारूप में दर्शन कर रहे थे; ऐसे समय श्रीमत् केशवानन्द महाराज (नित्यगोपालदेव के अन्यतम प्रधान सन्यासी शिष्य) ने देखा – श्रीगोपालदेव की ज्योतिर्मय देह एकबार ऊपर की ओर उठ रही है एवं फिर नीचे उतर रही है – इस दिव्य देह में एक 'गोपाल-विग्रह' उनके नयनपथ में दृष्टिगोचर हुआ और उनकी दिव्यज्योति से समस्त कक्ष उद्‌भासित हो गया। श्रीश्रीदेव की इस अनुपम विभूति का दर्शन कर श्रीमत् केशवानन्द महाराज भक्तिभाव में द्रवीभूत हो गए। – 'श्रीश्रीनित्यगोपाल' रूपी नित्यगोपालदेव की ऐसी ही अद्भूत महिमा!

–हिन्दी अनुवाद : मातृचरणाश्रित श्रीविमलानन्द

योगीश्वर के रूप में श्रीश्रीसरोज बाबा

प्रसंग (३२) : बहु प्राचीन ऋषि श्रीश्रीबाबा के समीप (दादा के निकट) देह धारण कर किसी विशेष कारण या कार्य के लिए आते थे –

किसी एकबार ग्रीष्मकाल में, समय सम्भवत: दोपहर १२:३० मि:, मैंने (आशीष बैनर्जी) दादा के गृह के पास आकर देखा गुरुभ्राता-विकास दादा के घर के बाहर पश्चिम की ओर जो सीधा रास्ता जाता है, वहाँ पर अपनी आँखें गड़ाए खड़े है; मुझे गृह में प्रवेश होते हुए देख खूब उत्तेजित होकर विकास ने कहा, ''आशीषदा किसी को देखा क्या?'' मैंने कहा, ''किसकी बात कर रहे हो?'' विकास ने कहा, ''अरे, इसी समय प्राय: साढ़े छ: फुट लम्बे एक प्राचीन साधु को छोड़कर आया हूँ। तुम जिस पथ से आए हो, उसी पथ से। प्राचीन साधु की दादा के साथ कुछ वार्तालाप के पश्चात् मैं दादा के आदेशानुसार उन्हें कुछ दूर तक आगे छोड़ कर आया हूँ। मैंने दादा से उनका परिचय पूछा लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया।'' यह सुनकर मैंने कहा, ''चलो देखता हूँ। दादा के पास जाकर पता करते है।''

दादा बाहर के कक्ष में तख्तपोश पर बैठे थे इस समय हमलोग दादा से साधुबाबा का परिचय जानने के लिए आग्रह करने लगे, पर वे किसी भी तरह बोलने को राजी न हुए। बाबा चुपचाप इधर-उधर देख रहे थे लेकिन किसी भी तरह हमारी आँखों से अपनी आँखें नहीं मिला रहे थे। मैं छोटे बच्चे के सदृश दादा का हाथ पकड़कर खींचने लगा, उन्हें हिलाने लागा, साथ-साथ उनसे अनुरोध भी करने लगा। कुछ समय पश्चात् दादा ने अपना मुँह खोला, कहा, ''सुमेरुदासजी (बंगाली देह, महावतार बाबाजी महाराज के मानसपुत्र, उस समय उनकी उम्र प्राय: १७० वर्ष, दादा के कथनानुसार) किसी विशेष कार्य के लिए आये थे।'' यह सब बोलकर दादा चुप हो गये।

(श्रीश्रीबाबा को पाने के लिए कठोर साधना चाहिए। श्रीश्रीमाँ को पाने के लिए असीम श्रद्धा एवं शुद्ध भक्ति यथेष्ट है।)

प्रसंग (३३) : सद्गुरु की इच्छा ही 'प्रकृत इच्छा', वह कालाधीन नहीं है –

मेरी (आशीष बैनर्जी) बहुत दिनों से मन की इच्छा थी कि दादा (श्रीश्रीबाबा) की चरण धूली से मेरा घर पावन हो। हठात् एकदिन दादा ने कहा कि, ''आशीष आज मैं तुम्हारे घर जाऊँगा।'' यह सुनते ही आनंदित हो मैंने दादा से कहा, ''दादा, मैं अपको लेने आऊँ, कब आऊँ बोलिए?'' दादा ने कहा कि, ''तुम्हें आना नहीं होगा, मैं स्वयं ही पहचान जाऊँगा'' – दादा इससे पहले कभी भी हमारे घर नहीं आये थे। कैसे जाऐंगे वे? उनका निवास स्थल बाकसाड़ा में और मेरा गृह वहाँ से अन्य ओर है रामराजातल्ला से, Government Press (राजकीय मुद्रालय) के पास से जाकर और भी बहुत भीतर जाना होता है। कई बार बोलने के बावजूद दादा ने अकेले ही जाना तय किया। अतएव मैंने यह निश्चित् किया कि, मेरे घर की गली से निकलकर बड़ा रास्ता पार कर मुख्य रास्ता के तिराहे के छोर पर एक दूकान में बैठकर मैं दादा का इंतजार करूँगा। तब समय प्राय: अपराह्न ५:३० मि. होगा। कुछ समय बाद हठात् देखा, दादा एक रिक्शे से बोल उठे, मैं अवाक हो गया कि दादा ने मुझे देख लिया था, मैं अब साईकिल से आगे-आगे चल रहा था एवं दादा रिक्शा से मेरे पीछे आ रहे थे; इस प्रकार दादा को मैं अपने आवास-स्थल तक ले आया।

घर के दूसरी मंजिल पर आकर दादा माँ और बाबा के साथ कुछ बातें करने लगे। मेरे बाबा नहीं चाहते थे कि मैं किसी भी सन्यासी के चक्कर में पड़ूँ। हो सकता है इसी विश्वास को भंग करने के लिए दादा ने मेरे बाबा से कहा कि, ''आशीष की बहुत सुकृति है, योग साधना में अग्रसर हो सकता है।'' इसके पश्चात् जहाँ तक मेरी स्मृति में है दादा कुछ खाना नहीं चाहते थे, मेरी माँ के विशेष अनुरोध के कारण सम्भवत: सन्देश (मिठाई) मुख में लिया। इसके बाद दादा घर से निकलकर रिक्शा में बैठ गये । इस बार भी वही घटना घटी। दादा ने कहा, ''आशीष तुझे मेरे साथ नहीं जाना होगा, मैं जिस प्रकार से आया हुँ उसी प्रकार चला जाऊँगा।'' इसलिए मैं क्या करता? दादा के निकल जाने के कुछ मिनट बाद ही इच्छा हुई कि दादा के पीछे-पीछे

साईकिल से जाऊँ। किन्तु प्रचण्डगति से साईकिल चलाने बावजूद भी पूरे रास्ते में दादा का रिक्शा देख नहीं पाया। आश्यर्यजनक घटना थी! दादा को जाने के लिए रामराजातल्ला स्टेशन पार कर जाना होगा, और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि स्टेशन का गेट प्राय: सब समय ही बन्द रहता था; यदि उस मुहूर्त्त में गेट खोल भी दिया गया हो तो दादा का इतनी जल्दी इतने कम समय में स्टेशन के पास आना सम्भव नहीं था। जो भी हो तब मैं पार–पथ के गेट के नीचे से माथा और साईकिल निकालकर द्रुतगति से दादा के गृह की ओर चल पड़ा। वह दूरी भी कम न थी। सम्पूर्ण रास्ते में दादा को देख नहीं पाया। जो भी हो, दादा के घर के समीप आ कर देखा कि गेट बंद है। मैं तेज स्वर में ''सोना, माना'' (दादा की लड़कियाँ) को पुकारने लगा। दो तल्ले से भाभी (दादा की स्त्री) निकलकर आयी और पूछा कि, ''कोई विशेष जरूरत है क्या? तुम्हारे दादा बहुत देरी से सो रहे है।'' तब सम्भवत: संध्या के सात बजे होंगे, इस प्रकार दादा ने स्पष्ट कर दिया कि – ''देखो, मैं एक ही अनुरूप देह विभिन्न जगहों पर इच्छा मात्र से धारण कर सकता हूँ।'' *...क्रमश:*

–पितृचरणाश्रित श्रीप्रदीप चट्टोपाध्याय, शिबपुर, हावड़ा
हिन्दी अनुवाद – मातृचरणाश्रित श्रीचंद्र पारेख

ज्ञानगंज के योग प्रसंग पर

योग व्याख्या – श्रीश्रीमाँ सर्वाणी

श्रीश्री सर्वाणीमाँ को विशेष अनुरोध – वे यदि ड: गोपीनाथ कविराजजी के १८ पत्रके साधन मार्ग के निगूढ़ तत्त्व एवं साधन प्रणाली के ऊपर आलोकपात एवं व्याख्या हिरण्यगर्भ पत्रिका में धारावाहिक रूप से प्रकाशित करे तो यह एक अमूल्य सम्पद हो जाएगी। परवर्तीकाल में इसे एक पुस्तक का रूप दिया जा सकता है।

–विजन कुमार सेनगुप्त

ड: गोपीनाथ कविराजजी के पत्रावली प्रसंग पर :–

मर्मी साधक ड: गोपीनाथ कविराजजी के गुरुभ्राता श्रीअक्षय कुमार दत्तगुप्त महाशय को ज्ञानगंज के साधनमार्ग के क्रियायोग के जो समस्त निगूढ़ तत्त्व, तथ्य एवं साधन प्रणाली के विषय पत्रों में उल्लेख किये गये हैं उनसे ही संबंधित कुछ प्रश्न :–

४। पत्र (५) – ''ऊपर से संवाद आया है – आगामी शनिवार महानिशा से अक्षय का कर्म २००० और उनकी स्त्री का २०० बढ़ेगा।'' – यह कर्म क्या है? जप या क्रिया?

उत्तर – गुरुप्रदत्त उपदेश अनुसार क्रियांग जप पर्यन्त यथाविधि संख्यानुसार साधक को करना होता है। क्रिया सहयोग से जप की संख्या इस क्षेत्र में वर्द्धित करने के लिए कहा गया है कारण क्रिया विहीन जप कभी भी कार्यकारी नहीं होता। साधारणत: क्रियादि न्यास सहयोग से अथवा प्राणायाम की सहायता से की जाती है एवं साधक के उन्नत होने पर तब 'केवल' अवस्था में सिद्ध होने के लिए जप की संख्या क्रमश: वर्द्धित कर दी जाती है। एकबार हृदय में या कूटस्थ के ब्रह्मबिन्दु में प्राणगति को स्थित कर लेने से तब क्रमवृद्धिशील स्वाभाविक जप करने के समय और जप की संख्या रखने का कोई प्रयोजन नहीं होता; तब जब तक इस अवस्था में ठहरा जा सकता है तब तक ध्यान में जप करते रहना चाहिए।

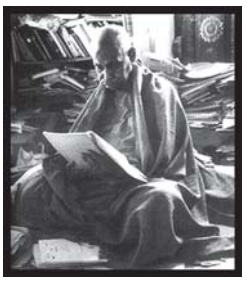
ड: गोपीनाथ कविराज

५। पत्र (६) – 'महाकुण्डल तत्त्व और प्रकृति रहस्य' – इन उभय की ही विवेचना चल रही थी।' – महाकुण्डल तत्त्व और प्रकृति रहस्य क्या है? चरम–योग और पूर्णयोग क्या है?

उत्तर – चरम–योग और पूर्णयोग – योगीसाधकों के आधार के अधिकार भेद से परमतत्त्व की अनुभूति उपलब्धि विभिन्नाकार में होती है। उस प्रत्येक बोधपूर्ण अनुभूति की विशिष्टता है। ये सब आधार के तारतम्य अधिकार भेद से पृथक–पृथक होती है। चरमयोग की भूमि है ज्ञान–महाज्ञानमय भूमि में उत्तरण और पूर्णयोग की भूमि है कर्म–ज्ञानमय योगभूमि में उत्तरण और स्थिति एवं आत्मस्वरूप सम्पूर्ण अवगत होकर अद्वैत ज्ञान की धारा में ऊर्द्धगति की ओर प्रवाहित होते हुए प्रज्ञाज्योति से बोधि द्वारा समग्र विश्व को ब्रह्मस्वरूप के प्रकाश में उपलब्धि करना। अर्थात् शिवभाव की ज्ञानमय भूमि में उपनीत होना – पूर्णयोग।

इसके पश्चात् विशुद्ध ज्ञान पथ में परमतत्त्व ब्रह्मरूप में अनुभूत होता है। तब उस विशुद्ध योगमार्ग में यह अनुभूति परमात्मस्वरूप का आकार धारण करती है एवं उसके पश्चात् विशुद्ध भक्ति या पराभक्ति प्रभाव से परमतत्त्व जब योगी के निकट भगवत्स्वरूप के प्रकाश में स्फूरित होता है तब योगी को जिस प्रकार ब्रह्मानुभूति की प्राप्ति होती है उससे योगी महायोगी होकर स्वप्रकाश ब्रह्मस्वरूप में स्थितिलाभ करता है। इस प्रकार परमात्मदर्शन और भगवत्दर्शन के फलस्वरूप महायोगी चरम योग अवस्था में तत्त्वतः स्वरूप में स्थिति प्राप्त करता है।

महाकुण्डल तत्त्व और प्रकृति रहस्य – परम ब्रह्म (ब्रह्म) एवं भगवान से सृष्टि विस्तारलाभ नहीं करती कारण ब्रह्म शुद्ध चैतन्य विशुद्ध जड़ अलख वस्तु, जहाँ चित् का उद्भास या कोई व्यक्त प्रकाश नहीं है। और भगवान स्वरूपशक्ति के साथ नित्य सम्मिलित इसीलिए व्यक्तशक्ति की क्रिया साक्षात्भाव से उससे उत्पन्न नहीं होती। अतएव भगवत्स्वरूप से सृष्टि नहीं होती; जो कुछ भी है वह लीलारूपा सृष्टि है; यह सृष्टि के अतीत है इसीलए 'सृष्टि' पदवाच्य नहीं होती – प्रकृतपक्ष में इसे स्वप्रकाश का स्वयंप्रकाश कहा जा सकता है। यथार्थ में सृष्टि परमब्रह्म स्वरूप परमात्मा से विस्तारलाभ करती है। स्वभावज परमात्मा ज्योतिस्वरूप। इस ज्योति के साथ माया का कोई संबंध होने से ही माया क्षुब्ध होकर मायिक सृष्टि का उन्मेष होता है। किन्तु महाकुण्डल तत्त्व और चिद्-प्रकृति के रहस्य को समझने के लिए सर्वप्रथम भगवत्-तत्त्व अवगत होने का प्रयोजन है। इसीलिए चरम योग के पश्चात् आता है महाकुण्डल-तत्त्व रहस्य।

सृष्टि के मूल में जो है उसे अव्यक्त कहा जाता है। उस अव्यक्त से जो आदि धारा निर्गत होती है वही है सत्ता की धारा; लेकिन सत्ता होते हुए भी यह सत्ता कहकर परिचित नहीं होती कारण सत् होकर भी असत् के सदृश। जिस वेग से अव्यक्त से धारा निर्गत हुई, उसी वेगवान प्रवाह से ही सत् से और एक धारा निर्गत होकर असत् या सदाभास की ओर प्रवाहित होती है। समकालीन सत् की एक धारा अविरत अव्यक्त की ओर प्रवाहित होती है। और असत् से एक धारा सत् अवस्था में उपनीत होकर सत् को चिह्नित करती है। अतएव सत् तब 'सत्रूप' में प्रकाशमान होता है – इसे ही चित् कहते है – अर्थात् स्वप्रकाश सत् ही चित्। फिर, चित् से एक धारा पूर्वोक्त वेग के प्रभाव से बहिरागति से अचित् की ओर प्रवाहित होती है। पूर्व में चित् अवस्था में सत्भाव स्वप्रकाश था, यहीं 'चित्' है किन्तु उस से चिद् भाव प्रकाशित नहीं था। अब अचित् से एक धारा पुनः घूमकर चित् को स्पर्श करने से अप्रकाश चित् स्वप्रकाश चैतन्यरूप में आविर्भूत होकर 'आनन्द' होता है। सच्चिदानन्दमय भगवत् राज्य के दिव्य के अनुशासन की विधि ऐसे ही परिलक्षित होती है। भगवत् राज्य चिद् प्रकृति के नियम से चलता है, वही 'दिव्य' है – और दिव्य में सत् और चित् ओतप्रोत रहता है। भगवत्राज्य हुआ सत्-चित् का अव्यक्त का व्यक्त भाव – विशुद्ध चैतन्य स्वरूप स्वप्रकाश में स्वप्रकाशमय होकर 'पुरुषोत्तम' रूप में उस चिन्मय भूमि में नित्य विराजित नित्यानन्दमय चिदानन्दमय विग्रह। योगीश्वर के क्षेत्र में यही पुरुषोत्तम भाव ही पूर्ण स्वातन्त्र्य रूप चिद् साम्राज्य में प्रतिष्ठा स्वरूप है। महाकुण्डल रहस्य तन्त्रयोग तत्त्वान्तर्गत – यह ब्रह्म और ब्रह्मशक्ति वाचक शिवसत्ता और शक्तिसत्ता का अभेदत्व साधन प्रकाश। परम व्योम मण्डल में शिवसत्ता और उसकी अभेद शक्तिसत्ता ब्रह्म और ब्रह्मशक्तिरूप में एक दूसरे की सम्पूरक पुरुष सत्ता, परमात्मा स्वरूप की प्रतिनिधि। ब्रह्मभाव से ब्रह्मचैतन्य और पुरुष और चिद्शक्तिमयी ब्रह्मशक्ति भी पुरुष। इस भूमि में विपरीत महाभाव नहीं है, इसीलिए इस स्तर पर सत्ता के मध्य एक अनाबिल महाइच्छा का उदय कभी-कभी संघटित हो पड़ता है। उसी महाइच्छा के स्फूरण से महाकुण्डल रहस्य का समाधान एवं प्रकृति का चिद् रहस्य का उद्घाटन; जिस के फलस्वरूप होती है चिद् साम्राज्य की प्रतिष्ठा।

योग-कौशल के अनुसार कुल १०८ योग क्रिया के संबंध में जाना जाता है। ये संख्यादि अर्थात् १००-१०८ पर्यन्त बोधि-चेतना के अतिमानव से महामानव स्तर पर उपनीत होने का क्रम (पत्र सात में है)। महाकुण्डल सभी के लिए नहीं है; सिर्फ जो १०७ भेद कर १०८ में पूर्णत्वलाभ करेंगे उनके लिए ही महाकुण्डल तत्त्व का प्रयोजन है। १०३-भाव स्तर से १०४-में गुण, १०५-में गुणातीत महाभाव, १०६-महाज्ञान, १०७ -महागुण (सगुण/निर्गुण); महाभावमय गुणातीत स्तर पर सत्-चित्, शिवसत्ता और शक्तिसत्ता का, परमपुरुष या परमा प्रकृति की द्वैताद्वैत स्थिति प्राप्ति की अभेदता में चिद् साम्राज्य स्थापन करने का सामर्थ्य महायोगीश्वर का होता है। इस अवस्था में ही महाकुण्डल

का प्रयोजन होता है। महाकुण्डल या चिद्प्रकृति के निरंतर उद्भाष के बिना उस विशुद्ध चैतन्यमय अस्तित्वबोधक या अलख अवस्था से लौट आना असंभव हो जाता है, क्योंकि उस अवस्था के पूर्वावस्था में द्वैताद्वैत स्थिति के समय पुरुष और प्रकृति अभेदत्व को प्राप्त होती है। अर्थात्, पुरुष और प्रकृति एकमेवाद्वितीयम्, जहाँ सम्पूर्ण निवृत्ति, फिर अस्तित्व बोधक भी है। उसी चिदाकाश के महाव्योम मण्डल में महायोगीश्वर अपनी भासमान-सत्ता लेकर वर्तमान रहते है। इस भूमि को शान्त भूमि भी कहा जाता है। किन्तु उस महाशून्य के मध्य लोक उद्भाषित कर उनका अधिष्ठाता होना, यही महायोगीश्वर का चरम लक्ष्य है। इस अवस्था में सगुण- निर्गुण समरस अवस्था में - प्रकृति-पुरुष का एक अत्यद्भूत दिव्य सृष्टिमय राज्य कहा जा सकता है।

–हिन्दी अनुवाद : मातृचरणाश्रित श्रीविमलानन्द

कृष्ण कथा

स्वाहा की कथा

श्रीश्रीमाँ सर्वाणी

देवताओं ने ब्रह्मा के निकट आहार हेतु प्रार्थना की, तब ब्रह्मा हरि के शरणापन्न हुए। तब हरि ने निर्देश दिया, यज्ञ उपलक्ष्य प्रदत्त हवि देवताओं के आहार्य होगा। यही अनुप्रेरणा लेकर समस्त ब्राह्मणादि ने पूजा में, यज्ञ में हवि दान करना आरम्भ किया। किन्तु वह हवि देवताओं को न मिलने पर उन्होंने पुनः ब्रह्मा से इस विषय के प्रतिकार हेतु प्रार्थना की। इस समस्या का समाधान स्थिर करने के लिए ब्रह्मा महामाया की पूजा करने लगे। पूजा से देवी ने प्रसन्न होकर ब्रह्मा से वर प्रार्थना करने के लिए कहा। ब्रह्मा ने वर के लिए याचना की, ''आप अग्निदेव की दाहिका शक्ति और स्त्री बनिये। जिससे अग्नि आपकी सहायता के बिना किसी भी होमीय द्रव्य को भस्म ना कर पाए। तथा मंत्र द्वारा आपका नाम उच्चारण पूर्वक जो हवि प्रदान की जाएगी वह हवि अथवा घृत देवताओं के तृप्तिदायक हो।'' तब ब्रह्मा से समुद्भूता देवी 'स्वाहा' प्रकटित हुई एवं ब्रह्मा के वाक्यों से सम्मत ना होते हुए उन्होंने विष्णु की आराधना के लिए प्रस्थान किया। सुदीर्घकाल तक आराधना करने के पश्चात् विष्णु ने स्वाहा से कहा, ''मैं जब द्वापर में मर्त्य में जन्मग्रहण करूँगा, तब तुम नग्नजित् राजा की कन्यारूप में जन्मग्रहण कर मुझे स्वामीरूप में प्राप्त करोगी। अभी तुम अग्नि की दाहिका शक्ति और स्त्री रूप में पृथ्वी पर पूजा प्राप्त करोगी।'' तब ब्रह्मा के आदेश से अग्नि ने स्वाहा से विवाह किया। उसी समय से ऋषि-मुनिगण एवं ब्राह्मणादि मंत्र के अन्त में 'स्वाहा' शब्द उच्चारण कर यज्ञ में हवि प्रदान करते है।

द्वापर में श्रीकृष्ण के समय नग्नजित् कोशल देश के राजा थे। उनकी कन्या का नाम था 'सत्या'। पिता के नामानुसार कन्या का दूसरा नाम था 'नाग्नजिती'। नृप नग्नजित् ने अपनी कन्या के विवाह हेतु ऐसा प्रण किया कि उनके द्वारा रक्षित सप्त महावृष का वध करनेवाला ही उनका जामाता होगा। कृष्ण द्वारा वृष को परास्त करने पर तब श्रीकृष्ण के साथ सत्या का विवाह सम्पन्न हुआ।

प्राचीन काल में अग्निदेव की स्त्री स्वाहा ने कृष्ण को स्वामीरूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की। दूसरे जन्म में नग्नजित् राजा की कन्या नाग्नजिति (सत्या) रूप में जन्मग्रहण कर श्रीकृष्ण को पतिरूप में प्राप्त करेंगी इस प्रकार श्रीविष्णु रूप में श्रीकृष्ण ने स्वाहा को वचन दिया था। श्रीभगवान द्वारा प्रदत्त वचन ध्रुव और सत्य होता है।

यौगिक तात्पर्य – 'स्वाहा' शब्द का अर्थ 'स्व' अर्थात् स्वयं और 'हा' का अर्थ है आहुति प्रदान करना। अपने 'मैं' के मध्य आत्मशक्ति ही निहित रहता है, इसीलिए ब्रह्मा की आत्मशक्ति ही 'स्वाहा' देवी का रूप परिग्रह कर प्रकटित हुई थी। समस्त सत्ता की आत्मशक्ति ही देवी महामाया रूपा प्रकृति शक्ति। आत्मशक्ति के लिए ही सत्ता के अभ्यंतर में प्राणयज्ञ सम्पन्न होता है अर्थात् प्राण की प्राण में आहुति दान करना ही हुआ 'स्वाहा'; प्राणयज्ञ के फलस्वरूप सत्ता की सभी प्रकार की मलिनता भस्मीभूत हो जाती है एवं देवभाव जाग्रत हो जाता है। देवभाव अन्तर में जाग्रत होने से शुद्ध चैतन्य की जो समस्त अनुभूति लब्ध होती है, उसे ही देवताओं का हवि ग्रहण करना कहा जाता है। देवता जाग्रत होकर प्रसन्न होने के पश्चात् सत्ता की चेतना ईश्वरत्व की ओर धावित होती है। अतएव स्वाहा हुई आत्मशक्ति की दाहिकाशक्ति विशेष। 'स्वाहा' देवी का अन्य नाम 'स्वधा'। 'स्वधा' अर्थात् जो आत्मशक्ति सत्ता की बोधचेतना को धारण कर अटल भाव से धारण कर रखती है।

(*सहायक ग्रंथ : महाभारत*)

हिन्दी अनुवाद – मातृचरणाश्रिता श्रीमती ज्योति पारेख

उन्मेष

(१७)

बुद्धपूर्णिमा – (दिनांक – ९/०५/०९)

क्रियायोग साधना के सम्बन्ध में श्रीश्रीमाँ के वचनामृत –

बाबाजी महाराज ने कहा था गौतम बुद्ध की देह ही मातृगर्भ की उनकी अंतिम देह है। फिर और एकबार तक्षशीला में उन्होंने जन्म लिया एवं उस समय की उनकी देह ही अबतक विद्यमान है। इसीलिए बुद्धपूर्णिमा का दिन ही उनके विग्रह का प्रतिष्ठा दिवस है। बुद्धपूर्णिमा पर बाबाजी महाराज के विग्रह प्रतिष्ठा के २० वर्ष पूरे हो गये हैं। बाबाजी महाराज का विग्रह तैयार करना भी एक अलौकिक घटना है। श्रीश्रीबाबा ने श्रीश्यामाचरण लाहिड़ी का विग्रह प्रतिष्ठा कहने हेतु तैयार करने को कहा पर मेरा मानना है कि विग्रह हमेशा गुरु परम्परा में रहना उचित है, इसीलिए मेरे मन के अनुसार ही ऐसा किया गया है। मैं उस समय सॉल्टलेक में रहती थी। एकदिन रात को मैंने बाबाजी महाराज को स्मरण किया और कहा – 'तुम्हें किस रूप में तैयार करूँ? तुम्हारा जो वर्तमान चेहरा है वैसा या फिर परमहंस योगानन्द को जिस रूप में तुमने दर्शन दिया वैसा?' उन्होंने योगानन्द को जिस रूप में दर्शन दिया था १८–१९ साल के किशोर के रूप में, मुझे भी वैसा ही दर्शन दिये, उनका वह रूप मैंने पेनसिल से अंकित किया। उस तस्वीर के अनुरूप ही इस विग्रह को बनाया गया है किन्तु नाक, आँख, एवं होंठ सामने से जैसे मैंने देखे वैसे ही तैयार किये। उनका नाक पहाड़ियों की तरह है किन्तु ऊपर की ओर थोड़ा ऊँचा एवं चक्षुओं की आकृति में कुछ नेपाली भाव है।

मैंने बाबाजी महाराज को कोट–पैंट पहने हुए एक सज्जन की तरह भी देखा है। तुमलोगों के बाबा (सरोज बाबा) एकबार खूब अस्वस्थ थे। तबतक गुरुपद पर मेरा अभिषेक नहीं हुआ था। मुझे कईबार उस समय उनके घर रहना पड़ता था। एकबार श्रीश्रीबाबा के गले में घाव हो गये थे। वे कुछ खा नहीं पाते थे। उस समय एकदिन दोपहर को मैं वहाँ थी तब गले की वेदना से उन्हें खूब कष्ट हो रहा था, वे लेटे हुए थे हठात् उन्होंने मुझसे कहा, ''मैंने दो जनों को बुलाया है, वे अभी मुझसे मिलने आ रहे हैं।'' मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि कौन दो जन आ रहे हैं? मेरे चाचा नीचे के कक्ष में बैठे हुए एक व्यक्ति से बातें कर रहे थे। बाबा दूसरे तल्ले पर थे; मैं बाबा के लिए दूध में रोटी डालकर उसे नरम कर रही थी क्योंकि बाबा को दूध रोटी खाने की इच्छा थी। किसी का रोग धारण करने के कारण उस समय वे कुछ भी खा नहीं पा रहे थे, उन्हें बहुत कष्ट हो रहा था। तभी नीचे से आकर किसी ने सूचना दी कि दो सज्जन बाबा से मिलने आये हैं। एक जन बंगाली है बंगाली में वार्तालाप कर रहे है और दूसरे एक साहब के तरह कोट पैंट पहने हुए है। तब बाबा ने कहा, ''उन्हें एक–एक कर अन्दर आने को कहो।'' प्रथमत: गंजे सिर वाले बंगाली सज्जन, आकर बाबा के साथ एवं मेरे साथ खूब बातें करने लगे। फिर जाने के पहले मुझसे बोले, ''चलता हूँ माँ फिर तुमसे मिलना होगा।'' मैं सोचने लगी ये मुझे 'माँ' क्यों कह रहे है? उस समय मुझे कुछ समझ नहीं आया। उनके चले जाने के बाद दूसरे सज्जन आये। अत्यन्त गोरे शरीर का वर्ण, आँखों पर चश्मा – अभी–भी मुझे याद है नीले रंग का उनका सूट, आँखों पर चश्मा एवं अत्यन्त सौम्य कांतिमान शरीर। मैंने उन्हें पलंग के पास रखे स्टूल पर बैठने को कहा। इशारे से वे बोले, 'बैठूँगा नहीं', चुपचाप खड़े रहे। उस समय मुझे समझ नहीं आया पर अब लग रहा है कि वे दोनों मन ही मन कुछ वार्तालाप कर रहे थे। मेरी ओर लगातार स्थिर दृष्टि से देख रहे थे। मुझे तो तबतक पता नहीं चला था कि मुझे किसी दिन गुरु के आसन पर बैठना होगा। मुझे विदेश जाना है, यही मुझे ज्ञात था। मेरा पुत्र उस समय बहुत छोटा था, शायद दस महीने का। अपनी माँ के पास उसे देकर मैं बाबा के पास चली आती थी और मेरे पति सिद्धार्थ उस समय विदेश में थे। थोड़ी देर बाद वे सज्जन जाने के लिए प्रस्तुत हुए और जाते–जाते दोनों हाथ उठाकर मेरी ओर मुस्कुराते हुए आशीर्वाद देते हुए चले गये। उनके जाने के दो–तीन मिनट बाद हठात् मुझे लगा – ये तो बाबाजी महाराज हैं। मैंने बाबा से पूछा, ''ये क्या बाबाजी महाराज थे?'' बाबा ने कहा ''हाँ।'' मैं अवाक रह गई। वे इस तरह हठात् यहाँ कैसे आये? बाबा बोले, ''मैंने ही बुलाया था, आयेगा कैसे नहीं? जब भी बुलाऊँगा आना पड़ेगा ('साला' की गाली देते हुए)। तुम आई हो इसलिए तुम्हें ही देखने आये हैं।'' मैंने कहा –''मुझे क्या देखना है?'' बाबा बोले, ''भविष्य में तुम असली इंजन खींच पाओगी या नहीं, इसीलिए तुम्हें देखने आये हैं।'' उस समय मैं समझी नहीं कौन से इंजन की बात

कर रहे है? कुछ नहीं समझी। यही था महामुनि बाबाजी महाराज के साथ स्थूल में मेरा प्रथम दर्शन। इससे पहले मैंने उन्हें दूसरी तरह से देखा था; मेरे विवाह के पूर्व ही मुझे दर्शन प्राप्त हुए थे। परन्तु स्थूल शरीर में यही प्रथम दर्शन थे।

(श्रीश्रीमाँ सर्वाणी द्वारा रचित बंगला ग्रंथ 'उन्मेष' से उद्धृत)

हिन्दी अनुवाद – मातृचरणाश्रिता श्रीमती सुशीला सेठिया

श्रीश्रीभगवान किशोरी मोहन की पत्रावली

श्री अमरेन्द्र चन्द्र श्याम की कृति 'अखण्ड महापीठ' द्वारा प्रकाशित भगवान श्रीश्री किशोरी मोहन का जीवन ग्रंथ 'वृहत् किशोरी भागवत्'। इसके अंतर्गत भगवान किशोरी मोहन के अमूल्य आध्यात्मिक उपदेश समृद्ध पत्रावली से निम्नलिखित पत्रों को उद्धृत किया गया है।

पत्र संख्या (४)

ॐ

४ पौष, १३४५ बं

काशीधाम

श्रीमान राजा – परम् कल्याणीयेषु,

तुम्हारा पत्र पाकर तुम्हारे साधन अवस्था के संबंध में जानकर आनन्दित हुआ। तुमने जिस विषयक प्रश्न किया है उसका उत्तर संक्षेप में दे रहा हूँ यथा –

श्रुति में चैतन्य का विविध रूप से वर्णन हुआ है। निर्गुण एवं सगुण। निर्गुण यथा – अरूपं, अस्पर्शं, अशब्दमव्ययम् इत्यादि। एवं सगुण यथा – सूर्य चन्द्र मसौ धाता यथा पूर्व सकल्पयद्दिव तथ पृथ्वी यतान्तरिक्षं अत स्वः। यहाँ 'धाता' शब्द का अर्थ ईश्वर है एवं 'यथा पूर्वम्' शब्द का अर्थ है जैसा पूर्वकल्प में कृत है। तथा – यस्य प्रशासनात् गार्गी चन्द्र सूर्ये विधृतौ। जगत् में चेतन और जड़ उभय प्रकार की वस्तु दृष्ट होती है। किन्तु निरवच्छिन्न जड़ वस्तु कहीं नहीं है। विष्ठादि जड़वस्तु है लेकिन इसमें से कृमि–कीटादि चेतन की सृष्टि होती हुई दृष्ट होती है। जगत् में रचना कौशलादि भी दृष्ट होते है।

चन्द्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्रादि शून्य में धृत होकर नियमानुसार परिचालित होते है। इन सभी के द्वारा प्रभूत बुद्धिशालिनी चेतन के अस्तित्व की सूचना मिलती है। जगत् में जीवों के कर्मफल का एक नियन्ता है उसे भी समझना होगा। पाप और पुण्यकर्म फलोन्मुख होकर फल प्रदान करते है। उसी फल के अनुसार जन्म, भोग और आयुलब्ध होती है।

'एक प्रघ्यटकेन मिलित्वा एकं जन्म आराभते'। सुखफल के दौरान केवल सुखफल एवं दुःखफल के समय केवल दुःखभोग होने से दुःख असह्य हो उठता है। इसीलिए शुभफल के मध्य पापफल एवं पापफल के मध्य शुभफल का संयोग नियमित किया गया है। इसीलिए प्रत्येक ग्रहदशा के मध्य अन्यान्य ग्रह की अंतर्दशा है। यही नियन्ता का नियम है एवं जगत् में एक नियति भी दृष्टिगोचर होती है। जैसे – काक भुशण्डी मुक्त होकर भी १८ कल्पों तक गये और आये। उनको मुक्ति नहीं मिली, जीवन्मुक्ति होने पर भी देहान्त में निर्वाण मुक्ति मिली नहीं। जीवन्मुक्ति होने से ही निर्वाणमुक्ति मिलती है। यह साधारण नियम का व्यतिक्रम है। साधारण नियम का जो व्यतिक्रम है वह भी ईश्वर की सूक्ष्मनीति है। देह धारण कर जीव प्रारब्ध कर्मफल का भोग करता है। साधारण नियम यही है – जो कि अलंघनीय है। किन्तु जीव जब ईश्वर के प्रति आत्मसमर्पण करता है तब ईश्वर की इच्छा से क्रम से प्रारब्ध फल के व्यतिक्रम से अशुभ के स्थान पर शुभफल की प्राप्ति करता है। भगवद्गीता में उक्ति है–

मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत् प्रसादात् तरिण्यसि।

यह साधारण नियम के व्यतिक्रम से कदाचित् घट जाता है। नियति के नियमानुसार ब्रह्मा, विष्णु महेश्वर का भी कल्पान्तर के पूर्व निर्वाण नहीं होता। इसीलिए श्रीकृष्ण और श्रीराम ने देहान्त के पश्चात् बैकुण्ठ में गमन किया था। उन्हें निर्वाण प्राप्त नहीं हुआ था। ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर समस्त ही परमेश्वर के अंश रूप में उनमें से निःसृत है। श्रीकृष्ण ने जिस देह को प्राप्त किया था वह अंशरूप में विष्णु का अंश था। अंश का अंश। पूर्ण का अवतार नहीं होता। एकमात्र मूल ही पूर्ण है। लेकिन वे ज्ञानी है। हरि और हर उभय ही ज्ञानी है। ब्रह्मा ज्ञानी होने के उपरांत भी कभी–कभी आवृत हो जाते है। श्रीकृष्ण ने उन्हें आवरण दिया था। हरि और हर का भी आवरण है। इसीलिए तीनों के मध्य–मध्य में समाधि रहती है। हरि और हर को मुक्त कहा जाता है। वे ज्ञान के कारण मुक्त हैं इसीलिए शास्त्रों में उन्हें कहीं कहीं पूर्ण बोला गया है। ज्ञानबल से जीव भी इस प्रकार से पूर्ण हो जाते है। इन समस्त जीवों में से कोई–कोई कभी–कभी हरि–हरत्व को प्राप्त हो सकते है। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र के मूल को पूर्णब्रह्म, परमात्मा, परब्रह्म एवं सगुणभाव से ईश्वर, जगदीश्वर इत्यादि

कहा जाता है।

शक्ति चैतन्य को आश्रय कर अवस्थान करती है। शक्ति की शास्त्र में सत्य और मिथ्या तथा सत्य-मिथ्यात्वक उभय रूप से वर्णना की गयी है, नि:सत्, निरसत्, नि:सत्त्वसत्ता इत्यादि। शक्ति सर्वदा ही परिणामशीला होती है। चैतन्य अपरिणामी। ज्ञानोदय से माया और अविद्या साधक के निकट नाशप्राप्त हो जाती है। माया का ऐसा वैचित्र और पराधीनता ब्रह्मज्ञ के निकट तुच्छ है। इस माया-शक्ति के प्रभाव से चैतन्य का ईश्वरत्व एवं मलिना अविद्या शक्ति के प्रभाव से चैतन्य का जीवत्व। दोनों प्रकार की शक्ति के त्याग से चैतन्य स्वरूप से एकमेवाद्वितीयं। ईश्वरत्व, जीवत्व ज्ञानकाल में वर्जित होकर एक अखण्ड पूर्ण चैतन्यरूप में विराजमान रहते है। अतएव एकमेवाद्वितीयं यही तत्त्वत: सत्य है। इसीलिए तत्त्वज्ञानी कहते हैं – जीवोनास्ति, जगत्नास्ति, तथेश्वर:। उनके परिप्रेक्ष्य में देह रहने पर भी देहान्त के पश्चात् एकमेवाद्वितीयं। तत्त्वज्ञानी के निकट ईश्वरत्व, जीवन्व और जगत् अखण्ड चैतन्य पर आरोपित मात्र। बद्ध के पक्ष माया, अविद्या है। मुक्त के पक्ष में नहीं।

इति–

श्रीकिशोरी मोहन

पुनश्च:- प्रारब्ध कर्मफल के संबंध में शास्त्र में वर्णित है – न हरि: शंकरो ब्रह्मा नान्यथैव कदाचन - अर्थात् ब्रह्मा, विष्णु महेश्वर भी उसके अन्यथा नहीं कर पाते। यह मूल का संकल्प कहकर सिद्ध होता है। फलश्चत: इत्यादि वेदान्त शास्त्र में वर्णित है। (निम्न में लिखा पत्र एक ही लिफाफा के भीतर एक ही तारिख में दिया गया है।)

पत्र संख्या (४/१)

श्रीमान राजा,

साधन द्वारा जीवन्मुक्ति प्राप्त होने पर देहान्त के पश्चात् जीव को निर्वाण प्राप्त होता है, यह साधारण नियम है। इसका व्यतिक्रम है - देह की विद्यमानता में यदि उन्हें ईश्वर से विशेष अधिकार प्राप्त होता है, तो उस अधिकार काल के मध्य उनका निर्वाण नहीं होता। महर्षि वेदव्यास को कल्पान्त-काल पर्यन्त शास्त्रग्रंथ रचना का अधिकार या भारप्राप्त होने से उनको निर्वाण प्राप्ति नहीं हुई। कल्प के अन्त में हो सकती है। इसी प्रकार ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र को भी इस कल्पान्त पर्यन्त अधिकार प्राप्त है। कल्पान्त के अन्त में निर्वाण हो सकता है। किन्तु उनकी किसी में भी यदि वासना रहेगी तो आगामी कल्प में भी कार्य करेंगे, तब आगामी कल्प में पुनराय आ सकते हैं। ऐसे ही सूर्य-देवता, वायु-देवता, वरुण, अग्निदेवता प्रभृति देवतागण को भी विशिष्ट अधिकार प्राप्त है। यम और चित्रगुप्त भी इसी प्रकार है। समस्त एक मूल से ही अधिकार प्राप्त है। उन सभी देवताओं अथवा इनके मध्य से कोई-कोइ जीवन्मुक्ति लाभ कर कल्पान्त में वासनाहीन हो कर निर्वाण को प्राप्त हो सकते है। वासना रहने पर कल्पान्त में पुनरावृत्ति होगी। समूल में सर्ववासनाक्षय से और पुनरावृत्ति नहीं होती। तुम्हारे प्रश्नों के जवाब में अनेक अतिरिक्त बातें लिखी, उनमें से तुम अपने प्रश्नों के उत्तर संग्रह कर लो। प्रकृत जीवन्मुक्ति लब्ध होने से सर्वप्रकार की वासनाओं का क्षय होकर स्वयं ब्रह्मस्वरूप में सदा ही अवस्थित रहेगें। यह प्रथम ज्ञानोदय के पश्चात् क्रमश: प्रकाशमान होता है। किसी-किसी में ज्ञानोदय के पूर्व में ही ऐश्वर्य का उदय हो जाता है। ये सभी ज्ञान के प्रतिबंधक होते है। इन समस्त में सम्पूर्ण अनास्था, वैराग्य और उपेक्षा तथा तुच्छता आने पर क्रमश: ज्ञान का उदय होता है। ज्ञानोदय से मुक्त होकर इन समस्त प्राप्ति की आकांक्षा नहीं रहती। आकांक्षा होने से उनकी भी प्राप्ति होती है। तद्वैराग्यादपि दोष बीज क्षये कैवल्यं – योगसूत्र। भाष्यकार व्यास ने कहा है – ईश्वर अनीश्वरो वा - अर्थात् ऐश्वर्य का उदय हो या न हो ज्ञानोदय से आत्मतत्त्व से अवगत होकर कैवल्य की प्राप्ति होती है। अतयेव मुक्तिगामी ऐश्वर्य की आकांक्षा का वर्जन करते है।

इति–

श्रीकिशोरी मोहन

–हिन्दी अनुवाद : मातृचरणाश्रित श्रीविमलानन्द

श्रद्धांजलि

श्रीमत् स्वामी हरिहरानंद, पहाड़ीबाबा के शिष्य स्वामी दयानंद गिरि महाराज के साथ श्रीश्रीमाँ का प्राय: १५ वर्ष का संपर्क था। श्रीश्रीमाँ के सान्निध्य में वे सुदीर्घकाल उन्नत रूप में क्रियायोग साधना की शिक्षा ग्रहण करते थे इसीलिए श्रीश्रीमाँ उन्हें 'लड्डु गोपाल' नाम से संबोधित करती थी। वे हम सबों के अति प्रिय थे। विगत ६ दिसम्बर प्रात:काल उनके स्वस्थ अवस्था में ही प्रयाण से हमलोग अत्यंत शोकाकुल हो गये। उनके प्रति हम सभी आंतरिक श्रद्धा एवं प्रेम निवेदन करते हैं।

परमब्रह्म के साक्षी

श्रीश्रीमाँ सर्वाणी

गतांक से आगे––

(३४)

योगी जब परमशिवावस्था प्राप्त करते हैं तब वे हमेशा विराट् कूटस्थ में रूप दर्शन करते है, उस दर्शन के फलस्वरूप

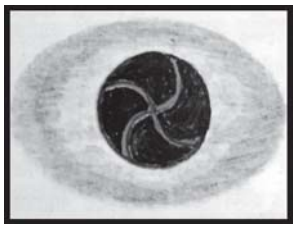

योगी मन के असीम परिधि के चैतन्य बोध के विशाल तत्त्व का अनुभव कर उसे हृदयंगम करने में सक्षम होते है। सर्वप्रथम रूप का दर्शन तत्पश्चात् अरूप का दर्शन और इसके बाद अनुभूति; चैतन्य से होकर चेतना में वापस आने पर पुनः दर्शन प्रतिबिंबित होता है, तदुपरांत संबोधि अथवा महाबोधि की सहायता से स्वरूप की स्वानुभूति व्यक्त होती है। यही है श्रुति अवस्था; जीवन्मुक्तावस्था प्राप्त परमशिवरूप योगी वज्राकृति अग्नि की झलक या spark कूटस्थ मध्य अवलोकित करते हैं एवं जिन-जिन विषयों पर वे इच्छा मात्र से ध्यान केन्द्रित करते है तब प्रज्ञालोक में प्रदीप्त होकर उन विषयों के संबंध में यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने में वे सक्षम होते ही यह अवस्था समाधि के पूर्व से ही योगी के मध्य स्फुरित होने लगती है एवं समाधि अवस्था में उपनीत होने के उपरांत यह नित्यसिद्ध या स्वभावसिद्ध हो जाती है; विराट् कूटस्थ के मध्य सम्मुखस्थ आलोक तिमिराच्छन्न विराट् गगन में प्रारंभ में विद्युत वेग से स्वर्णिम बिन्दुसम वैद्युतिक आलोक छिटक-छिटक कर गिरता रहता है, दर्शन होता है; तत्पश्चात् दोनों चक्षुओं के अभ्यंतर में वृहदाकार दीप्त स्वर्णगोलक झलकता है, ठीक जैसे श्रीश्रीजगन्नाथ देव के लोचन हो, स्थिर रूप से दर्शन होता है, जगन्नाथ देव के नयनों के उपरिभाग में जैसे स्वेत अथवा पीतवर्ण का तिलक चिह्न रहता है, ठीक वैसे ही ज्योति-रेखा का भी दर्शन होता है; यह सब जब निजसत्ता में प्रत्यक्ष होने लगा, तब जगन्नाथ तत्त्व के संबंध में ज्ञान सत्ता मध्य प्रस्फुटित हुआ। तदन्तर सृष्टि में वामावर्तन गति एवं दक्षिणावर्तन गति के विषय में भी प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ।

उपरोक्त जगन्नाथ देव के चक्षु के सदृश दो कांतिमान गोलक वामावर्त्तन और दक्षिणावर्त्तन गतिपथ (मार्ग) के चिह्न स्वरूप है।

''सर्वभूतों में प्राणों की स्थितिभाव के अनुरूप ही चमत्कृत होती है, एक सूत्र में पिरोई हुई माला की तरह, वहाँ न तो प्रकाश है न अंधकार'' – इन दिनों प्रत्यह यह दर्शन कूटस्थ के मध्य होता रहता है। एक अनादि अनन्त स्पन्दन के साथ मेरी सत्ता नित्ययुक्त अवस्था में समासीन रहती है। यह सर्वदा ही उपलब्धित होता है; मन्दिर का वृहत् घड़ी-घण्टा जब हथौड़े के आघात से क्रमागत प्रतिध्वनित होता रहता है, तब एक समय ऐसा आता है कि आहत शब्द, निरन्तर अनाहत शब्द की तरह श्रुतिगोचर होता है; ठीक उसी प्रकार वह ध्वनि मेरे मघ्य अविरत ध्वनित होती है, उसके साथ ही दाएं कान में शीं-शीं शब्द स्थूल चेतना को व्यस्त रखने में सहायता करता है। ऐसा होते-होते एक समय आता है जब घड़ी-घण्टे की ध्वनि, शीं-शीं ध्वनि से अलग हो जाती है एवं तब सिर्फ घड़ी-घण्टे की ध्वनि और भी प्रचण्ड रूपेण सुनाई देती है एवं निजबोध लय हो जाता है; इस अवस्था में दृश्य नहीं, द्रष्टा नहीं, प्रकाश-अंधकार के महासम्मिलन में प्राण के साथ महाप्राण का मिलन घटित हुआ यह मैंने उपलब्धित किया। संवित का मूल स्थान हृदय-कमल है। वहाँ से होकर वह आज्ञाचक्र या भ्रूमध्य होते हुए सहस्रार को जाता है। एवं सहस्रार से समग्र देह सत्ताबोध में संचारित होकर बाह्य विषय में संचारित होता है। संवित को सहस्रार से अवतरण करवाकर आज्ञा के पथ पर पुनराय हृदय में स्थापित करना ही योगी का कर्तव्य है। प्रत्यक्ष दर्शन भाषा में – आलोक-अंधकार मिश्रित गगनमण्डल प्रतिभात हुआ; मुहूर्तकाल में उस गगन का केन्द्रस्थल भेद होकर और भी गाढ़े अंधकारपूर्ण गह्वर या गुहा का दर्शन हुआ। उस गह्वर के पीछे से होती हुई विशाल ज्वलंत लोहितवर्ण सुक्ष्म आकृति संपन्न प्रदीप्त धूर्णायमान वैद्युतिक रश्मि अविरत निर्गत हो रही थी एवं कूटस्थ स्थल पर आज्ञापद्म में आकर यह वैद्युतिक आलोक की तरंग धक्का खाकर मस्तक के मध्य फैलने लगी; मस्तक में अत्यंत शक्तियुक्त palpitation अनेक क्षणों तक अनुभूत हुई। स्थूल चेतना में अवस्थान करने के समय मस्तक में उसी शक्ति के स्पन्दन का अनुभव किया गया। ई ३१/३/९४ – क्रियारत अवस्था में आज परिपूर्ण रूप

से अनुभव हुआ कि निम्न की सब चेतना पूरक प्राणायाम के साथ मस्तक में उठ आती है, फिर रेचक के समय मस्तक से होती हुई समग्र चेतना सम्पूर्ण शरीर में निर्झर तरंग की तरह फैल जाती है; स्वर्णाभ ज्योति की तरंग मस्तक के ऊपर स्वर्णवर्णीय सूर्यमण्डल के साथ मिलती है, फिर सामने गाढ़े नीले आकाश में स्वर्ण ज्योति की तरंगे मिल-जुल कर एकाकार हो जाती है। अव्यक्त स्थिर शान्त आनन्द-बोध में निज अस्तित्व-बोध की उपलब्धि होने लगी। योनिमुद्रा साधन की और आवश्यकता नहीं होती। *...समाप्त*

हिन्दी अनुवाद – मातृचरणाश्रित श्रीविमलानन्द

भ्रमण

श्रीश्रीमाँ की प्रथम बद्रीनाथधाम यात्रा

(३)

तीर्थयात्री हो या साधारण जनमानस सभी हरिद्वार को हिमालय का प्रवेश द्वार या स्वर्गद्वार मानते है। प्रकृतिक ऐश्वर्य की अधिकारी मनोहारी वेगवती गंगा के बॉयी ओर कुछ ही दूरी पर है 'मनसा पहाड़' एवं दायी ओर आदि गंगा के ऊपर निर्मित पथ की ओर अग्रसर होते हुए है 'चण्डी पहाड़'। दोनों पहाड़ों के ऊपर है उभय देवियों के दोनों मन्दिर। साधु-सन्त तथा तीर्थयात्रीगण देवी दर्शन और पूजा पाठ के उद्देश्य से वहाँ जाते है। सुना जाता है कि उन दोनों पहाड़ों में कुछ साधु-सन्त गुहा में और कुछ आश्रम में रहते हैं। हम लोगों का गंतव्यस्थल था भृगु आश्रम और उद्देश्य था ब्रह्मज्योति माँ के दर्शन। श्रीश्रीमाँ के क्रियाह्निक शिष्य एवं हमारे गुरुभाई मनीषानंदजी, प्रात:काल हरिदासधाम में पहुँचकर श्रीश्रीमाँ से मिले एवं अपने सन्यास-गुरु ब्रह्मज्योति माँ के पास जाने के लिए वहाँ पर सभी प्रकार की व्यवस्था सही ढंग से की गई है अवगत करवाया। उन्होंने (ब्रह्मज्योति माँ) मनीषानन्दजी द्वारा यह संवाद प्रेषित कर आश्रम में आने के लिए श्रीश्रीमाँ को स्नेहिल आमंत्रण दिया। पहाड़ी परिवेश के अपरूप सौन्दर्य और राजा भगीरथ के तपोबल द्वारा हिमालय से आनयन भागीरथी नदी की जलक्रीड़ा एवं पथ के दोनों किनारों पर घर, मठ-मन्दिर, आश्रम देखते-देखते हम लोग भृगु आश्रम पहुँचे। द्वार के समक्ष उपस्थित गुरुभाई मनीषानन्दजी श्रीश्रीमाँ का स्वागत कर आश्रम में ले गये एवं आसन ग्रहण करने के लिए सादर निवेदन किया। उस आश्रम की मूल कर्णधार ब्रह्मज्योति माँ श्रीश्रीमाँ के समीप ही अपने आसन पर विराजित हुई। हम सभी उन्हें प्रणाम निवेदन कर श्रीश्रीमाँ के चरणों के पास बैठ गये। जहाँ हमलोगों के बैठने की व्यवस्था की गई थी वह स्थान आश्रम के ठाकुर घर समेत नाट-मन्दिर जितना था। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानों तैंतीस कोटि देवी-देवता सभी ठाकुर घर में सिमटकर रह गये हों, देवी-देवताओं का स्थान बाड़ से घिरा हुआ था, लेकिन एक प्रवेशस्थान बना रखा था जिससे कि पुरोहित महाशय को कोई असुविधा न हो।

श्रीश्रीमाँ ब्रह्मज्योति माँ के पास जाकर जब बैठी तो श्रीश्रीमाँ की ओर अपलक शान्त सौम्य दृष्टि से निहारते हुए ब्रह्मज्योति माँ ने कहा, ''तुम तो जगदम्बा का स्वरूप हो।'' वहाँ श्रीश्रीमाँ की पूजा और आरती के पश्चात् उनके साथ प्रथम आलाप के बाद से ही ब्रह्मज्योति माँ से हिन्दी में श्रीश्रीमाँ ने कहा कि, ''मेरी उम्र तो माँ आप से बहुत कम है, इसीलिए आप से कुछ सीखने आयी हूँ।'' ब्रह्मज्योति माँ ने कहा, ''तुम तो जगदम्बा का स्वरूप हो, तुमको मैं क्या सिखाऊंगी?'' श्रीश्रीमाँ ने तब कहा, ''तुम तो ब्रह्मज्योति हो इसीलिए तुम से मैं ब्रह्मज्योति चोरी करने आयी हूँ।'' श्रीश्रीमाँ की बातों में हास्यता का पुट होने के कारण वे भी हँसने लगी। हम सभी लोगों का परिचय, श्रीश्रीमाँ के आध्यात्मिक जीवन के कुछ मूल्यवान प्रसंग, हमारे परमपूज्य गुरुदेव श्रीश्रीबाबा का साधन जीवन, श्रीश्रीमाँ के साथ श्रीश्रीबाबा का साक्षात्कार, योगदीक्षा प्राप्ति, साधनजीवन, निर्विकल्प समाधि अवस्थालाभ, सद्गुरु पद पर उपनीत होना प्राय: सभी घटनाओं का उल्लेख सत्संग के माध्यम से सुलभता से हुआ। श्रीश्रीमाँ ने हमारी पत्रिका उन्हें प्रदान की।

इसके पश्चात् ब्रह्मज्योति माँ ने भी अपनी आध्यात्मिक जीवन से संबंधित उनके पक्षों जैसे गुरुपद पर आसीन, सन्यास ग्रहण, साधन जीवन और गुरु के निर्देशानुसार दीक्षादान तथा आश्रम प्रतिष्ठा इत्यादि विषयों पर संक्षिप्त और सुन्दर विवरण दिया। उनके गुरुदेव हिमालय में रहने वाले एक उच्च महात्मा थे। वे श्रीअवधूत ओम बाबा के नाम से परिचित थे। अवधूत ओम बाबा से ब्रह्मज्योति माँ ने दीक्षा प्राप्त की। हमलोगों ने देखा कि उन्होंने अपने पूज्य गुरुदेव

की तस्वीर को बँधवाकर अतियत्न से ठाकुरघर के आसन पर विराजित कर के रखा था। वहाँ के मन्दिर में श्रीअष्टभुजा माता, श्रीसरस्वती माता, गायत्री माता, भवानी माता, सन्तोषी माता, अनन्तशय्या पर श्रीनारायण और उनके श्रीचरणों में उपविष्ट माँ लक्ष्मी, श्रीश्रीराधाकृष्ण, श्रीराम-सीता और लक्ष्मण एवं उनके श्रीचरणों में उपविष्ट वीर हनुमानजी, श्रीगणेशजी और ऋद्धि-सिद्धि, कार्तिक देव, ब्रह्माजी, दत्तात्रेय ऋषि और आसन पर तीन गोपालजी भी मन्दिर की शोभा को बढ़ा रहे थे। इसके अतिरिक्त बच्चों का क्रीड़ास्थल, गौशाला, फूल के बागान इत्यादि भी थे। मेरी अभिज्ञता के अनुसार ब्रह्मज्योति माँ प्राय ८२/८३ वर्ष की थी लेकिन साधना की उज्ज्वल छाप उनके मुख पर स्पष्टतया झलक रही थी, यानि समय से वे बहुत पीछे रह गई थी। फलत: वे अपनी उम्र से बहुत छोटी लग रही थी। अपने स्वभाव में विनम्रता और मृदुता लिए तीक्ष्णबुद्धि सम्पन्न माताजी के प्रतिष्ठान परिचालन की क्षमता अभी भी उतनी ही उत्कृष्ट है। ब्रह्मज्योति माँ को हरिद्वार में आश्रम के अतिरिक्त और भी दो आश्रम है, एक उत्तरकाशी में जहाँ मनीषानंदजी प्राय: सम्पूर्ण वर्ष रहते है। अन्य एक हिमाचल प्रदेश में भी है, वे अभी भी प्रत्येक आश्रम में आवागमन करती है। श्रीश्रीमाँ से श्रीबदरीनाथधाम जाने की बात सुनकर उन्होंने हम सभी को चॉकलेट और लम्बी यात्रा के लिए कुछ सुखी खाद्य सामग्री भी प्रदान की। उनके द्वारा की गई समुचित खान पान की व्यवस्था और आदर-सत्कार ने हमलोगों में आत्मीयता का संचार कर दिया उन्होंने। हमारी भावभीनी विदाई तो होनी ही थी अत: आखिरकार अनुमति लेकर हम सभी गाड़ी में जा बैठे।

हम लोगों का परवर्ती गंतव्यस्थल था प्राचीन ऋषियों की तपोस्थली ऋषिकेशधाम के परमहंस स्वामी शिवानन्द बाबा के आश्रम की ओर। पहाड़ी क्षेत्रों की वनभूमि को पार करती हुई हमारी गाड़ी पवन से बाते करती हुई आगे बढ़ रही थी। एक तो स्वर्गराज्य हिमालय का अप्रतिम सौन्दर्य दूसरी ओर स्नेह और ममता की मूर्ति श्रीश्रीमाँ के साथ जाने का अनुभव हमें भीतर से रोमांचित कर रहा था। इस हिमालय यात्रा में ऋषिकेश के गंगा किनारे अवस्थित कई आश्रमों में हमलोग गये।

शहरी जन-कोलाहल और यान-वाहनों की आवाज और प्रदूषण से मुक्ति पाई, पर्वत गिरि अंचल की निर्मल प्रकृति के सान्निध्य में आकर एक नैसर्गिक आनन्द की अनुभूति हुई। कुछ समय की यात्रा के पश्चात् ही हम लोग महापुरुष शिवानन्दबाबा के 'डिवाईन लाइफ सोसायटी' आश्रम में पहुँचे। श्रीश्रीमाँ के निर्देशानुसार गाड़ी को एक जगह पर खड़ी कर के हम लोगों ने उनके द्वारा प्रकाशित पुस्तक विक्रय केन्द्र पर जाकर कुछ पुस्तके खरीदी। गुरुभाई वरूण दत्त तथा हमलोगों ने स्वामी शिवानन्द बाबा के समाधि मन्दिर की परिक्रमा की और आश्रम का अवलोकन भी किया। आश्रम एक विशाल पहाड़ की गोद में अवस्थित है और विभिन्न वृक्षों द्वारा आवृत अति सौन्दर्यमय और शान्त परिवेश यथार्थ में वह एक साधनोपयोगी स्थल है। उसके पश्चात् हमलोग स्वामी सेवानन्द बाबा के आश्रम में पहुँचे। वे उस आश्रम में प्राय: आठ वर्ष से आश्रम की सेवा व अन्यान्य कर्म अपनी साधना में कार्यरत है। स्वामी सेवानन्दजी हमारे आश्रम में स्वानुभवदेव श्रीश्रीबाबाठाकुर के संग एकबार आये थे। इसलिए जब उन्होंने अपने श्रीश्रीमाँ के आने की खबर सुनी तो उनकें एक अनोखी स्फूर्ति का संचार हुआ आनन-फानन में ऊपर से उतर कर उन्होंने श्रीश्रीमाँ को बिठाया। उसके पश्चात् सत्संग के माध्यम से विभिन्न आध्यात्मिक प्रसंगों पर चर्चा, प्रश्न-उत्तर एवं आश्रम में सभी का परिचय हुआ। हमारे आश्रम में श्रीश्रीअन्नपूर्णा क्षेत्र के विषय में और श्रीश्रीबद्रीनाथधाम में जाने के उद्देश्य के संबंध में श्रीश्रीमाँ ने पूरी जानकारी दी। उन्होंने हम सभी को यत्न से चाय नाश्ता करवाया बिस्किट, ड्राई फ्रूट्स भी खिलाये, कुछ आध्यात्मिक पुस्तकें प्रदान की एवं आदि शंकराचार्य की एक मूर्ति जो कि श्रीश्रीमाँ को अत्यंत प्रिय थी वहाँ से विदाई के समय श्रीश्रीमाँ को भेट स्वरूप दी। श्रीश्रीमाँ वह मूर्ति पाकर अति आनन्दित हुई। बद्रीनाथ यात्रा में शंकराचार्य का विग्रह सारे समय श्रीश्रीमाँ के गोद में था। वहाँ से निकलने के समय वे हमारी गाड़ी के समीप आए और श्रीश्रीमाँ को बद्रीनाथधाम यात्रा से लौटने के समय आश्रम में रूकने के लिए विशेष आग्रह किया। हम सभी ने उन्हें प्रणाम निवेदन कर वहाँ से प्रस्थान की अनुमति माँगी और चल पड़े सच्चाबाबा के आश्रम की ओर। *...क्रमश:*

–मातृचरणाश्रित स्वामी संवेदानंदजी

हिन्दी अनुवाद–मातृचरणाश्रिता श्रीमती ज्योति पारेख

योग प्रसंग पर उपलब्धित आलोक

श्रीश्रीमाँ सर्वाणी

प्रश्न ३६ : जीवसत्ता में सुख-दु:ख बोध या अनुभूति कहाँ से उत्सारित होती है एवं उस सुख-दु:ख से निवृत होकर प्रशान्त अवस्था के बोध में कब उन्नीत हुआ जाता है; किस अवस्था में?

उत्तर : जीव का अहंभाव; अस्मिता का अविद्याजनित आवरण अर्थात् कर्तृत्वाभिमान उसके साथ इन्द्रियों और

रिपुओं के विकार सम्पन्न प्रवृत्तिमूलक कामना-वासना के फलस्वरूप सुख-दु:ख की अनुभूति होती है एवं चरम में मृत्युराज्य परिभ्रमण अविद्या के फलस्वरूप ही होता है। इसीलिए अविद्या ही समस्त क्लेश का मूल है। इस अविद्या से निवृत्त ना होने पर्यन्त सत्तात्मा स्वीय ब्रह्म-स्वरूप में स्थितिलाभ कर नहीं पाती। ब्रह्मविद्या साधन कौशल साधने के फलस्वरूप प्राण की गति सुषुम्नावाही होने पर विद्युत झलक के सदृश आलोक दर्शन होता है एवं उस आलोक के सम्वर्द्धन के परिणाम स्वरूप चित्तचांचल्य दूरीभूत होकर 'ज्ञान' या प्रज्ञा अवस्था में साधक को उपनीत कर देता है। ज्ञान, निर्मल चित्त के स्वच्छता का प्रकाशक चित्त का धर्म है। अज्ञान भी चित्त का ही धर्म है किन्तु ज्ञान में चित्त का लक्ष्य अन्तर्मुख रहता है एवं अज्ञान में अन्तर्मुख लक्ष्य आवृत रहता है इसीलिए ज्ञान के द्वारा अज्ञान निवृत्त होता है। बहिर्मुखता में दु:ख, अभाव और अन्तर्मुखी अवस्था में सुख या तृप्तिबोधक भाव रहता है। सत्ता के बोध के लक्ष्य की अन्तर्मुखता आच्छन्न होने से ही तब वहाँ बहिर्मुखता में प्राणचंचल होकर मन को अशान्त और दु:खमय कर देते है। इस चित्त विक्षेप के मूल में आवरण का ही कार्य है। किन्तु जब अन्तर्लक्ष्य में चित्त निबद्ध होकर अन्तर्मुखी होकर प्रत्याहृत अवस्था में उपनीत होता है तब अन्तर में आलोक के विकास से आवरण अपसारित हो जाता है एवं उस अवस्था में अस्मिता एवं उसके फलभूत सुख-दु:ख स्वत: ही निवृत्त हो जाते है। यह जो ज्ञान है यह वास्तव में एक प्रकार अन्त:करण वृत्ति में प्रतिभासमान चित्शक्ति का प्रकाश है। ज्ञान के उन्मेष होने पर अज्ञान का नाश अवश्यम्भावी है। तथा अज्ञान की निवृत्ति से प्रशान्त अवस्था के बोध में उन्नीत हुआ जाता है।

प्रश्न ३७: नाम या मन्त्र जप से किस प्रकार विशुद्ध ध्वनि और ज्योति का विकास होता है?

उत्तर : लक्ष्य अन्तर्मुखी कर सद्गुरुप्रदत्त नाम या मन्त्र यथा विधि अभ्यास करते-करते आत्मस्थ हो जाने पर एक समय वहाँ से ध्वनि श्रुतिगोचर होती है। नियमित साधन के परिणाम स्वरूप अन्त:स्थित चित्तवृत्ति जितनी निवृत्ति के प्रवाह की ओर गतिमान होती है उतनी ही माया प्रपंचमय अशुद्ध ध्वनियाँ शुद्ध होकर विशुद्धता को प्राप्त होती है। यही विशुद्ध ध्वनि तब मानसवृत्ति स्वरूप अशुद्ध ध्वनियों को निर्मल कर 'स्वरूप' में परिणत करती है – यही चैतन्य शक्ति का खेल है। चिन्मय नाम या बीजमंत्र जप से इस विशुद्ध ध्वनि का विकास होता है। ध्वनि, श्रुतिगोचरी भूत एक प्रकार शब्द; यह मूलवस्तु नहीं है। यह ज्योति का बहिर्प्रकाश मात्र है। सर्वप्रथम शब्द या ध्वनि, तत्पश्चात् ज्योति का स्फूरण साधक प्रत्यक्ष करता है। फिर कभी-कभी आरंभ में ज्योति एवं उसके उपरांत उसी ज्योति से शब्द का अनुरणन प्रतिध्वनित होते हुए सुना जाता है। आधार के तारतम्य से इसी प्रकार अनुभूति का विकास होता है। प्राणायाम सुदीर्घकाल साधन के फलस्वरूप भी अन्त:स्थित वृत्ति प्रत्याहृत होकर विशुद्ध ध्वनि का स्फूरण होता है। अन्तर्मुखी गति में जप और प्राणायाम के फल से नाम अथवा जप के अक्षमाला रूपी ज्योतिर्बिन्दु, जो कि प्रत्येक चेतना के कमल दल के मध्य में है, वे विगलित होना आरम्भ करते है एवं विशुद्ध ज्योति में परिणत होकर विशुद्ध ध्वनि में परिणत हो जाते है। विशुद्ध ध्वनि श्रवण करते-करते चित्त जब अन्तर्मुख हो जाता है तभी ज्योति का विकास होना आरम्भ होता है। चरम अवस्था में सिर्फ ज्योति ही रह जाती है; तब ध्वनि नहीं सुनी जाती। तब साधक को यह उपलब्धि होती है कि ज्योति के बाहर ध्वन्यात्मक शब्द एवं ध्वनि के बाहर वर्णात्मक शब्द अवस्थान करते है। यह विशुद्ध ध्वनि ही ओंकार की स्वरूप शक्ति है, जिसके द्वारा इस विश्व-ब्रह्माण्ड का सृजन हुआ है।

–हिन्दी अनुवाद : मातृचरणाश्रित श्रीविमलानन्द

गुरुगीता

(मूल अन्वय, बंगानुवाद व यौगिक और साधारण अर्थ सम्मिलित)

योगीराज श्रीहरिमोहन बन्द्योपाध्याय

(१३)

न गुरोरधिकं तत्त्वं न गुरोरधिकं तपः।
तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः।। ४५

–गुरोरधिकं तत्त्व न (नास्ति), गुरोरधिकं तपः न, तत्त्वज्ञानात् परं (ज्ञानविषयः) नास्ति, (तद्धेतोः) तस्मै श्री गुरवे नमः।। ४५

तत्त्व (जानने का विषय)। गुरुब्रह्म की अपेक्षा अन्य कुछ भी जानने का विषय नहीं है, कारण ब्रह्मज्ञान पाने के लिए ही जीव बहु तत्त्व अनुसंधान का व्रती होता है। कूटस्थ तत्त्व लब्ध करने के लिए पंचतत्त्व साधन में जीव व्रती होता है, पश्चात् में कूटस्थ तत्त्व सिद्धि के द्वारा सर्वज्ञान सम्पन्न होकर ज्ञान के परावस्था में पहुँचकर सर्वतत्त्व अतिक्रम कर, परब्रह्म को प्राप्त कर, सत्यलोक में गति होकर, वह तत्त्वातीत अवस्था प्राप्त करता है; इसलिए सत्यलोक में आकर जीव सर्वतत्त्व के अतीतावस्था में पहुँच जाता है, इस तत्त्वज्ञान के अतिरिक्त और कोई वस्तु नहीं है। कूटस्थब्रह्म ही परमब्रह्म का प्रकाशमान रूप है, अतएव जड़-जीव के पक्ष में वे ही उपास्य देवता होते है, परब्रह्म देव या शून्यरूपी कहकर (२८ श्लोक देखो), वे उपास्य देवता नहीं हो पाते, इसीलिए कूटस्थ पद की ही उपासना या तपस्या होती है, एवं तद्रूप तपस्या सिद्ध होने से ही जीव की ब्रह्मलोक में स्वतः ही गति होती है।

कूटस्थ पद को ही तपोलोक कहते है, उस तपोलोक में स्थिति के द्वारा तपस्याकार्य सम्पादित होता है, इस तपस्या सिद्धि के द्वारा जीव ब्राह्मणत्व लाभ करता है (यथा – ब्राह्मणस्य तपोमूलं यज्ञः स्वाध्याय एवं च। तस्मादग्रे फलं ब्रूहि तपसोहध्यायनस्य च।। वह्निरुवाच। स्वाध्यायतपसोर्वक्ष्ये तन्मे निगदितं-श्रृणु। तपस्ये हि परं नास्ति पतसा विन्दते महत्। तपसा क्षीयते पापं मोदते सह दैवतैः। तपसा प्राप्यते स्वर्गस्तपसा प्राप्यते यशः।। तपसा सर्वमाप्नोति तपसा विन्दते परम। ज्ञान-विज्ञान सम्पन्नः सौभाग्यं रूपमेव च।। इत्यादि – वह्निपुराणम्)।। ४५

मन्नाथः श्रीजगन्नाथो मद्गुरुः श्रीजगद्गुरुः।
ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः।। ४६

मन्नाथः (मम नाथः) श्री जगन्नाथः (जगतः नाथ एव),मद्गुरुः श्री जगद्गुरुः (जगतः गुरुरेव), ममात्मा (मम आत्मा) सर्वभूतात्मा (सर्वेषां भूतानां आत्मा एव), तस्मै श्रीगुरवे नमः।। ४६

मेरी देह मध्य प्राणस्वरूप में नाथ या प्रभुरूप में है इसीलिए वे मेरे नाथ है, अर्थात् तद्भाव में मेरा अस्तित्व रह नहीं पाता इसीलिए वे मेरे नाथ; इसी प्रकार उनके अभाव में जगत् की भी सत्ता नहीं रहती इसीलिए वे जगत् के भी नाथ है; वे मेरे गुरु हैं, अर्थात् मेरे मध्य वे नियामक भाव में हैं, अर्थात् अच्छे-बुरे का विचार कर बुद्धि स्वरूप उन्हें अवलम्बन कर के ही समस्त कार्य करने में मैं सक्षम हुआ हूँ, इसीलिए वे मुझ में गुरुरूप में है; उसी प्रकार वे जगत् के भी नियामक स्वरूप गुरु, अर्थात् उनके ही नियमानुसार पंच-तत्त्वात्मक जगत् में पंचतत्त्व के कार्य होते हैं, अर्थात् जीव-देह रक्षार्थ जगत् से अन्न समुत्पन्न होता है, पर्ज्जन्य (बादल) से अन्न, यज्ञ से पर्ज्जन्य, इत्यादि विभिन्न तरह जगत् के समस्त कार्य उनके ही अनुग्रह से होते है (गीता ३ अः, १४-१५ श्लोक देखो); वे मेरे मध्य आत्मस्वरूप में है (अर्थात् देह चली जाएगी एवं देह सम्पर्कीय समस्त संबंध कालाधीन होकर नष्ट हो जाएंगे, परन्तु उनका संबंध विनष्ट नहीं होगा इसीलिए वे ही एकमात्र आत्मीय है) उसी प्रकार सभी जीवों के मध्य वे आत्मस्वरूप में या आत्मभाव में अवस्थित है इसीलिए वे सर्वभूतात्मा, ऐसे गुरु को नमस्कार है।। ४६

गुरुरादिरनादिश्च गुरुः परमदैवतम्।
गुरोः परतरं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः।।४७

गुरुः आदिः (सृष्टेरादिः) अनादिश्च (तस्य आदिर्नास्ति तस्मात् अनादिः), गुरुः परमदैवतं, गुरोः परतरं नास्ति, तस्मै श्रीगुरवे नमः।। ४७

गुरु आदि पुरूष (सृष्टि के आदि, अर्थात् उनसे सृष्ट जगत् की उत्पत्ति हुई है इसीलिए वे आदिपुरूष, वे सृष्टि के बहिर्भूत है इसीलिए वे अनादिपुरूष हैं (सृष्टि उत्पन्न फल हैं अतएव सृष्टि के मध्य कारण और कारण-फल के संबंध पर विचार होता है, परन्तु कारण-फल के पार में केवल कारण

सांख्य, अपि च गीता ११अ:, १९ एवं ३८ श्लोक देखो); वे परमदैवत (गुरु समस्त देवताओं से ऊपर है इसीलिए वे परमदेवता (कृष्णायत्तञ्च तद्वैवम् स देवात् परतस्तत: – ब्रह्मवैवर्तपुराण गणेश खंड में देखिए; अर्थात् कृष्णरूपी पुरूषाधीन जो भी कार्य संपादित हो रहा है वह ही दैव कार्य के रूप में निर्देशित है। परन्तु वे दैव के भी ऊपर है, इसीलिए वे परमदैवत – दूर से उन्हें कूटस्थ गुहा रूपी कृष्णकाय पुरूष बिन्दुरूप में देखा जाता है, परन्तु गुहा के भीतर प्रवेश करने पर वे रूपातीत परिलक्षित होते हैं); अतएव दैव रूप कहकर जो भी जीव-चक्षु में प्रतीयमान होता है वे प्रकृत गुरु नहीं है एवं गुरु के प्रकृत रूप से अवगत होने हेतु ही यह साधनक्रिया है। गुरु से ऊपर और कुछ भी मन द्वारा ग्रहणीय नहीं है, क्यों कि मन भी तो वहाँ पहुँचकर लय हो जाता है; ऐसे गुरु को नमस्कार।। ४७ *...क्रमश:*

(*कलकत्ता आदिनाथ-आश्रम के सौजन्य से प्राप्त*)

हिन्दी अनुवाद – श्रीश्रीमाँ सर्वाणी

नित्यसिद्ध महात्मा के दिव्य दर्शन में – श्रीरामकृष्णलीला

श्री विष्णुपद सिद्धान्त ठाकुर

(२९)

गतांक से आगे– श्रीरामकृष्णदेव – ''माँ गंगा, कितनी जगह घुमती-घुमती अन्त में सागर में मिल जाती है; ऐसे ही सृष्टि रहस्य भी, एक-एक जन्म में एक-एक कर्म लेकर अवशेष में उस अनन्त में मिल सकता है, तब वही व्यक्ति पथ के धूलकण को भी ब्रज की धूल समझकर प्रणाम करता है। मैं भी इतने दिनों के पश्चात् सागर में मिला हूँ – विद्या के सागर में आने से विद्या-बुद्धि मिलती है। माँ भवतारिणी ने शायद इसीलिए आज ईश्वर को प्रदान किया है, चन्द्र के निकट ले आई हैं और साथ ही साथ विद्या के सागर में स्नान करने को कह रही हैं।''

ईश्वरचन्द्र विद्यासागर थोड़े स्तब्ध होकर रामकृष्णदेव की ओर ताककर बोले – ''यहाँ सिर्फ खारा पानी ही मिलेगा – यथार्थ सागर तो जो व्याख्या दे रहे हैं वहीं हो सकते है।''

रामकृष्णदेव –''ऐसा क्या हो सकता है? जो सरस्वती के दाहिने हस्त हैं या पद्मफूल हैं, वे क्या सागर के अमृत नहीं हो गये? माँ क्या यूँही विद्यासागर कहकर बुलाती है? बर्तन में अगर खीर ना हो तो बर्तन हिलने-झुलने से उसमें कैसे लगेगी? दुधारु गाय के थनों में दुध रहेगा ही – बछड़ा रहे ना रहे। मोर मुकुट धारण करने से ही क्या कोई कृष्ण बन सकता है? – भेष से ही भीख मिल जाती है, किन्तु भिखारी बना नहीं जा सकता। भिक्षा देना ही जिनका व्यवसाय है, वे भिखारी असली है या नहीं, पहचान लेते हैं। इसीलिए कहता हूँ – कहाँ छिपोगे? माँ से छिपना क्या आसान है? ऐसी गूढ़-जटिल बातें सुनकर विद्यासागर महाशय को प्रतीत हुआ मानों किसी ने उनके सिर पर चाबुक मार दी हो – तत्क्षण अपने-आप को संझालते हुए उन्होंने उत्तर दिया – ''ठीक है, आपसब तो साधक हैं, जो पदवी देंगे, वही सिर-माथे पर, किन्तु उसका भार वहन कर पाऊँगा या नहीं?''

रामकृष्णदेव – ''वह तो माँ की इच्छा है भाई! जो वहन नहीं कर पायेगा उसे वो देंगी ही क्यों? माँ के सन्तान की शक्ति, माँ ही फीते से नाप लेगी – इसमें तुम या मैं कौन होते हैं दखल देने वाले? पाँच वर्ष की बच्ची कमर पर कलश वहन करती है पर देखो ज्यादा उमर वाले ठोकर खा जाते हैं – ताल या तमाल के नीचे न पहुँचने से तुम्हारे पाँव में उससे निर्मित चप्पल कैसे आयी? उन ताल-बेताल का थाह पाना क्या माँ प्रदत्त नहीं?

इस अतल तल के विषय में क्या एक कहानी सुनना पसन्द करोगे? कुछ विचार मत करना। 'आप' कहते-कहते 'तुम' कह बैठता हूँ – 'आप' शब्द अपने-आप निकल रहा है। फिर कभी 'आप' अपने से बदल जाता है। सुनो एक घटना ऐसे ही एक कोपीन की तरह वेशभूषा वाले व्यक्ति को किसी संभ्रान्त परिवार से निमन्त्रण मिला। अति साधारण वेशभूषा देखकर परिवार के मुखिया ने उसे गरीब समझकर अमीर लोगों के साथ खाना खाने के लिए बैठने से मना कर दिया और कहा, ''सुनो पावों में साधारण चप्पल और नगण्य पोशाक पहनकर बड़े लोगों या विद्वान बुद्धिमानों के साथ बैठकर खाने का दु:साहस मत करो।''

निमन्त्रित व्यक्ति ने कहा, ''यह बात है तो फिर निमन्त्रण भी नहीं देना चाहिए था!''

यह सुनकर वे सज्जन थोड़े अचम्भित होकर कहने लगे बैठकर खाने का दु:साहस मत करो।''

निमन्त्रित व्यक्ति ने कहा, ''यह बात है तो फिर

निमन्त्रण भी नहीं देना चाहिए था!''

यह सुनकर वे सज्जन थोड़े अचम्भित होकर कहने लगे - ''आपको निमन्त्रित किया गया है? तो फिर चलिए दुसरे कक्ष में, जहाँ आप जैसे लोग ही बैठे है।''–

निमन्त्रित व्यक्ति ने कहा, –''चप्पले कहाँ रखूँ? यहाँ पास में ही रख दूँ क्या?''

सज्जन पुरुष को और भी गुस्सा आ गया। दोनों चप्पल पाँवों से उठाकर दूर फेंकते ही चप्पलों के तले से झर-झर कर कितने ही नोट चारों ओर बिखर गये। जमींदार बाबु सारे नोट जमा करते-करते कहने लगे –''यह क्या है! ये सब सौ के हजार के नोट चप्पल के नीचे से गिरे या मेरे कमरबंद से गिरे?''

उत्तर देते हुए उस नगण्य व्यक्ति ने कहा, ''जो आपके कमरबंद में भी नहीं रहता वह मेरी इस चप्पल के तले में रहता है।'' देखते-देखते वहाँ लोगों की भीड़ जमा हो गई। केशव सेन भीड़ में से आगे आकर उस नगण्य व्यक्ति को सश्रद्ध प्रणाम कर कहने लगे –''अरे, आप आगये?''

विद्यासागर महाशय अपनी इस गोपन कहानी के विषय में सुनकर, रामकृष्णदेव के पैरों के निकट आकर बैठ गये और सिक्त नयनों से कहने लगे –''आप! आपको यह घटना कैसे पता चली? आप कौन है? वहाँ का कोई व्यक्ति तो यहाँ नहीं रहता और यह घटना सिर्फ मुझे ही पता है - आप कैसे....?''

रामकृष्णदेव ने हँसकर कहा –''अरे मैं, अरे मैं।''

...क्रमशः

हिन्दी अनुवाद – मातृचरणाश्रिता श्रीमती सुशीला सेठिया

पुराण कथा

आदि उपमन्यु मुनि की कथा

श्रीश्रीमाँ सर्वाणी

सत्ययुग के वेद वेदांग पारंगत व्याघ्रपाद मुनि के पुत्र और धौम्य के अग्रज थे उपमन्यु। बाल्यकाल में उपमन्यु को उनकी माता दारिद्रतावशत: दूध के बदले में पिष्टक घोलकर पिलाती थी। एक दिन अपने मातुल गृह में अवस्थान करते हुए दुग्धपान कर वे यह जान पाए कि मातृदत्त श्वेतवर्ण पानीय(तरल पदार्थ) दुग्ध नहीं था। यह जानने पर वे माँ से दुग्धपान करने के लिए अनुनय विनय करने लगे। इस पर उनकी माता ने अक्षमता ज्ञापन कर उन्हें महादेव की आराधना करने का उपदेश दिया। तदनुरूप वे शिव की आराधना में निविष्ट चित्त होकर कठोर तपस्या में निमग्न हुए। महादेव ने उनकी तपस्या से संतुष्ट होकर उन्हें 'अव्ययकुमार' पद दान किया एवं अपने 'गण' में अन्तर्भुक्त किया। मूर्तिमान क्षीर-समुद्र हस्त में क्षीर धारणपूर्वक उपस्थित होकर उन्हें वह पिण्डिभूत अनश्वर क्षीर प्रदान किया।

परवर्ती युग में देखा गया कि उन्हीं 'आदि' उपमन्यु मुनि के उपदेश से ही श्रीकृष्ण शिव की आराधना कर धनधान्य, अनेक पुत्र और पत्नी एवं अतुल सामर्थ्य प्राप्त करने में समर्थ हुए। (*शिवपुराण से संग्रहीत कहानी*)

हिन्दी अनुवाद – मातृचरणाश्रिता श्रीमती ज्योति पारेख

आश्रम समाचार

२ - ११ अक्टूबर – इसबार आश्रमकी २५ वीं नवरात्रि व्यापी दुर्गापूजा अनुष्ठित हुई। नित्य पूजा, यज्ञ और भोग-प्रसाद वितरण का आयोजन प्रति वर्ष की तरह इस बार भी सुचारु रूप से सम्पन्न हुआ। पंचमी के दिन सुबह से ही श्रीश्रीमाँ के कर-कमलों से पाँच सौ से अधिक ग्रामवासियों को वस्त्र वितरण किए गए, स्वामी संवेदानंदजी भी श्रीश्रीमाँ के साथ में थे। वस्त्र के साथ मिठाई एवं बिस्कुट के पैकेट भी प्रदान किए गये। इस दिन संध्या में पण्डित श्रीगिरिधारी नायक के 'उड़िसी आश्रम' के शिक्षार्थियों द्वारा एक मनोरम नृत्यानुष्ठान प्रस्तुत किया गया। हिरण्यगर्भ की पूववर्ती संख्या का भी विमोचन हुआ। सप्तमी के पावन संध्या पर श्रीश्रीमाँ के साथ गुरुभ्राता और भगिनियों ने श्रुतिमधुर संगीत का परिवेशन किया। इसी दिन नृत्य भी प्रदर्शित किए शिशु कलाकार अशोका बासु और श्रद्धा दासगुप्त ने। महाष्टमी तिथि के अवसर पर श्रीश्रीश्यामाचरण लाहिड़ीबाबा के तिरोधान तिथि के उपलक्ष्य पर भण्डारा का आयोजन किया गया। नवमी के दिन समागत अनेक भक्तों के मध्य श्रीश्रीदुर्गादेवी का महाप्रसाद वितरण किया गया।

१५ अक्टूबर – श्रीश्रीकोजागरी पूर्णिमा की अर्द्धरात्रि में श्रीयज्ञनारायणदा के पौरोहित्य में श्रीश्रीलक्ष्मी-जनार्दनजीउ की आराधना और यज्ञ बहुत ही सुन्दर ढंग से सम्पन्न हुए।

२३ अक्टूबर – इस दिन सुबह श्रीश्रीमाँ और संवेदानंदजी ने

अगणित दरिद्र ग्रामवासियों के मध्य वस्त्रादि वितरित किए। वस्त्र के साथ प्रत्येक को मिठाई का पैकेट और बिस्कुट प्रदान किये गये।

२९ अक्टूबर – हमेशा की तरह दीपावली के पर्व पर आश्रम में मनोहर रंगोलियों और मोम-बत्तियों की आभा एक अलग सा सौन्दर्य प्रदान कर रही थी। अमानिशा की मध्यरात्रि में श्रीश्रीमाँ ने अपने ही आश्रम में प्रतिष्ठित देवी ताराकालिका की पूजा की।

९ नवम्बर – इस दिन जगद्धात्री पूजा के उपलक्ष्य पर श्रीश्रीअन्नपूर्णा मंदिर में भोग निवेदित हुआ।

१४ नवम्बर – रासपूर्णिमा के दिन श्रीश्रीराधामाधव को दोपहर में भोग निवेदन और प्रसाद वितरण हुआ। इस पुनीत संध्या पर श्रीश्रीमाँ ने कई अपूर्व भजन प्रस्तुत किए। इसदिन दंडीस्वामी श्रीनित्यबोधाश्रमजी ने भी भजन-संध्या में शामिल थे।

२० नवम्बर – इस दिन अखण्ड महापीठ माता सर्वाणी ट्रस्ट

की वार्षिक आम सभा अनुष्ठित हुई। सभा की रिपोर्ट इस संख्या के अंग्रेजी विभाग में प्रकाशित है।

४ दिसम्बर – इस दिन प्रात:काल श्रीश्रीमाँ एवं संवेदानंदजी द्वारा ग्रामवासियों को कम्बल तथा शीतवस्त्र साथ में मिठाई का पैकेट और बिस्कुट प्रदान किए गये।

६ दिसम्बर – इस दिन श्रीश्रीपहाड़ीबाबा के सन्यासी शिष्य स्वामी दयानन्द गिरि ने अखण्ड महापीठ में अपनी नश्वर देह का त्याग कर दिया। प्रथा के अनुसार उनके प्रयाण पर २२ दिसम्बर आश्रम में भण्डारा का आयोजन किया गया था।

७-८ दिसम्बर – ७ दिसम्बर अखण्ड महापीठ के भक्तनिवास और अन्नपूर्णाक्षेत्र में मन्दिर प्रतिष्ठा दिवस पर

प्रात:काल की मंगल बेला में पूजा और प्रसाद वितरण किया गया। कुमारी भोजन में श्रीश्रीमाँ ने बच्चों को निज-करों से प्रसाद वितरण किया। संध्या में भजन-संध्या का आयोजन भी अन्नपूर्णाक्षेत्र में ही किया गया। ८ दिसम्बर में प्रात:काल 'श्रीश्रीलक्ष्मी-जनार्दनजी' की पूजार्च्चना और भोगप्रसाद वितरण संपन्न हुआ।

१२-१७ दिसम्बर – इस अन्तराल में श्रीश्रीमाँ वाराणसी आश्रम परिदर्शन हेतु गई। विभिन्न स्थानों में परिभ्रमण के क्रम में उन्होंने बुद्धदेव से संबंधित कुछ विशेष स्थानों का दर्शन किया। उनमें से उल्लेखनीय है बुद्धदेव के परिनिर्वाण प्राप्ति का स्थान कुशीनगर। गोरक्षपुर में अवस्थित स्वामी गोरक्षनाथजी के आश्रम में भी श्रीश्रीमाँ पधारें थे।

२० दिसम्बर – इसी दिन सुबह हृषीकेश निवासी सन्त श्रीरामकृपालुजी अखण्ड महापीठ में श्रीश्रीमाँ के दर्शन हेतु पधारे। आश्रम में उपस्थित भक्तवृंदों को उनके सत्संग का सानन्द उपभोग करने का सौभाग्य मिला। अखण्ड महापीठ के प्रांगण में श्रीश्रीमाँ सारदादेवी के जन्मतिथि के उपलक्ष्य पर होटोर की महिला और शिशु आश्रम की छात्राओं ने श्रीश्रीमाँ को श्रद्धा निवेदन किया। तत्पश्चात् एक सुन्दर सांस्कृतिक अनुष्ठान की उपस्थापना की गई। अन्त में श्रीमती प्रियदर्शिनी बनार्जी ने नृत्य प्रदर्शन किये।

२५ दिसम्बर – इस दिन संध्या में आध्यात्मिक सभा की २१ वीं पर्व पर कठोपनिषद् पर गुरुभ्राता डा. वरुण दत्त ने एक अपूर्व व्याख्यान प्रस्तुत किया।

१ जनवरी - इस दिन सुबह संत्संग में श्रीश्रीमाँ ने क्रियायोग विषय पर प्रवचन दिया। अगस्त २०१६ के बाद यह दूसरीबार श्रीश्रीमाँ ने सभी लोगों के लिए क्रियायोग पर वक्तव्य प्रस्तुत किया। इस बार भी दीक्षित संतानों के अतिरिक्त अपार जनमानस उपस्थित था एवं सभी श्रीश्रीमाँ के आध्यात्मिक प्रवचन द्वारा उद्बुद्ध एवं समृद्ध हुए।

आगामी अनुष्ठान सुची

गणेश यज्ञ - ३१जनवरी - २ फरवरी
होली - १२ मार्च, रविवार
अध्यात्मिक सभा – २६ मार्च, रविवार
अन्नपूर्णा पूजा – ४ अप्रेल, मंगलवार
राम नवमी – ५ अप्रेल, बुधवार
प्रथम बैशाख – १५ अप्रेल, शनिवार

Nitya Gopala – The Eternally Divine Child

Among the group of spiritually inclined young men who gathered around Sri Ramakrishna Paramhansa was a unique personality whom Paramhansa-dev referred to as 'Nitya'. Everyone called him Nityagopal. Young Nitya was of ordinary looks but always in a state of transcendence causing Sri Ramakrishna to refer to him as a 'deceptive mango – meaning one who appears raw from the outside but is spiritually fully ripe inside'. Through several encounters Sri Ramakrishna directly and indirectly indicated the greatness of Nitya. Once, Sri Nityagopal came to Dakshineshwar during noon time. Sri Ramakrishna was delighted to feed Nitya with his own hands. After lunch, Hriday (Sri Ramakrishna's nephew and personal attendant) asked everyone to leave his room so that the saint could take some rest. All devotees went towards the Panchavati to meditate. Sri Nityagopal sat down in an isolated place and soon became fully absorbed in meditative bliss. After a while, when others failed to bring him back from his trance to normalcy, Nitya was physically picked up and carried on the shoulder of others to Sri Ramakrishna's room. Sri Ramakrishna was delighted to see Sri Nityagopal in a such deep spiritually elevated state and revived him though a divine touch. After regaining his senses, Sri Nityagopal and Sri Ramakrishna began to communicate with each other in an unknown language of deep love. When some others would mention to Sri Ramakrishna that Nityagopal's state of spiritual bliss was due to his (Sri Ramakrishna's) grace, the great saint would bite his tongue and say ,'God Bless – do not even think of such a thing. He is a nitya-siddha (eternally emancipated), Shambhu-swayambhu (self-liberated consciousness). He does not require anyone's grace.'

On another occasion, Sri Ramakrishna remarked to his devotee Ramchandra, 'Have not recognized the person in your home? Nitya is verily Narayan. Serve him like you would serve Lord Narayana.' Sri Nityagopal would always be in an uplifted state and often various divine signs would show up in his body. In such a fully absorbed state Nityagopal would usually remain silent. Sri Ramakrishna once asked him, 'Gopal, why are you always so quiet?' Like a simple child, Sri Nityagopal replied, 'I do not know'. Hearing this Sri Ramakrishna told others, 'Gopal's is a Paramhansa's state'. Sri Ramakrishna and Sri Nityagopal once went to the house of devotee Ramchandra to participate in a festival. The ongoing Radha-Krishna kirtan emotionally charged Sri Ramakrishna and Sri Nityagopal and both of them began to dance together rhythmically. Soon Sri Ramakrishna stood aside and all began to watch Sri Nityagopal dancing in a state of divine rapture. Sri Ramakrishna pointed to this dance and told everyone around, 'See – he is captured by the love of Kishori (Radha-Rani)'. One day when Nityagopal visited Dakshineshwar, Sri Ramakrishna received him with great joy and asked him to stay back. He then requested Maa Sarada, 'Please feed Nitya with your own hands today.' Sree Maa Sarada then devotedly prepared food for Nityagopal and fed him lovingly. A verily pleased Sri Ramakrishna then told Sarada Devi, his eternal life's partner, 'Today, your birth has attained fulfilment'. Through various such inci-

dents, Sri Ramakrishna highlighted the divinity of Sri Nityagopal-dev.

Sometime before Sri Ramakrishna fell seriously ill, Sri Nityagopal acquired a piece of land with a garden-house in Kashipur. When someone asked him why he had taken that place, Nityagopal indicated, 'It will later be needed for Sri Ramakrishna-dev'. After Sri Ramakrishna-dev was detected with cancer, Sri Nityagopal advised that Sri Ramakrishna be shifted to this place for ensuring regular treatment and care in the city. It is here that Sri Ramakrishna-dev spent his last days, where he transferred Shakti to Narendranath (later Swami Vivekananda) and left his mortal coil. The place is today revered as a pilgrimage. After his demise, the young disciples of Sri Ramakrishna asked Sri Nityagopal to lead them. He declined saying that Sri Ramakrishna had already defined their path and Narendranath was the chosen leader. He remarked that the disciples of Sri Ramakrishna were already spiritually uplifted and had received the grace of a great master and had the blessings of their divine mother while his (Nityagopal's) task was to be among those who needed him more – the lowliest of the low and his role was to lift them up from almost inhuman existence. Thus he spent the rest of his life quietly among the very poor, lowest caste and illiterate and spread the divine message and showered grace on them. He set up the Mahanirvan Math and his sayings are priceless. Many books about him are kept in our Ashram library.

Sri Sri Nityagopal Dev

During a discussion in the presence of our Sree Sree Maa, the topic of the divinity of Sri Nityagopal-dev came up and how highly regarded he was among his contemporaries. Hearing our conversation, Sree Sree Maa remarked, 'Saint Nityagopal-dev's divinity has a longer history and Sri Ramakrishna's utterances had deeper meanings. This great soul whom we know as Nityagopal-dev came many times on divine dictates and took several celebrated lives. Let me first tell you about his interaction with Prabhu Jagatbandhu – Lord Sri Gouranga's next manifestation. Knowing Nityagopal-dev to be a divine soul, Prabhu Jagatbandhu came to see him. But when he approached Sri Nityagopal, he found him sitting with his back facing Prabhu. Apparently, Prabhu Jagatbandhu disliked Vaishnavs who grew a beard or ate non-vegetarian food and had stated that he would not like to 'see such faces'. While this statement was not meant for saints like Sri Nityagopal who sometimes kept a beard and did not discriminate about food, the every witty Nityagopal turned his back to suggest that he did not want Prabhu Jagatbandhu to break the Lord's word by seeing Nityagopal's face. When a visibly embarrassed Prabhu asked Nityagopal how he was doing, with his back still turned, Sri Niytagopal remarked, 'I am having the emotions of Sri Jiva Goswami', thereby indicating his relationship with

Prabhu in their past birth. When Gouranga Mahaprabhu had descended as avatar, Nityagopal had been born as the legendary scholar-devotee Sri Jiva Goswami, one of the six celebrated Goswamis, who were considered the foremost interpreters of Lord Gouranga.

Prior to this, during Dwapara Yoga, Nityagopal, an eternally divine rishi soul had taken arguably his most celebrated birth as avatar Sri Krishna of Vrindavan, Mathura and Dwaraka. During this avatar life, this great soul had descended the divine spirit of the Eternal Transcendental Krishna within his being and played the role of the supreme Lord in the great leela orchestrated by Krishna Dwaipayan Vyas. Like Sage Sanaka played the role of Lord Sri Rama, here Nityagopal, who is an ancient sage, played the role of Lord Sri Krishna and became a Jagatguru. The details of such avatarhood are very intricate. Through this leela, this great soul also attained the permanent state of Krishnahood, which was again manifested during his later births in different settings including as Sri Nityagopal-dev. If we look at this primal being, then we see him as the great Narayana Rishi, one of the famous Nara-Narayana duos.

Born as children of Bhagwan Dharma (Yama) and wife, Prajapati Daksha's daughter Ahimsa, the supreme Lord took avatar as twin sages Nara and Narayana during Satya Yuga. They were famous for their penance and self-restraint, meditating in several places including the Himalayas, especially Badrinath. The Devas, jealous of their growing prowess, tried to distract them from their tapasya and having failed, attempted to lure them by sending apsaras. Seeing the apsaras, Rishi Narayana took a flower and placed it on his thigh (uru). Immediately from there an extremely beautiful apsara appeared whose beauty surpassed all the apsaras sent by Indra. This new wonder woman was called 'Urvashi', having emerged from the uru or thigh of Narayana Rishi. He then created hundreds of beautiful women to attend to the apsaras sent by the Devas. The apsaras refused to return to Devaloka. The Devas has a hard time convincing Narayana Rishi to withdraw his powers so that the apsaras could return to them. Narayana Rishi, being annoyed with the Devas was about to curse them but he was dissuaded from doing so by his compatriot Nara Rishi. Subsequently these two sages were highly revered in all the three worlds. Their wisdom and devotion are legendary. Nara Rishi played the role of Arjuna when Narayana Rishi played the role of Sri Krishna during Dwapara Yuga. They have taken many other such avatar-like births which I will mention on some other day. But as Nityagopal, he not only expressed the childlike behavior of Parabrahman (especially in his relationship with Sri Ramakrishna) but also showered supreme grace on the most downtrodden, following the path enunciated by Lord Gouranga. He truly is Nityagopal – the eternal divine supreme child-being.' Sree Sree Maa stopped. She then explained the appearance leela of the eternal divine light of Nityagopala as experienced by her:-

In Param Brahman's realm – lo behold,
Nitya-Gopala's appearance-leela unfold;
On Divine Mother's lap – a bundle of light,
A sparkling full moon of pure bliss-delight;

Wrapped by a pristine 'I-veil' of Yogamaya,

The infinitely radiant nitya-jyoti attains kaya;
Willed by the Supreme, untouched by Kala,
Eternal Mahakarana appears as Nitya-Gopala;

Infant his form, Param Brahman his nature,
Creation his playground, Paramatma his stature;
Bal-Krishna in appearance, Golaka-Gokula his lair,
Soundarya, madhurya, aishwarya beyond compare;
Nitya Gopala's unique Param Brahman tattwa,
Is a sought after state by every Brahma-vetta satta;
Blessed is the bhakta viewing Gopala's vision,
Blessed is the soul unified with Gopala's mission.

–Sri Partha Pratim Chakrabarti,
Her Blessed Child

The Philosophy of Truth

The Proof of Unreality of the World

Chapter 10

Bhakta – My Lord! In the deep sleep state, the mind doesn't have any experience of good or bad or joy and sorrow. So how truth can be proved in this unconscious state? In the waking state, there is knowledge about every matter and everything is visible, hence isn't it justified to take this waking state as real?

Mahatma – My son! You said, you don't have any knowledge in the deep sleep (sushupti) state. Think, what you say when you get up from sushupti - that I slept very peacefully, I didn't have the memory of the world and any feeling of the body. Hence you can understand that you definitely had the knowledge to feel the peace and bliss of sushupti in that state of deep sleep. Otherwise how could you witness the bliss of sushupti and that there was no one there? Hence you can clearly understand that you had knowledge in the state of sushupti. This knowledge is beginningless and limitless, it is never ending in nature. This has been discussed previously in the light of the scriptures.

Bhakta – My Lord! I can understand explicitly from your reasoning that there was knowledge truly in the state of sushupti. But even then I can't understand which state of the mind is true - the waking state or the deep sleep state.

Mahatma – My son! The state of mind in sushupti with a blank feeling of no existence is true. Because the appearances of the waking state constantly change, nothing exists permanently. If you see a building beside a river for example, tomorrow you might see the whole building collapse into the bottom of the river. In this way, wherever you look in this visible world, judge and see that everything is ever-changing. Anything which is transforming is ultimately perishable. This is proved by science and philosophy. On the other hand, think what you see in the state of sushupti. There is nothing in that state, only peace prevails. Since time immemorial it is the common feeling of all yogis, bhogis, rogis (patients) etc. who have got up from sushupti, that there was

nothing in that state and he was in absolute peace. In sushupti, the mind is immersed in paramatma, hence it has the feeling of perennial peace. The scenes and talk of waking and dream state are ever-changing. Hence since beginningless times, the witness of the immutable and directly realisable state of sushupti is truth. This proves that the visible world of the waking state which is projected as true and believable by your mind is actually a blatant falsehood and is non- existent. The only immutable truth is Brahman and that is the only existence. My son! The mind with its modification originates from the immutable, unperturbed Brahman just like the restless waves that originate from the still ocean. The mind starts fancying variously on its own every moment and gives rise to the magical pseudo-existence called universe. The universe is not seperate from paramatma but paramatma is other than the universe like a gold bangle which is not different from gold but gold is different from bangle. The world rests on paramatma that is the universe has no seperate entity of its own but is dependent on the paramatma. This existence of the universe is not an addition to the Brahmic existence or entity. The magical universe is an illusion on the Brahmic entity akin to the illusion of river waves on the desert sand or the superimposition of snake on rope.

...to be continued

(Excerpts from Sri Kalikananda Abadhoot's "Satya-Darshan" in Bengali)
-Translated into English by Her Blessed Child **Dr Barun Dutta**

Sri Sri Saroj Baba as Spiritual Supremo
(32)

Several rishis of yore used to take up their mortal coil and visit Sri Sri Baba (Dada) for some specific reason or purpose:

On some summer afternoon, at around 12:30 pm, I (Ashis Banerjee) came near Dada's house and saw our guru-brother Bikash, standing outside Dada's house and looking towards the road that is westward. When Bikash saw me entering the house, he asked with a lot of excitement, "Ashishda, did you meet or see anybody?" I said, "Whom are you talking about?" Bikash said, "I just now, accompanied an ancient sadhu, almost six and half feet tall, and bid him farewell. I left him in the road through which you have traversed. The old sadhu had some conversations with Dada and after that I went with him to bid him farewell at Dada's instruction. I asked the identity of the sadhu but Dada didn't say anything. I said then, "Come, lets go and ask Dada about his identity". Dada was sitting on a cot in his drawing room. We insisted Dada to know the identity of the sadhu. He did not speak out anything. He kept quiet, looked here and

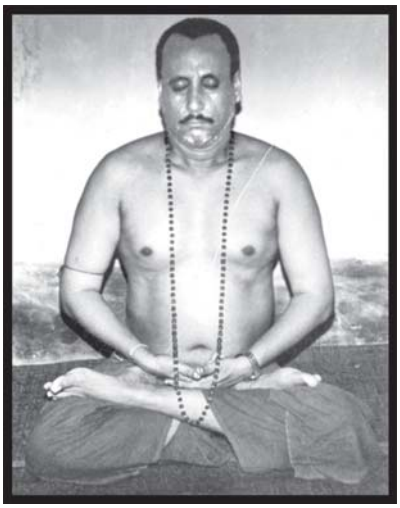

there but didn't look at our face. It was a great hitch and I started shaking his hand and requesting him like a kid. After some time, Dada spoke. He said, "Sumerudasji (Bengali body, the mind-born son of Mahavatar Babaji Maharaj, aged about 170 years then, according to Dada) came for some special purpose". He said this much and kept mum.

(*Stringent penance is required to get Sri Sri Baba. Sree Sree Maa can be obtained by unlimited devotion and bhakti.*)

(33)

The wish of the Sadguru is the Divine 'wish', it is never shackled by the wheels of time :

I (Ashish Banerjee) had a prolonged desire in my mind that my house be blessed by the visit of Dada (Sri Sri Baba). Suddenly one day Dada told, "Ashish, I intend to visit your house today." I was overwhelmed with joy and said, "Dada, I will come and take you, at what time shall I come?" Dada said, "You need not come. I will surely recognise your house and reach there." Dada had never been to our house before. How can he come? His house is in Baksara and my house is on the other side - crossing Ramrajatala, beside Government Press, one has to go still further interior. Anyway, inspite of repeated requests by me, Dada insisted on going alone. At last, I went through the small road in front of my house, crossed the bigger road and then I sat inside a shop at the three point crossing of the main road. It was around 5:30 pm then. After some time, Dada called from a rickshaw, "Ashish, I have come". I was surprised to note that Dada could see me correctly, though I was inside the shop. Then I rode in my bicycle and Dada followed me in the rickshaw and finally we reached my house.

Dada went up to the first floor and had some conversations with my father and mother. My father never wanted me to associate with any sanyasi. Probably for that Dada told my father, "Ashish is virtuous and has good deeds, he can proceed in yog-sadhana". As far as I remember, after this Dada refused to eat anything, then after lot of prayer by my mother, he took a little bit of sandesh (sweet meal). Then Dada went out of the house and sat on the rickshaw. Then the same thing happened. He said, "Ashish, you need not go with me. I will go back in the same way I have come here". As Dada started, I suddenly felt of going behind him in my bicycle. But with high speed even, I could not make up the rickshaw carrying Dada anywhere on the road. Amazing fact! Dada has to cross the Ramrajatala station while going and moreover the level crossing gate near the station is almost always closed. Even if the gate was open then, it was not possible for Dada to come near the station so quickly. Anyway, I inserted my head and bicycle beneath the closed gate of level-crossing and speeded towards Dada's house. That too was a long way and Dada was not seen there also. When I reached Dada's house, the gate was closed. I shouted and called, Sona, Mana (name of Dada's daughters). Boudi (Dada's wife) appeared on the first floor and asked, "Do you really need him? Your Dada is sleeping for a long time." It was probably 7pm then. The picture became clear to me by Dada's grace _ "I can assume similar embodiments in different places according to my own wish."

...to be continued

-Sri Pradip Chattopadhyay, Shibpur

-Translated into English by Her Blessed Child **Dr Barun Dutta**

Gems From the Garland of Letters

[Letters of Bhagwan Kishori Mohan]

(21)

Spiritual Advice Towards a Disciple

(*...Continuing*)

Let us now discuss about the *Jiva's* ego. The *Jiva* has a physical embodiment composed of the five fundamental physical elements (*Kshiti* – the earth element, *Apas* – the water element, *Tejas* – the fire element, *Maruta* – the wind element and *Vyom* – the ether element) and a subtle embodiment composed of the mind (*man*), intellect (*buddhi*) and senses (*indriyas*). All these elements are within the realm of the tri-attributed tendencial-traits (*trigunatmic* – *sattwah, rajah and tamah*) and are therefore non-spontaneous (*Jarah* – devoid of consciousness). The *Jiva* is the actual manifestation of divine consciousness. Attachment with his embodiment makes him sensate or *chetan*. Eternal ignorance further entwines him with intellect and senses. These delusive connections act as the source which leads him to false-identify his physical and subtle embodiments as "me" and "my". This false-interpretation is referred to as "ego" (*Ahankar*).

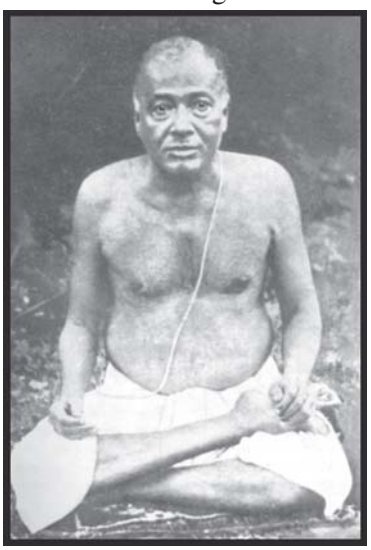

The origin of ego may be attributed to the *Jiva's* ignorance and such ignorance can be cleansed through meditative penance. As knowledge and ignorance can never co-exist and are mutually complementary, the only mechanism by which ignorance may be eradicated is by gaining *knowledge*. The ignorant *Jiva* is unaware that his essential self is an expression of divine consciousness; the self is beyond his physical and subtle embodiments. Knowledge is the very realization of *Jiva's* essential self; the lack of this realization is ignorance. Although this ignorance is eternal, knowledge eliminates it. Hence, the *Shruti* says, "*Nanyah-pantha Vidyate Ayanaya*". Here "*Ayan*" means, "*to transcend*" – and refers to the attainment of *Brahman*, the Universal Consciousness. The shackles of the never ending spiral of births and deaths cannot be broken without enlightenment.

After enlightenment, the ego transforms into a highly refined and purified condition. The *Jiva* then proclaims, "I am the Universal Consciousness – *Brahman*". His ego transcends the physical and subtle planes and identifies with the *Brahman*. This is why the supreme *Brahman* is considered to be the essential and original identity of the *Jiva*. Enlightenment leads to the cessation of the effects of accumulated actions (*Sanchita Karma*). *Sanchita Karma* may be considered as those committed actions, the fruits of which have not yet begun to reflect. However, already commenced consequences of previous actions (*Prarabdha Karmaphal*) cannot cease without them being endured. The effects of both good and bad actions committed in previous lives accumulate and grows in potentiality and becomes the cause of subsequent births, lifespan and endurance / enjoyment of the fruits of actions (*Bhoga*). The intensity of *Prarabdha* is very severe

as its effect has already started. The mortal coil of the enlightened one is released after the fruits of *Prarabdha Karma* have been completely endured. Then in death, the enlightened soul liberates into eternal identification and union with the Absolute (*Kaivalya* or *Nirvana Mukti*). The shackles of the vicious circle of births and deaths are broken – there are no more rebirths. Even after salvation, although traces of ignorance still remain due the endurance of the fruits of committed actions, such ignorance is fully eradicated when the physical body is renounced.

Post enlightenment, committed actions do not result in the generation of corresponding consequential effects. This is why the *Bhagavat Gita* says,

"Yasya nahankrito bhavo
buddhir yasya na lipyate,
Hatvapi sa imal-lokan
na hanti na nibadhyate".

Meaning – Those who do not possess false ego and whose intellects have transcended material attachment; even if they kill everyone in this battlefield, they do not actually become slayers and are not bound by their actions.

Wherever Sri Krishna has used the terms "me", "my", "to me", "in me" etc. while delivering his advices in *Gita*, they should be interpreted as, "*Paramatma*", "of the *Paramatma*", "to the *Paramatma*", "in the *Paramatma*", etc. Leave aside Sri Krishna, the Absolute manifestation of *Brahman*, even the *Jiva* uses terms like "me", "my" etc. to refer to the *Paramatma*, after knowledge-lit Absolute Truth blossoms within him.

It is not that a separate distinct *Paramatma* is being indicated to when the enlightened *Jiva* refers to himself as *Paramatma*. Rather, all liberated beings realize the One and Same *Paramatma* as their essential self and refers to Him as "I". Both the terms "I" and "He" are prevalent in the *Bhagavat Gita*; both of them indicate to the *Paramatma*. Remaining dormant as ash-covered-fire within the materially enslaved individual, the self-revealing knowledge spontaneously blossoms out as the ash of ignorance withers away through meditative penance. As has *Bhakti* (devotion) been stressed as important in the path of realization within the *Bhagavat Gita*, so has *Gyan* (Knowledge) been considered to be equally significant. The *Gita*'s maxims express thus,

"*Gyanagni sarvakarmani*
kurute tatha".

Meaning – The flame of knowledge burns down to ashes the consequences of all good and bad actions.

"Tad-buddhayas tad-atmanas
tan-nisthas tat-parayanah,
Gachchantya punaravrittim
gyana-nirdhata kalmasah".

Meaning – All illusory bondages of those who meditate on the inner-self with unwavering faith and devotion, are dispelled away through knowledge and they attain liberation from the spiral of births and deaths.

"Nahi gyanena sadrisham
pavitram-iha vidyate,
Tat swayam-yoga samsiddha
kalenatmani vindati".

Meaning – Nothing in the world is as sublime and purifying as transcendental knowledge. Perfecting the art of uniting the individual consciousness with the ultimate Universal Consciousness, the enlightened being automatically attains that knowledge in the self, in course of time.

...to be continued

—Her blessed child, **Sri Arnab Sarkar**

My Life With Anirvan

Part - XXX

Meanwhile, I was passing my days quietly in the serene atmosphere of Sri R. K. Maha Sammelan Ashram at Achhabal. Swami Ashokanandaji had provided me with a one room apartment a little higher than the ashram where I passed my days quietly in study and meditation. In the evenings, if it was not raining, I sat with Swamiji in the green lawns, having his satsanga. Of course, we met at the breakfast and at the time of meals, but mostly the time passed in silence. While at Achhabal, I received another letter from Anirvanji.

Om Haimavati, Shillong
10.8.64

My dear Gautam,

You letter took eight days this time to reach here. I got it only today. I do not know if this will reach you in time.

I am glad you are passing your days quietly. I would suggest to you to remember one thing. Spiritual achievement cannot be circumscribed; it is not that we attain something definite. It is rather a turn of consciousness; an opening of a vista, a new dawn bringing the sure promise of bright noon. If this pilgrimage brings you that beginning, that will be the real achievement. Your eyes will be opened. But the gaze need not remain fixed. You are not to be a ghat[1], but stream itself.

You are always in my thoughts. May Lord Shiva make you His very own and grant you the boon of deathlessness in life and death as he did to Vivekananda.

My respects to Swamiji.

With love and best wishes,

Ever yours ... A

PS: I noted at the last moment on the back of your letter that it was posted on 5.8.64. So this might reach you before you start.

I left Achhabal Sri R. K. Ashram on 18th August for Pahelgam from where the pilgrimage to Amarnath cave started on 20th August. Though pilgrims can visit and pay their homage at the Amarnath cave individually before and after Sravani Purnima – the full moon day in the month of Sravan, which mostly falls in the month of August, between Ekadashi (11th day of the bright fortnight) of Sravana and the Purnima day, no pilgrim can go before chhadi-saheb that leads the procession of pilgrims. I followed the procession along with four friends from Gujrat who had put up in the Regal Hotel near the Lidar river where I too had hired a room on 18th night. We had started at 7:30 in the morning of 20th August and reached Chandanwadi by 12-00 noon at a distance of about ten miles from Pahelgam. Chandanwadi is situated at the height of about 9000 feet, 2000 feet higher than Pahelgam. Though the road upto Chandanwadi is quite easy, walking was made difficult because of rains and consequent mud. Most of the pilgrims, sadhus or house holders – men, women, children about ten thousand walked the whole distance – there were many who were on horse back and some rich or old people hired palanquins. My coolie Gulam Kadir who was carrying my luggage including the tent, had already reached Chandanwadi and put up the tent. Chandanwadi had become a tent town! My four Gujrati friends had put up their tent at a distance.

We passed the day and night of 20th August at Chandanwadi. There were heavy showers in the evening and the road be-

[1] Ghat: The stations where boats are rested or bathing steps built on the river bank.

yond the real ascent to Amarnath become all the more difficult. Many were discouraged. Natavarbhai, one of the four Gujrati friends came to my tent at night and said, "because of bad weather three of my friends are now afraid of going up to Amarnath, but I am determined to complete the pilgrimage at any cost as I have taken a vow before starting from Jamnagar, but they will not allow me to go up alone! Will you kindly assure me of your company?" I gladly accepted his proposal and assured him of completing the pilgrimage to Lord Amarnath together, come what may!

So from next day, that is 21st morning, we were together till we returned to Pahelgam on 24th August.

The journey from Chandanwadi to Amarnath was extremely difficult. As it had rained almost the whole day, the authorities had announced that those who will go on foot will go first, then the palanquins and last of all the horses with luggage or riders. From Chandanwadi after a straight walk for a mile there is a hill like climbing for about two miles to Pisughati for about two miles at a height of about 10,500 feet! We started from Chandanwadi at about 8:00 in the morning and reached Pisughati at about 11:00. The road and climbing had become all the more difficult because of the rain. After taking some rest at the top, we walked further for about five miles to Seshanag where there is a beautiful lake with snow peak to the north of it with blue sky. With the snow peak, green water of the lake and the green all around, it is a beautiful heavenly place. A few pilgrims could take their bath in the cool water of the lake! After resting a while there, we moved still further and reached the plateau of Vavjin – (Vayugin). As the land was quite open there, winds would blow heavily and sometimes dangerously! Vavjin is at a height of 12750 feet! We reached there at about 5:00pm. But our horseman Gulam Kadir came very late at night at about eleven or so. Fortunately, it was not raining and the sky was very clear with the bright shining moon lighting up the area and there were a few temporary shops where we could take some food! We had to wait on the way and shout for Gulam Kadir! At last, Gulam Kadir appeared crying that his horse had slipped on one side, some of our luggage had fallen down in the valley which he could not recover! Well! The tent was there and most of our things. Gulam Kadir put up the tent and our bedding and we fell on it just like logs. It was so cold that though we had put on our woolen overcoats, we were shivering under the blankets and slept the whole night embracing each other!

The morning was beautiful! The golden rays of the sun shine and reflect from the snow peaks around. We got up feeling quite fresh and full of joy! And ready for the next day's journey. After finishing our ablutions and taking heavy breakfast, we started walking towards Panchatarini, our last stop. On the way we had to walk on snow while passing the Maha Gunash (Ganesh?) pass which is at a height of 14500 feet – the highest on the way to Amarnath. The air there was light and it was difficult breathing. Fortunately, the whole day was quite sunny and bright and slowly we passed the Mahagunash pass – and then easily came down to Panchatarani which is at a height of 11500 feet. It is a valley. Some small springs come down from different sides, meet and flow downwards. We reached Panchatarni at about five in the evening. Gulam Kadir had reached before us and put up our tent and waiting for us, smiling before the tent!

—Sri Gautam Dharmapal

A Spiritual Interaction of Sree Sree Maa with One of Her Disciples

Disciple : O Holy Mother! When death is inevitable for humans, then what is the point of human birth or its survival in this mortal plane?

Sree Sree Maa : Why do humans survive? Humans do their sadhana to survive. Until man receives 'chaitanya' or the spark of consciousness from a sadguru, until his discrimination is awakened, he is not worthy of being designated as man, is immersed in the slumber of ignorance, and is virtually dead. I practically visualize these moving corpses everywhere. When discrimination awakens, when sensibility makes its way in man, when he develops the urge to know that eternal truth, he slowly learns to survive. Everybody is shackled by the wheels of time (kaala) and take their refuge in this kaala. People who dwell in this dark ephemeral plane, who have never seen light, who are not aware of the self-effulgent atmic consciousness inside or never bother to awaken the consciousness, in what way are they living beings? They are virtually dead. Majority of the people are born to die after finishing their karmic loads and desires, hence they take birth as moving corpses. After their life, they will leave the mortal coil according to the laws of nature. The yogis and the mahatmas do not understand life and death in the lines of ordinary people. The subtle perception of existence is called Brahman. The mahatmas perform intense penance for survival i.e. to be in unison with the fine perception of existence _ 'I am'. The mahatmas say that one should master the art of dying. This means to mingle with the state of 'samadhi' because one cannot fathom the ultimate and eternal truth unless he touches the horizon of 'samadhi'. The yogi attains the state of wisdom when he touches samadhi. How a man with dormant discrimination and lack of sensibility be called a true man? These humans are same in life and death. He is practically a vegetative body and is dead. He is immersed in the quagmire of ignorance and darkness and is dead. But the cycle of creation is not possible without birth. Hence the jivatmas take birth and eventually die in concordance with the natural law.

(Excerpts from Sree Sree Maa's "Brahmanjali (Part III)" in Bengali)
-Translated into English by Her Blessed Child **Dr Barun Dutta**

When the movement of the prana becomes extremely subtle and calm, the mind becomes transfixed in the atma. This state of equilibrium of the atma satta is called samadhi. Samadhi is attained when equal union of the Paramatma and Jivatma, bereft of all other resolves and desires, is realized. One whose kulakundalini shakti is awakened and who through asanas has purified the physical being, with the help of pranayama, pratyahara, dharana, dhyana and sampragnata samadhi has purified the mental and psychic being, by the awakening of para-vairagya (spirit of true positive renunciation) has transcended beyond (and thereby renounced) buddhi-karma (intellect-originated action), such a yogi naturally realizes the state of sahaja (innate or natural poise of atma satta) or jivanmukti (living free).

–Sree Sree Maa Sharbani

Mata Sharbani Trust
Annual Report (2015-2016)

Mata Sharbani Trust aims to live up to the ideals of its principal and patron, Sree Sree Maa Sharbani who, in the spirit of highest universal values, has charted a path that combines realization of supreme truth with service to humanity. The goals of the Trust cover humanitarian, spiritual and cultural aspects in an attempt to serve people, irrespective of gender, caste, creed, religion or race and spread the message of unity and eternal Truth. Preserving our prized heritage and reviving them in the modern age, providing relief to the needy and poor, assisting people with educational and medical support, helping destitute homes and educational institutions, etc., form some of the core activities of the Trust. Spreading the message of unity of spiritual paths, practice of Brahmavidya as a means to attain self-realization, publication of books / CDs/ cassettes on Indological themes, study of Sanskrit and practice of music through regular sessions, teaching of yoga as a means for good health, dissemination of knowledge through maintenance of a library of rare books, holding of cultural events on Indological themes, regular spiritual discourses on auspicious occasions, satsang with saints and sadhus, distribution of relief materials including clothes, blankets, food and medicine to the poor, educational support for the needy, providing drinking water facilities and other infrastructural support for development of adjoining rural areas, rendering support to similar organizations working especially for the well-being of forsaken women and orphaned children, are some of the regular activities of our Trust. The Trust carries out its activities through its main centre at Akhanda Mahapeeth, Plaza Housing Shibrampur and subsidiary centres in Varanasi, Puri, Nabadwip and its associated organization, Sarada-Ramakrishna (Shishu O Mahila) Sevashram, an orphanage cum residential school in the village of Marjada (Hotar), located on the outskirts of the city of Kolkata. The main centre at Akhanda Mahapeeth also has a Self-Realization Centre-cum-Cultural Complex inside the main Trust premises and the Bhakta Nivas and Annapurna Kshetra inside Plaza Housing locality of Shibrampur. We highlight below some of the important activities that were carried out during the period April 2015 to March 2016.

Several charitable activities were carried out from the main Ashram premises of the Trust at Akhanda Mahapeeth, Shibrampur. In particular, more than 1000 poor people were donated new clothes during two sessions, one prior to Durga Puja and one before Kali Puja. These included sarees for women and dhotis / lungis for men. Later in December, more than 300 woolen blankets were donated to the needy people of the region. Other clothes including woolens (received from devotees) were freely distributed to children during these events. Education aid and Medical aid was given to several people during the year. During the Navratri festival, 'bhandara' was organized on several days and food was distributed for people of the locality. During the Annapurna festival, children of the locality were especially provided food, served by Sree Sree Maa herself. During the anniversary of enthronement of the Guru Maharajas,

'bhandara' was held for all and a special food arrangement was made for the children of Aikyatan School of the vicinity. Several ongoing social services in the locality were continued. In addition, regular road refurbishing has been carried out to enable people of the region to have better access from the main road to their homes. Infrastructure was improved in the main Ashram premises during this period. The marble fixing work of the main dome was completed. Also, construction of a new floor of the guest room complex in the main Ashram premises was completed for enabling stay of monks and lady devotees. The Bhakta Niwas was repaired and repainted. A new Tata Sumo vehicle was procured for carrying out the charitable activities of the Trust in a smooth manner including transportation of volunteer teachers to Hotar Sevashram. Several charitable and spiritual activities are carried out from the premises of Bhakta Niwas / Annapurna Kshetra.

The following activities were carried out for the Hotar Sevashram – Classes V and VI, which commenced earlier, were smoothly continued and Classes VII and VIII was started for the Sarada Shiksha Mandir, the Pre-primary and Primary school run by the Sevashram. For this, all infrastructure setup including renovation of rooms, wood oven, school kitchen and water shade, school children's toilet, water-proof treatment of school roof, electrical wiring, and painting of school rooms and Sevashram building outside walls were implemented. Classroom furniture, copy books, pens and pencils were provided for the school children and facilitated through the Trust. In addition, regular ration supplies of nutritious food, clothes and educational material, including books, were provided for the resident children. Several devotees of the Trust have regularly visited the Sevashram on a weekly basis to provide services, especially to teach the children studying in the Sevashram School to help improve their academic performance. The special drive to 'Support a Child' for food and education purposes initiated in the previous year was continued and it received excellent response.

Significant works were carried out in the Nabadwip Ashram of the Trust. Much of the first floor was thoroughly renovated to develop a Kriya Sadhana room, rooms for monks and visitors, dormitory for devotees, new toilets and bathrooms were completed except for painting. More works are planned for the future. Regular maintenance of the Ashram was carried out. The Trust continues to meet all requirements for Sri Dayananda Giri Maharaj, resident monk in charge of the unit. Due to his illness and certain difficulties of getting proper care, Shri Dayananda Giri Maharaj was shifted to Akhanda Mahapeeth Ashram so that he can be given proper medical care. Sree Sree Maa and other devotees visited the Puri Ashram and carried out charitable activities like sadhu seva. Minor repairs were carried out in Puri Ashram. The Varanasi Ashram was well looked after by resident monk Sri Gurudas Ashram Maharaj. Urgent repairs were carried out in the Varanasi Ashram.

Many other activities that form part of the core objectives of the trust were carried out with full fervor. Several publications were made from the Trust during the year. These include "Baba Ramdev-jir Pabitra Jibonkatha" in Bengali and "Brahmanjali -II" in Hindi, written by Sree Sree Maa. The second book was translated into Hindi by Smt Sushila

Sethia. Four issues of the quarterly journal Hiranyagarbha were published, each having special features on Sri Ramakrishna Paramhansa, Bhagwan Sri Vishnu, Sree Sree Maa Durga and Sri Sri Ram Thakur, respectively. The following nine CDs were published during the year – Sri Krishna Sudha, Matri Smaran, Sri Ram Mangalkari, Sa Devi Sanatani, Swanubhuti Sudha, Aradhana – I and II, Bhakti Rasamrita - 5, Sri Krishna Abhilasha.

Yoga classes and teaching of Sanskrit texts were held regularly. The invaluable spiritual library, containing more than 2000 books, was functional throughout the year. Several new books have been added to the library in the last year. The bi-weekly discourse on the Bhagwat Gita by Dr Barun Dutta was a unique feature that was initiated and has been one of the key attractions of every alternate Sunday morning. The other extremely valuable feature is the monthly class on Patanjali Yogasutras conducted by Sree Sree Maa herself, especially for women sadhikas. Sree Sree Maa continued with her Saturday evening music classes on a regular basis. Several new songs were composed by her and some devotees during this period. The Ashram holds four Spiritual Discourses every year on topics of interest. Four sessions were delivered by Dr Barun Dutta, focusing on the Upanishads in general and Isa Upanishad in particular. These will be continued to cover the major Upanishads.

A number of events were held highlighting Indian culture. These included regular programmes by devotees during various special occasions. Several eminent people performed in the Ashram premises to highlight various aspects of Indian culture. These included Rabindra-sangeet recitals by Shri Rabin Mukhopadhyay, devotional songs by Smt Srabanti Bandyopadhyay with Shri Arindam Bandyopadhyay, a recital drama (shruti-natak) by Smt Bratati Banerjee and Smt Kheyali Dastidar, devotional songs by Shri Bishwarup Bhattacharyya, mesmerizing dance programmes by the members and pupils of Guru Giridhari Nayak of Odishi Ashram, devotional songs by Smt Laboni Lahiri, enchanting bhajans by Shri Swami Rajeshwarananda-ji, dance recitals by Oishi Basu and Samadrita Basu, Rabindra-sangeet by Shri Subrata Sengupta, etc. The Ashram programmes were also conducted with devotion. Other than chorus songs by Ashram devotees and individual songs by Sree Sree Maa, Smt Aditi Mukherjee, Ratna Basu Roy and others, Ashram devotee girls Shradha, Ashoka, Rita and Poulomi gave able dance performances. Sree Sree Maa scripted some unique storyline-based songs interspersed with small pieces of speech that highlighted deep spiritual thoughts accompanied by blissful music. As usual, the annual spiritual quiz was held on Buddha Purnima Day and those who gave correct answers were awarded gift of books. A special bhajan session was held in honour of the great saint Sri Ramdev Pir, revered by all religions.

Several meetings with saints and savants were held during this period. Sree Sree Maa and devotees went to meet the great ageless saint Barfani Dadaji in Rajasthan and had wonderful interactions with him. During that visit, Sree Sree Maa also met with Swami Bhuvaneshwarananda-ji in Jaipur. In Puri, interactions were held with Swami Jitomohananda-ji, head of Divine Life Society unit in Puri where a respectful recep-

tion was given to Sree Sree Maa. Sree Sree Maa met the 93 year old saint Sri Ananatadas Babaji at his Braja-Nikunja Ashram in Kolkata. Mahatma Sri Sri Taat Baba visited our Ashram multiple times. His presence is a great source of inspiration for all of us. Swami Shuddhananda Giri, Head of Yogoda Satsanga Mission, Kolkata also visited the Ashram twice and gave a nice discourse in one of his visits. Another beautiful session of spiritual devotion was held in the presence of Dandiswami Sri Nityabodh Ashram Maharaj of Chinsura. Shri Swami Rajeshwarananda Ramayani Maharaj, Shri Imtiaz Ali Jonab, Swami Abhedananda Giri of Brahmananda Mission and Sri Sri Bharmamanda Paramhansa-dev Sevashram and many other dignitaries visited the Ashram to have discussions on spiritual and charitable affairs. Sree Sree Maa also paid a visit to the ailing Shri Gautam Dharmapal, a noted spiritual author and longtime companion-devotee of Sri Anirvan.

Shri Raj Kumar Daga, Chartered Accountant, has been retained as Auditor. The Trust accounts for financial year were audited by Shri Raj Kumar Daga and duly approved by the Trustees. Donors who desire to have a look at the accounts statements may kindly contact the Joint Secretaries or Treasurer of the Trust.

With the grace and guidance of the Supreme Divine, Sree Sree Maa, all patrons and well-wishers, we hope to continue serving mankind with dedication and devotion. We express our sincere thanks and gratitude to all donors, devotees and volunteers for their help, dedication and selfless efforts in helping our mission to succeed. We feel blessed to have received this unique opportunity to serve. We pray for the well-being of all.

Shri Siddhartha Nandi & Swami Sadasivananda,
Trustees and Joint Secretaries, Mata Sharbani Trust
Akhanda Mahapeeth, Plaza Housing (Jagannathpur)
PO. Ashuti, Shibrampur, 24 Parganas (S), West Bengal 700141, India
November 20, 2016

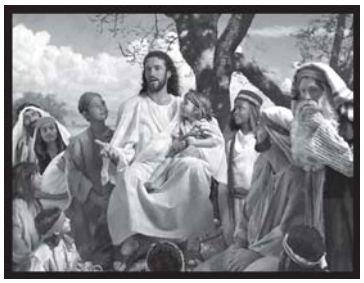

Blessed are the poor in spirit, For theirs is the kingdom of heaven.
Blessed are those who mourn, For they shall be comforted.
Blessed are the meek, For they shall inherit the earth.
Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, For they shall be satisfied.
Blessed are the merciful, For they shall obtain mercy.
Blessed are the pure in heart, For they shall see God.
Blessed are the peacemakers, For they shall be called sons of God.
Blessed are those who are persecuted for righteousness' sake, For theirs is the kingdom of heaven.
—Matthew 5: 3 - 10

News in Brief

2nd - 11th October - The 25th Navaratri Durga Puja was organized at the Ashram premises. The different functions including

puja, yajna, distribution of prasad etc. were performed flawlessly. On Panchami in the morning, Sree Sree Maa and Swami Sanbedanandaji distributed clothes, sweets and biscuit packets to around 500 villagers. An absorbing cultural programme was conducted in the evening where a dance recital was presented by the pupils of Sri Giridhari Nayak. The earlier issue of Hiranyagarbha was released on this evening. On the day of Saptami, the evening program started with a dance performance by child artists Ashoka Basu and Shraddha Dasgupta. The Ashramites also presented a beautiful musical programme. On Mahastami, a bhandara was organized on the holy occasion of the death anniversary of Sri Lahiri Mahasaya. On Navami, mahaprasad of Sri Sri Durga Devi was distributed.

15th October - On the occasion of Sree Sree Kojagari Purnima, Sri Yajnanarayan-da performed the puja of Sri Sri Lakshmi Janardanjiu at Sree Annapurna Kshetra. After puja, yajna was held at the Ashram.

23rd October - In the morning, Sree Sree Maa and Swami Sanbedanandaji distributed clothes to more than 500 villagers. Along with this they were also offered sweets and biscuits.

29th October - On the occasion of Deepavali, the Ashram was glowing with lights and diyas along with the beautiful Rangoli. At midnight, Sree Sree Maa performed the puja of Maa Devi Tarakalika at the Ashram.

9th November - On the occasion of Sri Sri Jagaddhatri Puja prasad was offered in the Annapurna Kshetra.

14th **November -** On the occasion of Raas Purnima, offerings were made to Sri Sri Radha Madhav followed by distribution of prasad. In the evening, Sree Sree Maa herself presented some beautiful bhajans. Dandi Swami Sri

Swami Sadashivananda welcoming Swmi Nityabodhashramji

Nityabodhashramji of Chinsura was also present on this evening.

20th **November -** The Annual General Meeting of Mata Sharbani Trust was held at the Ashram premises. The Annual report has been published in this issue.

4th December - On this day, blankets and winter wear were distributed among

many poor villagers in the locality.

6th December - On this day Swami Dayananda Giri, a disciple of Sri Sri Paharibaba, left his mortal coil at Akhanda Mahapeeth Ashram. A Bhandara was

organised on 22nd December in remembrance of the departed soul.

7th - 8th December - Worship of Sree Annapurna Mata and Sri Vishweshwar Shiva was conducted on 7th December. Sree Sree Maa herself distributed prasad among the children. A program of bhajans was conducted in the evening at Annapurna Kshetra. On 8th morning, worship of Sree Lakshmi Janardanjiu was held and prasad was distributed.

12th-17th December - Sree Sree Maa along with a few disciples visited the Varanasi Ashram. During the trip, She visited many places related to Gautam Buddha including Kushinagar, the place where Buddha obtained Parinirvan. Among other places, She also visited the Ashram of Gorakhnathji at Gorakhpur.

20th December - This morning, Sri Ramkripalu Maharaj of Rishikesh visited our Ashram. He had a conversation with Sree Sree Maa for sometime. Prasad was offered to him; thereafter, he spent sometime in Satsang. On the occasion of Sree Maa Sarada Devi's birth anniversary, some pupils of Hotor Ashram visited Akhanda Mahapeeth and paid their homage to Sree Sree Maa. In the evening, an absorbing cultural programme was conducted by the Brahmacharinis and pupils of the Hotor Ashram.A dance recital was also presented by Smt. Priyadarshini Banerjee.

Smt. Priyadarshini Banerjee

25th December - On the 21st session of the 'Adhyamtmik Sabha', our brother disciple Dr. Barun Dutta presented a profound analytical discourse on the Kathopanishads.

1st January - On this morning, Sree Sree Maa herself delivered an enlightening discourse on the essential principles and the mechanisms in the path of Kriyayoga.

Along with Sree Sree Maa's disciples, many non-initiated devotees also attended this satsang and were spiritually inspired and motivated by this discourse.

Forthcoming Events

Ganesh Yagna : 31st January-2nd February
Dol Purnima: 12nd March, Sunday
Spiritual Congregation: 26th March, Sunday
Annapurna Puja: 4th April, Tuesday
Ram Navami: 5th April, Wednesday
Bengali New Year: 15th April, Saturday

Subscription for Hiranyagarbha

Hiranyagarbha is a quarterly journal. The subscription fee for the journal in case of hand collection is **Rs. 80.00** and for postal delivery is **Rs. 100.00** per year (within India). Subscription forms may be obtained at the Ashram premises or by emailing to akhanda.mahapeeth@gmail.com. For information and help, contact Sri Arnab Sarkar (Mob. 094748-96776), Smt. Keya Chakraborty (Mob. 094324-56831), Sri Mohit Shukla (Mob. 094321-70365); Website : www.akhanda-mahapeeth.org.

হিরণ্যগর্ভের গ্রাহক হবার জন্য অথবা গ্রাহকত্ব পুণর্নবিকরণের জন্য
নিম্নের ফর্মটি পূরণ করে আশ্রমের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন।

Form No. .....

Akhanda Mahapeeth
Mata Sharbani Trust

Hiranyagarbha Subscription Form/Renewal Form

1. Subscription in Favour of (Name) : .....
2. Address : .....

.....

.....

3. Phone No. 1..... 2..... Email : .....
4. Period of Subscription : ☐ 1 year / ☐ 2 years / ☐ 3 years.

   From (Date) : ..... To (Date) : .....
5. Delivery Mode : ☐ Hand Collection / ☐ Postal Delivery.
6. Payment Mode : ☐ Cheque / ☐ Cash. Amount in Rs. .....

.....

Details of Cheque (drawn in favour of "Mata Sharbani Trust").....

.....

7. Checked by (Name) : .....

Signature :.....Date :.....

Latest Publication List